ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন

ডক্টর ইউসূফ আল-কারাদাভী

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন

ডক্টর ইউসুফ আল-কারাদাভী

অনুবাদ

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ

সম্পাদনা

মোঃ মুখলেছুর রহমান

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

৫৫/বি, পুরানা পল্টন (১২ তলা), জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন
ডক্টর ইউসুফ আল-কারাদাভী

প্রকাশনায়
সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০০৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
মুহম্মদ মুনীরুল হক

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২, হেমেন্দ্র দাস রোড, সুত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৩০ টাকা

Islame Daridro Bimochon
(Poverty Alleviation in Islam)
by
Dr. Yousuf Al Qaradawi

Translated from Arabic into Bangla
Mohammad Mizanur Rahman
Muhammad Saifullah
Edited by
Md. Mukhlesur Rahman
Published by
Central Shariah Board for Islamic Banks of Bangladesh
55/B, Purana Paltan (11th Floor), GPO Box 940, Dhaka-1000
Phone # 880-2-7161693, Fax # 880-2-7161761
e-mail : info@csbib.org http://www.csbib.org
Publishing at April 2008
Fixed Price : BDT. 130 only
ISBN 984-300-000686-0

www.pathagar.com

গ্রন্থকার পরিচিতি

'ডক্টর ইউসূফ আল কারাদাভী' সারাবিশ্বের মুসলমানদের নিকট অতি পরিচিত একটি নাম। তাঁর শতাধিক গবেষণাকর্ম ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিকচর্চাকে দারুণভাবে বেগবান করেছে। আধুনিক বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। উম্মাহকে দিয়েছে আধুনিক যুগসমস্যা সম্পর্কে পথনির্দেশনা। তিনি মানুষের বিবেক ও আবেগে ঝড় তোলা একজন বক্তা, অনুভূতিপ্রবণ লেখক, সৃজনশীল সাহিত্যিক, শিকড়সন্ধানী গবেষক ও যুবসম্প্রদায়ের হৃদয়ের স্পন্দন। তাঁর লেখায় আছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমন্বয়। অতীতকে তিনি অস্বীকার করেননি, বর্তমানকে পরিত্যাগ করেননি, আবার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সদা সচেতন। তার লিখনীতে রয়েছে যাদুকরী প্রভাব–যা সকল শ্রেণীর মানুষের হৃদয়-মনকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

ইউসূফ আল কারাদাভী ১৯২৬ সনে মিসরে জন্ম গ্রহণ করেন। দশ বছর বয়স না হতেই তিনি সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। ১৯৫৩ সনে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব অনুষদ হতে স্নাতক পাস করেন। ১৯৭৩ সনে সর্বোচ্চ গ্রেডে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি মিসরের ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয় এবং আল আযহারের ইসলামী সাংস্কৃতিক বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। বিভিন্ন সময় তিনি কাতার ধর্মীয় ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান, শরীয়াহ্ অনুষদের ডীন, সীরাত ও সুন্নাহ গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

যৌবনকাল হতেই তিনি ইসলামী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এ জন্য তাঁকে বারবার জেল-জুলুমের শিকার হতে হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে তিনি ১৯৪৯ সালে, ১৯৫৪-৫৬ সালে এবং ১৯৬৫ সালে কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক ও চিন্তার জগতে যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব সবচেয়ে বেশি বিস্তার করেছে তিনি হলেন আধুনিক ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ ইমাম হাসানুল বান্না (র)।

ইউসুফ আল কারাদাভী আধুনিক ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশাল। তিনি বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সেসব ব্যাংকের শরীয়াহ্ সুপারভাইজরি

www.pathagar.com

বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মক্কাভিত্তিক রাবেতা আলম আল ইসলামীর অঙ্গসংগঠন ফিকহ্ একাডেমী, অক্সফোর্ড ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদের ট্রাস্টি, ইসলামী দাওয়া সংস্থা খার্তুমসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সদস্য। তিনি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এরও একজন ট্রাস্টি। সাইবার যুদ্ধে তাঁর প্রতিষ্ঠিত http://www.qaradawi.com একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট–যা ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও সংশয় দূরীকরণে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

তাঁর বেশকিছু গবেষণাকর্ম বাংলায় অনূদিত হয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো 'ইসলামের যাকাতের বিধান' (দুই খণ্ড), 'ইসলামে হালাল ও হারামের বিধান', ইসলামী পুনর্জাগরণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা', 'ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন', 'ফতোয়া' সংকলন ইত্যাদি।

'ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন' সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড থেকে অনূদিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে প্রচলিত মুরাবাহা পদ্ধতির উপর 'আল বাই'উল মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্শিরা' শিরোনামে লিখিত তাঁর আরেকটি গবেষণা গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড থেকে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

কারাদাভী রচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও নিবন্ধসমূহ বাংলা ভাষায় অনূদিত হলে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকবর্গের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও জাতীয় মূল্যবোধের উন্নয়নে যুগান্তকারী অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বর্তমানে কাতারে বসবাসরত ডক্টর কারাদাভী ইসলাম প্রচারে বিশ্বের অনেক দেশ সফর করেছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘু মুসলমানদের অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক অসংখ্য সেমিনারে তিনি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন, আলোচনা করেছেন এবং উম্মাহকে করেছেন আলোকিত। তিনি ইসলামী আদর্শের ব্যাপারে আপোসকামিতায় যেমন বিশ্বাসী নন তেমনি ইসলাম প্রচারে জঙ্গীবাদ, উগ্রতা ও কট্টরপন্থাকেও পছন্দ করেন না। তাঁর নীতি হলো মধ্যপন্থা ও ভারসাম্য রক্ষা। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন এবং ইসলামের খিদমতে আমৃত্যু বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন!

www.pathagar.com

অনুবাদকের নিবেদন

বিশ্বনন্দিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও ফকীহ 'ডক্টর ইউসুফ আল-কারাদাভী' লিখিত مشكلة الفقر و كيف عالجها الإسلام গ্রন্থটি 'ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন' শিরোনামে বাংলায় অনুবাদের কাজ শেষ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি।

ডক্টর ইউসুফ আল-কারাদাভী বিংশ শতাব্দীর মুসলিম উম্মাহর কণ্ঠস্বর। পৃথিবী জুড়ে তাঁর জ্ঞানগর্ভ লিখনী ও কণ্ঠস্বর মুসলিম উম্মাহকে অনুপ্রাণিত করছে এবং নিরন্তর দিকনির্দেশনা দিয়ে চলেছে। বিশ্বের প্রায় সকল প্রধান ভাষায় তাঁর বইগুলো অনূদিত হচ্ছে এবং ব্যাপকভাবে পাঠকনন্দিত হচ্ছে। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের নিকট বিশ্ববরেণ্য এই মহান চিন্তাবিদের গ্রন্থটি উপস্থাপন করতে পেরে আমরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

অনুবাদ একটি কঠিন কাজ। বিশেষ করে একটি ভাষা থেকে অন্য ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা করা হলে পাঠকের জন্য অনেক ক্ষেত্রে মূল বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই অনেক ক্ষেত্রে ভাবানুবাদের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। তাছাড়া সর্বস্তরের পাঠকের স্বার্থে যথাসম্ভব সাবলীল করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষকরে যারা বিভিন্ন ইসলামী পরিভাষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন তাদের প্রতি লক্ষ রেখে এগুলির বাংলা অর্থ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য সমস্যার যেন কোন সমাধান নেই। বিশ্বজুড়েই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে চলছে অবিরাম সংগ্রাম। একবিংশ শতাব্দীর এই চরম উন্নতির যুগেও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হেরে যাচ্ছে মানবতা। তাদের সকল ঢাল-তলোয়ার যেন হার মানছে দারিদ্র্যের কাছে। উপরন্তু দারিদ্র্য আরও শক্তিশালী ও বিস্তৃত হচ্ছে। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। অসহায় বুভুক্ষু মানুষগুলোর দিকে তাকালে মন স্বগোক্তি করে বলে, হে আশরাফুল মাখলুকাত! কেন তোমার এ পরিণতি?

কিন্তু একটু পেছনের দিকে তাকালে দেখতে পাই মদীনাভিত্তিক ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক যুগের মধ্যেই ইসলামী রাষ্ট্রের চৌহদ্দি থেকে দারিদ্র্য লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। এমনকি যাকাত গ্রহণের জন্য

www.pathagar.com

তখন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বর্তমান আধুনিক যুগের মানুষের নিকট এ এক বিস্ময়। যেন রূপকথার গল্প। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে মানুষ যেখানে দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যর্থ সেখানে ইসলামের সূচনালগ্নের মানুষ কিভাবে সফল হলো, কোন নীতি ও আদর্শের কারণে তারা পৃথিবীতে আজও বিস্ময়ের বিষয় হয়ে উঠলো, ডক্টর ইউসুফ আল-কারাদাভীর 'ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন' গ্রন্থটিতে সে সকল বিষয়ের চমৎকার ও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। ইসলামী নীতি-আদর্শ বর্ণনার পাশাপাশি লেখক ইসলামের সাথে অন্যান্য মতবাদেরও তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করেছেন।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকসমাজ এই গ্রন্থ পড়ে উপকৃত হলে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের স্বার্থে সবাই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে এলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারি জেনারেল মান্যবর জনাব মোঃ মুখলেছুর রহমান এ গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও এর সম্পাদনা করে দিয়েছেন। তাঁর তত্ত্বাবধান এবং মূল্যবান দিকনির্দেশনা আমাদের কাজকে বহুলাংশে বেগবান করেছে। এজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাছাড়া সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দের সহযোগিতা ছিল সর্বদা প্রসারিত। বিশেষকরে জনাব সৈয়দ সাখাওয়াতুল ইসলাম ও জনাব মুহম্মদ মুনীরুল হক এক্ষেত্রে তাদের অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে উত্তম পারিতোষিক দান করুন।

দেশ, জাতি ও মানবতা এ গ্রন্থের মাধ্যমে উপকৃত হোক– এ কামনা করছি।

বিনীত–

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
গবেষণা কর্মকর্তা, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড
এবং
মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ
গবেষণা কর্মকর্তা, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং কল্যাণ দাও আখিরাতে। (সূরা বাকারা ঃ ২০১)

কর্মহীন দারিদ্র্যপূর্ণ ক্লেদাক্ত বিফল জীবন ইসলামে কাম্য নয়। দারিদ্র্য কুফরীতে নিয়ে যায়। (আল হাদীস)

ইসলাম পরিশ্রম করে হালাল উপায়ে সম্পদ উপার্জনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হালাল রিযক্ অন্বেষণ অন্যতম ফরয বা অবশ্য কর্তব্য।'

ইসলামে সম্পদ উপার্জনের এই গুরুত্ব এবং সুষম বণ্টনব্যবস্থার ফলে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং উমর বিন আবদুল আযীযের শাসনামলে এমন ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, সেই সময় যাকাত-সাদাকা গ্রহণ করার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যেত না।

পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধানে তার সুমহান আদর্শিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রয়েছে সুস্পষ্ট ও কার্যকরী দিকনির্দেশনা।

ডক্টর ইউসুফ আল কারাদাভী বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও গবেষক হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর লেখনী ও চিন্তাধারা বর্তমান দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ। বিশ্ববিবেককে আন্দোলিত করতে তিনি 'সফল ও সার্থক' বিশেষণে বিশেষিত। তাঁর গবেষণা ও চিন্তাধারা মুসলিম–অমুসলিম নির্বিশেষে সারাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর অনেক প্রকাশনাই দুনিয়ার প্রধান প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন' বইটি তাঁর সফল ও অনবদ্য গবেষণাকর্ম। সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সাম্যবাদসহ মানবরচিত সকল মতবাদের ব্যর্থতার পটভূমিতে দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানে ইসলামের কার্যকর সফল ও কল্যাণমূলক ভূমিকা ও কৌশল তিনি এ গ্রন্থে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।

দারিদ্র্য থেকে মুক্তির আশায় বিশ্বমানবতা প্রাচীনকাল হতেই লড়াই করে আসছে। লক্ষ করলে দেখা যায় দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি প্রত্যেক রাষ্ট্র ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। প্রতিদিন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিম্পোজিয়াম-সেমিনার, সভা বা কর্মশালা। নিত্যনতুন

www.pathagar.com

পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু দারিদ্র্য নিশ্চিহ্ন হচ্ছে না, বরং তা ডাল-পালা ছড়িয়ে আরো প্রসারিত ও বলবান হচ্ছে।

ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করা সম্ভব নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের অপরিহার্য দায়িত্ব দরিদ্র ও বঞ্চিত মানবতার পাশে দাঁড়ানো। ইসলাম যে প্রকৃত মানবতাবাদের আদর্শ তা এ গ্রন্থে সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি ও পরনির্ভরশীলতাকে ঘৃণা করে। ইসলাম চায় ভিক্ষার হাত স্বনির্ভরতা ও কর্মীর হাতে পরিণত হোক। ইসলাম চায় প্রত্যেকে সচ্ছল জীবনযাপন করুক এবং আপন আপন ক্ষেত্রে মানবকল্যাণে যথাযথ ভূমিকা রাখুক।

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের কার্যকর ব্যবস্থার অন্যতম হলো 'যাকাত'। ইসলাম ধনীর উপর যাকাত ফরয করেছে। এটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। যাকাত দরিদ্রদের প্রতি ধনীর অনুকম্পা বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কোন অনুদান নয়। সোনালী যুগের ইসলামী রাষ্ট্র দারিদ্র্য দূরীকরণে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তাতে যাকাত গ্রহণ করার মতো অভাবী লোক খুঁজে পাওয়া যেত না।

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ-এর গবেষক জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও জনাব মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন করায় তাঁদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। গ্রন্থটির পরিমার্জনে বোর্ডের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব সৈয়দ সাখাওয়াতুল ইসলাম ও নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মুহম্মদ মুনীরুল হক, প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সাহিত্যিক জনাব বি. এম. মোশাররফ হোসাইন সাগর এবং কম্পিউটারায়নে জনাব শাকের আহমদের সহযোগিতাকে আন্তরিকভাবে স্মরণ করি।

বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম। আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমিকে দারিদ্র্যমুক্ত করে সুখী সমৃদ্ধ কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে এ গ্রন্থ বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রন্থটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড থেকে তা প্রকাশ করা হলো।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে গ্রন্থটি থেকে প্রকৃত ফায়দা হাসিলের তাওফীক দিন। আমীন!

–মোঃ মুখলেছুর রহমান
সেক্রেটারি জেনারেল, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড

www.pathagar.com

সূচিক্রম

ভূমিকা	**১৩**
দারিদ্র্য সমস্যায় মানুষের বিভিন্ন মতবাদ	**১৭**
দারিদ্র্যকে পবিত্র গণ্যকারীদের নীতি	১৭
জাবরিয়া সম্প্রদায়ের নীতি	১৮
ব্যক্তিগত হিতৈষণার আহ্বায়কদের নীতি	১৮
পুঁজিবাদের নীতি	১৯
মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের নীতি	২১
দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দর্শন	**২৩**
দারিদ্র্য উত্তম–এ ধারণা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে	২৩
আকীদার উপর দারিদ্র্যের কুপ্রভাব	২৫
সচ্চরিত্র ও নৈতিকতার উপর দারিদ্র্যের কুপ্রভাব	২৬
মানুষের মুক্তচিন্তার উপর দারিদ্র্যের কুপ্রভাব	২৮
পরিবারের উপর দারিদ্র্যের কুপ্রভাব	২৯
সমাজ ও এর স্থিতিশীলতার উপর দারিদ্র্যের কুপ্রভাব	৩২
দারিদ্র্য সম্পর্কে জাবরিয়া দর্শনকেও ইসলাম অস্বীকার করে	৩৩
অল্পে তুষ্টি এবং আল্লাহর বণ্টনে সন্তুষ্টির অর্থ	৩৫
ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত দান-দক্ষিণায় সীমাবদ্ধ থাকার বিরোধী	৪২
ইসলাম পুঁজিবাদী দর্শনের বিরোধী	৪৫
ইসলাম মার্কসীয় দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে	৪৮
সারাংশ	৫৩
দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী উপায়সমূহ	**৫৪**
প্রথম উপায় ঃ শ্রম	**৫৫**
সারাংশ	৭৪
দ্বিতীয় উপায় ঃ সচ্ছল আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক দরিদ্রদের ভরণ-পোষণ	**৭৬**
আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও বন্ধন রক্ষার প্রতি ইসলামের গুরুত্বারোপ	৭৭
অভাবীদের জন্য ব্যয় না করলে আত্মীয়তার বন্ধনের কোন অর্থ নেই	৭৯
আত্মীয়-স্বজনের জন্য ব্যয় করতে রাসূল (স)-এর নির্দেশ	৮০
উমর ও যায়েদ বিন সাবিত (রা)-এর মত	৮৩

www.pathagar.com

সূচিক্রম

সালফে-সালেহীনের অভিমত	৮৩
আত্মীয়ের ভরণ-পোষণে আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত	৮৪
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর অভিমত	৮৫
আত্মীয়ের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী	৮৬
ভরণ-পোষণে কী কী অন্তর্ভুক্ত থাকবে	৮৭
আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ করা ইসলামের বৈশিষ্ট্য	৮৯
তৃতীয় উপায় ঃ যাকাত	**৯১**
যাকাত কেন ফরয হলো	৯১
যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনের এক শক্তিশালী মাধ্যম	৯২
যাকাতুল ফিতর (সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা)	৯৩
এই বার্ষিক ফরযের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য	৯৪
ইসলামে যাকাতের মর্যাদা	৯৫
যাকাত একটি সুবিদিত হক	১০৫
যাকাতের বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব	১১২
কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণ	১১২
সুন্নাহ থেকে প্রমাণ	১১৩
সাহাবীগণের ফাতওয়া	১১৫
যাকাত আদায় ও বণ্টন রাষ্ট্রের দায়িত্বভুক্ত করার শারঈ কারণ	১১৭
যাকাতের বাইতুলমাল	১১৮
যাকাতের হকদার 'ফকীর' ও 'মিসকীন' কারা	১২০
প্রচারবিমুখ ও নিজের অভাব গোপনকারী যাকাতের বেশি হকদার	১২১
যাকাতে সবল ও উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তির কোন অংশ নেই	১২৪
ইবাদতে নিয়োজিত ব্যক্তির যাকাত প্রাপ্য নয়	১২৬
জ্ঞানান্বেষণে নিয়োজিত ব্যক্তির যাকাত প্রাপ্য	১২৭
ফকীর ও মিসকীনকে কতটুকু যাকাত দেয়া যাবে	১২৭
প্রথম মাযহাব ঃ দরিদ্রকে সারাজীবনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দান করা	১২৮
যখন দান করবেন সচ্ছল করে দিন	১৩০
দ্বিতীয় মাযহাব ঃ এক বছরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দেয়া	১৩১

www.pathagar.com

সূচিক্রম

বিয়ের ব্যবস্থা করাও পুরোপুরি অভাব পূরণের অন্তর্ভুক্ত ১৩২
বই-পুস্তকের ব্যবস্থা করাও পুরোপুরি অভাব পূরণের অন্তর্ভুক্ত ১৩৩
মাযহাব দু'টির মধ্যে কোনটি উত্তম ১৩৪
জীবনযাত্রার উপযুক্ত মান সংরক্ষণ ১৩৫
স্থায়ী ও নিয়মিত সাহায্য ১৩৭
যাকাতের সম্পদ বিতরণে ইসলামের নীতি ১৩৯
যাকাত ঃ বিশ্বের প্রথম সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা ১৪৩
চতুর্থ উপায় ঃ বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে ইসলামী কোষাগারের পৃষ্ঠপোষকতা ১৪৬
পঞ্চম উপায় ঃ যাকাত ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক খাত ১৫৫
'ইবনে হাযম'(র)-এর মতামত ১৬৭
কুরআন থেকে দলীল ১৬৮
সুন্নাহ থেকে দলীল ১৬৯
'আসার' থেকে দলীল ১৭০
ষষ্ঠ উপায় ঃ ঐচ্ছিক সাদাকা এবং ব্যক্তিগত দান ১৭১
আল-কুরআন থেকে উদাহরণ ১৭২
হাদীস থেকে উদাহরণ ১৭৫
'ওয়াকফ্' ব্যবস্থা ১৭৯
সারসংক্ষেপ ১৮৩
একটি অপরিহার্য শর্ত ঃ ইসলামী আইন-কানুন ও ইসলামী সমাজ ১৮৪
খণ্ডিত ইসলাম পরিপূর্ণ সফলতা বয়ে আনবে না ১৮৫
ইসলামী সমাজের উদাহরণ ১৮৬
অনৈসলামী সমাজের উদাহরণ ১৮৭
ইসলামী সমাজব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস করে ১৮৮
ইসলামের বিধি-বিধান পরিপূর্ণ ও অবিভাজ্য ১৮৯
'অভাবী' বলে ইসলামে কোন শ্রেণী নেই ১৯২
অভাবীর মান-সম্মান সংরক্ষিত ১৯৩
উপসংহার ঃ দারিদ্র্যের উপর ইসলামের বিজয় ১৯৫

www.pathagar.com

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড প্রকাশনা

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শারী'আহ্ বোর্ড
- ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা
- ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন
- ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা
- ইসলামিক ব্যাংকস্ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল
- ইসলামিক ফাইন্যান্স (বুলেটিন)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

এ গ্রন্থটি ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন আলোচনা নয়। কারণ এর জন্য রয়েছে অবারিত ক্ষেত্র ও ব্যাপক আলোচনা। এতে বিশদভাবে থাকবে মানুষের কর্মকাণ্ড। বিশেষতঃ সম্পদ, এর উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ সম্পর্কিত ইসলামী বিধান ও উপদেশমালা। আরো থাকবে এগুলোর জন্য প্রণীত নীতিমালা ও সীমারেখা, যার মাধ্যমে ইসলাম ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক স্বার্থ এবং মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছে।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনা দীর্ঘ। এক্ষেত্রে আমার বেশ কয়েক বছর কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি তখন ইসলামের অন্যতম ফরয স্তম্ভ যাকাতের উপর গবেষণা করছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! যাকাত বিষয়ক গ্রন্থের একটি খণ্ড আমি সম্পন্ন করতে পেরেছি। আরেকটি খণ্ড এখনো শেষ করতে পারিনি। আশা করি আল্লাহ আমাকে তা সম্পন্ন করতে সাহায্য করবেন। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কোন সফলতা নেই।

এখানে আমার আলোচনা হবে ইসলামী অর্থব্যবস্থার অংশবিশেষ নিয়ে। তা হচ্ছে দারিদ্র্য সমস্যা ও তার সমাধান, দরিদ্রদের অধিকার সংরক্ষণ, তাদের চাহিদার নিশ্চয়তা বিধান ও মুসলিম সমাজে তাদের মর্যাদা রক্ষা। আর সবকিছুই হবে ইসলামী শরীয়াহর আলোকে।

মানবজাতি প্রাচীনকাল থেকেই দারিদ্র্য ও দরিদ্রদের সঙ্গে পরিচিত। বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন প্রাচীনকাল থেকে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছে। দরিদ্রদের যন্ত্রণা লাঘবের প্রয়াস চালিয়েছে। কখনো আদেশ-উপদেশ দিয়ে, কখনো কাল্পনিক স্বপ্ন দেখিয়ে। তাদের সে কল্পনাবিলাসে কোন বৈষম্য নেই, শ্রেণীভেদ নেই, দারিদ্র্য নেই, বঞ্চনা নেই। এটা এমনি কল্পনার রাজ্য যা বইয়ের পাতায় নিখুঁতভাবে আঁকা যায় বাস্তব জগতে যার অস্তিত্ব নেই। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে গঠিত প্লেটোর প্রজাতন্ত্র যা অনেকগুলি চরমপন্থী আন্দোলন অতিক্রম করে এসেছে। এগুলি বাস্তব অবক্ষয় রোধ করতে চায় আরো চরম অবক্ষয়ের মাধ্যমে। যেমন ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের পাঁচশতাব্দী পর পারস্যে গড়ে উঠেছিল 'মাযদাক' (مـــــزدك) আন্দোলন। এ আন্দোলন সম্পদ ও নারীকে কমিউনিজমব্যবস্থার আওতায় আনার ডাক দেয়!

www.pathagar.com

আমাদের এ যুগে দারিদ্র্য সমস্যা বিশেষকরে অর্থনৈতিক সমস্যা মানুষের মন ও মননে ব্যাপক স্থান দখল করে নিয়েছে। স্বার্থান্বেষী ও সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী এ সমস্যার উপর ভর করে জনগণকে উস্কে দিচ্ছে, প্রভাবিত করছে এবং তাদের ধর্মহীন মতাদর্শের প্রতি মানুষকে এ বলে আকর্ষণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে, তারা দরিদ্রদের কাতারের লোক, তারা দরিদ্রদের সেবায় নিবেদিত। এক্ষেত্রে সাহায্য করেছে ইসলামী ব্যবস্থা সম্পর্কে মুসলমানদের অজ্ঞতা এবং বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় তাদের প্রভাবিত হওয়া। এক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের জীবনের দুরবস্থা এবং অধঃপতনের যুগের কিছু আলেমের ভুল ধারণাকে কাজে লাগিয়েছে।

এ কারণে ইসলাম সম্পর্কে যারই জ্ঞান আছে তারই কর্তব্য হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ যে হেদায়েত ও রহমত দিয়ে পাঠিয়েছেন তার প্রকৃত অবস্থা মুসলমানদের সামনে তুলে ধরা। আল্লাহ তাঁর হাতে যেসব বিধানকে শরীয়াতসম্মত করেছেন–যা ব্যক্তি ও সমাজের সমস্যার আমূল সমাধান করে সেগুলো তুলে ধরা। কেবল সাময়িক স্বস্তিদায়ক ওষুধের মাধ্যমে যেনতেন প্রকারের সমাধান নয়–যা কিছুক্ষণ ব্যথা লাঘব করে, রোগজীবাণু সমূলে ধ্বংস করে না।

এখানে দারিদ্র্য সমস্যার যে ইসলামী সমাধান পেশ করেছি তা ইসলামের নির্ভেজাল মূল উৎস কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামের ফকীহ মুজতাহিদদের উক্তি থেকেই করেছি। যাতে কোন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ব্যক্তি এই বলে আমাদের অপবাদ দিতে না পারে যে, আমরা মানুষের জন্য এক নতুন ইসলাম উপস্থাপন করছি, এটি সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত ইসলাম নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মালেক (র) প্রমুখ যে ইসলাম বুঝেছেন, এটি সে ইসলাম নয়। ইদানীং ইসলাম প্রচারকদের লেখায় কিছু প্রাচ্যবিশারদের এমন ধারণাই দেখা যায়।

এ গ্রন্থে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হবে যে, দারিদ্র্য ও তার সমাধান, সমাধানের উপায়, দরিদ্রদের অধিকার সংরক্ষণ ও তাদের বস্তুগত ও নৈতিক চাহিদা পূরণের প্রতি ইসলামের দর্শন, একে এমন এক মতবাদে পরিণত করে যা এ যুগে আমাদের দেশ ও অন্যান্য দেশে প্রচলিত সব মতবাদের চেয়ে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

www.pathagar.com

এ গ্রন্থে আরো স্পষ্ট হবে যে, এসব মতবাদের কোন একটির সাথে ইসলামকে সম্পৃক্ত করা অথবা এগুলোর কোন একটিকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করা ভুল। যেমন একথা বলা, সমাজতন্ত্র ইসলামের অন্তর্ভুক্ত অথবা ইসলাম সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। অথবা এ কথা বলা, ইসলাম পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অথবা পুঁজিবাদ ইসলামী ব্যবস্থা। জীবন, মানব, কর্ম, সম্পদ, ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ইসলামের এমন দর্শন রয়েছে, যা সার্বিকভাবে ডানপন্থী–বামপন্থী সকল মতবাদের পরিপন্থী।

এটি এক অনন্য স্বতন্ত্র দর্শন। প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়। বরং মহান প্রভুর পক্ষ থেকে মানবতার জন্য কল্যাণমুখী এক দর্শন ঃ

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ
عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ.

অর্থ ঃ আগুন একে স্পর্শ না করলেও যেন এর তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন তার জ্যোতির দিকে। (সূরা নূর ঃ ৩৫)

ইসলামকে আমরা মৌলিকত্ব, ব্যাপকতা, গভীরতা, ভারসাম্য, অগ্রগামিতা ও উচ্চতায় রাখি। এটি আমাদের কাছে অন্য যেকোন দর্শন ও চিন্তাধারার সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত। আমরা যথার্থ বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে আমাদের সব সমস্যা ও জটিলতার সমাধানের জন্য কেবল এর প্রতি আহ্বান জানাই। কারণ ইসলামই আমাদের সব রোগের একমাত্র ওষুধ এবং সকল অন্ধকারের আলো। এছাড়া যত মূলনীতি ও ব্যবস্থাদি রয়েছে, যা প্রতারক ও প্রতারিতরা চালু করেছে–এ সবই বিভ্রান্তিকর, সাংঘর্ষিক চিন্তাধারা ও ব্যর্থ অভিজ্ঞতা। এ থেকে আমাদের ধারণা জন্মেছে এগুলোর অধিকাংশই অথবা সবগুলিই ধূর্ত ইয়াহুদীবাদী ও কুফরী শক্তি দ্বারা উদ্ভাবিত।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ
مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ
حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ . أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ

www.pathagar.com

لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ
ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا
وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ .

অর্থ ঃ যারা কুফরী করে তাদের কাজ মরুভূমির মরীচিকার মতো, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে। কিন্তু সে এর কাছে উপস্থিত হলে দেখবে ও কিছু নয় এবং সেখানে সে আল্লাহকে পাবে। তারপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দিবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। অথবা তাদের কাজ গভীর সমুদ্রতলে অন্ধকার সদৃশ। যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ। যার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর। এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্য কোন জ্যোতিই নেই।

(সূরা নূর ঃ ৩৯, ৪০)

শাবান, ১৩৮৬ হিজরী
নভেম্বর, ১৯৬৬ ঈসায়ী

ইউসুফ আল কারাদাভী
দোহা, কাতার

www.pathagar.com

দারিদ্র্য সমস্যায় মানুষের বিভিন্ন মতবাদ

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ দারিদ্র্য সমস্যায় বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছে। এখানে সেগুলো উল্লেখ করা হলো।

দারিদ্র্যকে পবিত্র গণ্যকারীদের নীতি

সংসারবিরাগী, দরবেশ ও আধ্যাত্মিকতার দাবিদার একটি দলের ধারণা, দারিদ্র্য এমন কোন মন্দ অবস্থা নয় যা থেকে মুক্তি চাইতে হবে। এমন কোন সমস্যা নয়, যার সমাধান চাইতে হবে। বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নিয়ামত। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ভালোবাসেন তাকে দান করেন। যাতে তার মন আখিরাতের সঙ্গে যুক্ত থাকে। দুনিয়াবিমুখ থাকে। আল্লাহর সঙ্গে মিলিত থাকে। মানুষের প্রতি দয়ালু থাকে। পক্ষান্তরে সচ্ছলতা এবং বিত্তসম্পদ এমন এক বস্তু যা মানুষকে অবাধ্য ও উদাসীন করে, অহংকার ও বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দেয়।

তাদের কেউ কেউ বলেন, সমগ্র বিশ্বটাই এক ফাসাদ। সমগ্র দুনিয়াই অনিষ্ট ও পরীক্ষা। এই দুনিয়া যত তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয় ততই ভালো। এর অস্তিত্বকাল অথবা কমপক্ষে এখানে মানুষের অবস্থানকাল যত ক্ষণস্থায়ী হয় ততই ভালো। এ কারণে বুদ্ধিমানদের কর্তব্য হলো জীবনের উপকরণ ও সুখের সামগ্রী অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা। যতটুকু মানুষের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে ততটুকু ব্যতীত এতে অংশ না নেয়া।

মূর্তিপূজারী এবং আসমানী ধর্মগুলোতেও এমন লোক দেখা গেছে যারা এই দর্শনের প্রতি অন্যদেরকে আহ্বান জানান। দারিদ্র্যকে মহান ও পবিত্র মনে করেন। কারণ এটি দেহকে সাজা দেয়ার একটি উপায়। আর দৈহিক শাস্তি আত্মিক উন্নতির মাধ্যম। বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে কিছু কিছু মুসলিম সুফীর মধ্যে এই ধারণা প্রসার লাভ করেছে। এ ধারণা নিখাদ ইসলামী সংস্কৃতিকে কলুষিত করেছে। এর নির্মলতায় কালিমা লেপন করেছে। যেমনটি করেছে ভারতীয় সুফীবাদ, পারসিক মানভীবাদ, ঈসায়ী বৈরাগ্যবাদ মুসলমানের জীবনে অনুপ্রবেশ করার মাধ্যমে।

এখনো আমার একটি কথা মনে পড়ে, যা এ ধরনের একটি গ্রন্থে পড়েছি। তাদের ধারণা তা পূর্বে অবতীর্ণ কোন ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

উক্তিটি হচ্ছে 'দারিদ্র্যকে আসতে দেখলে বলো, সৎ লোকদের নিদর্শন তোমাকে স্বাগতম। আর ধনাঢ্যতাকে আসতে দেখলে বলো, পাপের অগ্রিম শাস্তি আসছে।'

যে শ্রেণীর মানুষ দারিদ্র্য সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তাদের নিকট দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান দাবি করা বৃথা। কারণ তারা তো দারিদ্র্যকে কোন সমস্যাই মনে করেন না।

জাবরিয়া সম্প্রদায়ের নীতি

আরেক সম্প্রদায় আছে তারা দারিদ্র্য সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। তাদের অভিমত হলো, এতে অনিষ্ট এবং পরীক্ষা রয়েছে। তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এক্ষেত্রে চিকিৎসা ও ওষুধে কাজ হবে না। অতএব দরিদ্রের দারিদ্র্য এবং ধনীর ধনাঢ্যতা আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালায় নির্ধারিত। আল্লাহ চাইলে সকল মানুষকে ধনী করতেন। সবাইকে কারূনের ভাণ্ডার দান করতেন। কিন্তু তিনি চেয়েছেন পরস্পরকে পরস্পরের উপর মর্যাদা দান করতে। যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা বৃদ্ধি করতে। যাতে তিনি তাদেরকে যা দিয়েছেন তার মাধ্যমে পরীক্ষা করতে পারেন। তাঁর বিচার-ফয়সালা প্রত্যাখ্যানকারী কেউ নেই। তাঁর শাসন বা বিধানের সমালোচক কেউ নেই...। এছাড়া এ সম্প্রদায় এমনসব হক কথা বলে যার মূলে বাতিল উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

তারা দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে দরিদ্রদের কেবল এই উপদেশ দিয়ে থাকে যে, তারা যেন আল্লাহর বিচার-ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে। বিপদে ধৈর্যধারণ করে। আল্লাহ যা দিয়েছেন তা নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকে। পরিতৃপ্তি এমন এক ধনভাণ্ডার যা ফুরায় না। এমন এক সম্পদ যা শেষ হয় না...। তাদের মতে পরিতৃপ্তি হচ্ছে যেকোন অবস্থায় বাস্তবতাকে মেনে নেয়া।

জাবরিয়া সম্প্রদায় ধনীদের গুরুত্ব দেয় না। তারা (ধনীরা) যে অপচয় ও বিলাসিতা করে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। তাই তাদের কোন উপদেশও দেয় না। তারা কেবল দরিদ্রদের উপদেশ দেয়। তাদের উপদেশ হলো, এটি আপনাদের জন্য আল্লাহর বণ্টন। কাজেই এতে সন্তুষ্ট থাকুন। এর বেশি কিছু চাইবেন না। এ অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন না।

ব্যক্তিগত হিতৈষণার আহ্বায়কদের নীতি

এ সম্প্রদায় দারিদ্র্যকে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতোই দেখে। তাদেরও অভিমত হলো, দারিদ্র্যে পরীক্ষা আছে। তারা একে এমন এক সমস্যা মনে করে যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

তবে তাদের সমাধান দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতো কেবল সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তির উপদেশ দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তারা আরও এক ধাপ এগিয়ে। তারা ধনীদের ব্যয়, হিতৈষণা এবং দরিদ্রদের দান করার উপদেশ দেয়। এই কল্যাণমুখী দাওয়াতে সাড়া দিলে আল্লাহর নিকট অনেক সওয়াব পাবে বলে তারা প্রতিশ্রুতি দেয়। দরিদ্র মিসকীনদের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করলে এর অশুভ পরিণাম ও কবরের শাস্তি সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে।

এই সমাধান ধনীদের উপর দরিদ্রদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ-সম্পদ নির্ধারণ করে না। এই অপরিহার্য দায়িত্ব থেকে যে বিরত থাকে তার উপর বিশেষ কোন শাস্তি আরোপ করে না। এমন কোন ব্যবস্থাকেও বিধিবদ্ধ করে না যা হকদারদের নিকট প্রার্থিত সাহায্য পৌঁছার নিশ্চয়তা দিবে। তাদের সব ভরসা হলো ঈমানদারদের মন, জনহিতৈষীদের মানসিকতা–যারা সওয়াবের আশা করেন, শাস্তির ভয় করেন। যে ব্যক্তি দান ও অনুগ্রহ করে তার জন্য সওয়াব, আর যে কৃপণতা করে এবং সমাজবিমুখ থাকে তার জন্য শাস্তি। ইসলামপূর্ব ধর্মগুলো এই দর্শনেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তা হচ্ছে, দারিদ্র্যের সমাধানে ব্যক্তিহিতৈষণা এবং স্বেচ্ছায় দান-দক্ষিণার উপর নির্ভর। এটি জাবরিয়াহ ও তাকদীসিয়া দর্শনের বিরোধী যা বিভিন্ন ধর্মের গুরু ও রক্ষকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পুরো মধ্যযুগ ধরে ইউরোপে এই দর্শন চালু ছিল। এতে দরিদ্রদের নির্দিষ্ট কোন অধিকার ও অপরিহার্য অংশ ছিল না, তবে আল্লাহর নেককার বান্দাদের মধ্যে জনহিতৈষী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় যা দান করতো তা ব্যতীত।

পুঁজিবাদের নীতি

আরেক শ্রেণীর অভিমত হলো, দারিদ্র্য জীবনের অকল্যাণসমূহের এবং সমস্যাসমূহের অন্যতম। কিন্তু এর জন্য দরিদ্র ব্যক্তি নিজেই দায়ী। অথবা দায়ী ভাগ্য অথবা ভাগ্যে যা নির্ধারিত রয়েছে তা অথবা আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন। জাতি নয়, রাষ্ট্র নয়, ধনীরাও নয়, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের অবস্থা সম্পর্কে দায়ী। নিজের কাজ-কর্মে স্বাধীন। নিজের অর্থ-সম্পদে স্বাধীন।

এই শ্রেণীর নেতা হলো কারূন। সে ছিল মূসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ভুক্ত। সে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। আল্লাহ তাকে এমন ধনভাণ্ডার দান করলেন যার চাবি বহন করতো একটি শক্তিশালী দল। তার জাতি যখন তাকে এই বলে উপদেশ দিলো ঃ

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الاخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنْ الـدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِـي الاَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না। তুমি অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা কাসাস ঃ ৭৭)

তখন সে যে উত্তর দিয়েছিল তা কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي.

অর্থ ঃ সে বললো, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে পেয়েছি।

(সূরা কাসাস ঃ ৭৮)

এমনিভাবে কারূনের দর্শনের অনুসারীদের অভিমত হলো, তারা যে সম্পদ সংগ্রহ করেছে তা কেবল নিজেদের মেধাবলেই করেছে। সম্পদের মালিক অন্যদের চেয়ে বেশি হকদার। নিজের অভিমত ও ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করার স্বাধীনতা তার রয়েছে। যদি সে নিজের সম্পদ থেকে দরিদ্রকে কিছু দান করে তাহলে সে অনুগ্রহকারী। এদের দৃষ্টিতে সমাজ সকলকে স্বাধীনতা দেয়ার কথা ভেবেছে, যাতে তারা উপার্জন করতে পারে। ধনী হতে পারে। যারা উপার্জন ও ধনাঢ্যতা থেকে পিছিয়ে পড়বে, সমাজ তার ব্যাপারে দায়ী নয়। ধনীরা তার জন্য ব্যয় করতে বাধ্য নয়। তবে দয়া ও অনুকম্পা করে কেউ যদি কিছু করে, দুনিয়ায় প্রশংসা অথবা আখিরাতে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে, তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

এই মতবাদই বিশেষ 'পুঁজিবাদী মতবাদ' যা আধুনিক যুগের সূচনালগ্নে ইউরোপে চালু হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, যে সমাজের অবস্থা এই রকম, দর্শন ঐ রকম, সে সমাজের দরিদ্রদের অবস্থা ইতরদের ভোজসভায় ইয়াতীমদের অবস্থার চেয়েও মানবেতর। তাদের কোন অধিকার নেই, যা তারা দাবি করবে। তাদের কোন অবলম্বন নেই, যার উপর তারা নির্ভর করবে।

বিস্ময়ের কিছু নেই, এই পুঁজিবাদ তার আত্মপ্রকাশের সূচনালগ্নে চরম নিষ্ঠুরতা ও মাত্রাতিরিক্ত স্বার্থপরতা প্রদর্শন করেছে। এই মতবাদ ছোটদের উপর দয়া করে না, নারীদের উপর দয়া করে না, দুর্বলের প্রতি দয়া করে না। দরিদ্র ও মিসকীনদের দিকেও দয়ার দৃষ্টিতে তাকায় না। এর ফলে নারী ও ছোট ছেলে-মেয়েরা ন্যূনতম মজুরিতে কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। যাতে যাঁতাকলে তাদের নিষ্পেষিত হতে না হয়। নব্য জংলী সমাজের ক্ষমতাধররা তাদের উপর নির্যাতন চালাতে না পারে। এটি এমন সমাজ যে সমাজের লোকের মন নিষ্ঠুর। এই মন পাথরের মতো অথবা তারচেয়েও বেশি কঠিন।

www.pathagar.com

কিন্তু এই নিষ্ঠুর পুঁজিবাদ পরিবেশ-পরিস্থিতি, বিপ্লব, যুদ্ধ এবং সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন দর্শন এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ক্রমবিকাশের ধারায় তার নীতির পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে অক্ষম, দুর্বল ও দরিদ্রদের জন্য কিছুটা অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ও আইনের বিন্যাসে ক্রমে ক্রমে এর বিকাশ ঘটেছে। এমনকি এমন এক পর্যায়ে এসেছে যাকে বলা হয় 'সামাজিক বীমা' অথবা 'সামাজিক নিরাপত্তা'। বীমায় একজন নাগরিক তার আয় থেকে নিজের স্থায়ী অথবা সাময়িক অক্ষমতার সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা লাভের বিনিময়ে একটি অংশ প্রদান করবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রদত্ত অর্থের হার অনুযায়ী কম বা বেশি দেয়া হবে। এজন্য সীমিত আয়ের লোকের অংশ বেশি আয়ের লোকের চেয়ে কম হবে, অথচ তাদের প্রয়োজনই বেশি।

অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তায় রাষ্ট্র তার সাধারণ বাজেট থেকে অক্ষম ও অভাবীদের বিভিন্ন সময় ভাতা প্রদান করে। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের অর্থ থেকে কিছু অংশ দিয়ে এ উদ্যোগে জড়িত হয় না।

মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের নীতি

আরেক শ্রেণী বলে, ধনী শ্রেণীকে নির্মূল করা, তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং নিজেদের সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত না করা পর্যন্ত দারিদ্র্য বিমোচন এবং দরিদ্রদের প্রতি ন্যায় বিচার করা সম্ভব নয়।

এ উদ্দেশ্যে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীকে ধনীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া, তাদের মনে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘাতের আগুন ছড়িয়ে দেয়া অপরিহার্য। যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী বিজয়ী হতে পারে। এই শ্রেণী হচ্ছে কর্মজীবী শ্রমজীবী শ্রেণী যাদের 'প্রোলেটারিয়ান' (Proletarian) বলা হয়।

এই মতবাদের আহ্বায়ক ধনী শ্রেণীকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং ব্যক্তিমালিকানার নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাদের মতে যেকোন উৎসের মাধ্যমেই হোক না কেন, মানুষের মালিকানাকে বিশেষকরে উৎপাদনের উৎস ভূমি, শিল্পকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

এরা হলো কমিউনিজম ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের আহ্বায়ক। কিছু অংশে চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী সকল সমাজতন্ত্রীই অভিন্ন মত পোষণ করে। তাহলো, ব্যক্তি-মালিকানার নীতিকে অস্বীকার করা এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। একে সকল অনিষ্টের উৎস মনে করা, যদিও এর বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামে এদের কর্মপন্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়। কেউ গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক পন্থা অবলম্বন করে আবার কেউ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথ অবলম্বন করে।

www.pathagar.com

জর্জ বুর্জান (جـــوج بورجـــان) ও পিয়ার র‍্যামবের (بيـــار رامـــبير) তাদের 'এই হলো সমাজতন্ত্র' নামক গ্রন্থে বলেছেন, কেউ কেউ বলেন, সমাজতন্ত্র মানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মর্যাদা, তখন অন্যরা বলেন, এটি হচ্ছে জনগণকে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকানা প্রদান করা এবং কর্মজীবী শ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালানো।

আমরা এই উত্তপ্ত আলোচনায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করবো না। এটি কোন নতুন বিষয় নয়। ম্যাক্সিম লোরওয়া একে প্রত্যক্ষ করে তাঁর 'ফরাসী সমাজতন্ত্রের অগ্রদূত' নামক গ্রন্থে বলেছেন, নিঃসন্দেহে বিভিন্ন প্রকারের সমাজতন্ত্র রয়েছে। বাবোফের সমাজতন্ত্র এবং ব্রডোমের সমাজতন্ত্রে অনেক পার্থক্য রয়েছে। স্যান সিমোনের সমাজতন্ত্র ব্লাংকীর সমাজতন্ত্রের চেয়ে আলাদা। এ সবগুলোই লুইস প্ল্যান, কাইয়ে, ফরিয়ে এবং বিকোরের চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

আপনি দেখতে পাবেন, প্রত্যেকটি উপদল অথবা গোষ্ঠীতে রয়েছে তীব্র কলহ। তবে সকল সমাজতন্ত্রে একটি কমন ফ্যাক্টর রয়েছে যা এগুলোতে ঐক্য গড়ে তোলে। এক অভিন্ন লক্ষ্য রয়েছে যা এগুলোকে বিন্যস্ত ও একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তোলে। তাহলো, ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ সাধন যা সকল যুলম, শোষণ ও সামাজিক বৈষম্যের উৎস।[১]

অন্যদিকে বৈপ্লবিক অথবা বৈজ্ঞানিক মার্কসীয় সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজমের মধ্যে সামান্যই পার্থক্য রয়েছে। দুটোই জীবন ও মানুষের বস্তুবাদী দর্শনের উপর ভিত্তিশীল। দুই মতবাদই ধর্মকে অবজ্ঞা করে। একে সমাজ থেকে পৃথক করে দেখে। ধর্মহীন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ডাক দেয়। দু'টোর ভিত্তি হলো সহিংসতা ও রক্তক্ষয়ী সংঘাত। বিরাজমান পরিবেশকে বলপ্রয়োগ ও নৃশংসতার মাধ্যমে ধ্বংস করা।

অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আনান বলেন, কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য একই। বিশেষ সমাজতন্ত্র অবশেষে কমিউনিজমের দিকে গড়ায়। বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র মূলতঃ কমিউনিজমই। এগুলোর মধ্যে কেবল আনুষ্ঠানিক কার্যাবলী ও ব্যাখ্যার পার্থক্য রয়েছে। তবে কমিউনিজম তার সারবস্তু ও পন্থাসমূহের দৃষ্টিতে কেবল একটি বৈপ্লবিক মতবাদ। শান্তিপূর্ণ ও উন্নয়নমূলক পন্থাসমূহের কোন কিছুই এর জানা নেই–যার প্রভাব মধ্যপন্থী সমাজতন্ত্রে রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কমিউনিজম তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নে বিপ্লবের উপর নির্ভর করে, অন্যকিছুর উপর নয়।[২]

---

১. হাযিহী হিয়াল ইশতিরাকিয়াহ, অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আইতানী, পৃষ্ঠা ঃ ১৩।

২. আল-মাযাহিবুল ইজতিমাইয়াহ আল হাদী-হ, পৃষ্ঠা ঃ ৯৫।

www.pathagar.com

দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দর্শন

দারিদ্র্য উত্তম—এ ধারণা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে

প্রথম শ্রেণী বিশেষভাবে দারিদ্র্য এবং মহৎ জীবনকে যেভাবে দেখে, ইসলাম তা অস্বীকার করে। মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট পারস্যের মানাবিয়া মতবাদ, ভারতের সুফীবাদ, খ্রিস্টানদের বৈরাগ্যবাদ প্রভৃতি চরমপন্থী দলগুলোর যেসকল চিন্তাধারা সুফীবাদীরা গ্রহণ করেছে, ইসলাম সেগুলো অস্বীকার করে। আল্লাহর কিতাবে এমন একটি আয়াতও নেই, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে এমন একটি সহীহ হাদীসও নেই, যাতে দারিদ্র্যের প্রশংসা করা হয়েছে।

দুনিয়ায় কৃচ্ছসাধনার (যুহদ) প্রশংসায় যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর অর্থ দারিদ্র্যের প্রশংসা নয়। কারণ যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা এমন কিছুর মালিকানা দাবি করে যাতে কৃচ্ছসাধনা করা যায়। কাজেই সত্যিকার যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ হলো ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়ার মালিক হয়েছে। এরপর তাকে হাতে রেখেছে, অন্তরে স্থান দেয়নি।

ইসলাম ধনাঢ্যতাকে আল্লাহ প্রদত্ত এক নিয়ামত হিসেবে গণ্য করে এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলে। দারিদ্র্যকে ইসলাম এমন এক বিপদ মনে করে যা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে হবে। ইসলাম এই সমস্যার জন্য বিভিন্ন সমাধান বলে দিয়েছে।

এক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ধনী করে যে অনুকম্পা প্রদর্শনের কথা বলেছেন তা উল্লেখ করাই আমরা যথেষ্ট মনে করছি–

وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى-

অর্থ ঃ তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, এরপর অভাবমুক্ত করলেন।[৩]

ঈমানদার বান্দাদের সম্পদকে আল্লাহ তা'আলা ইবাদাতের অগ্রিম ফলাফল হিসেবে চিত্রিত করে দেন। তিনি বলেন ঃ

---

৩. সূরা দুহা ঃ ৮।

www.pathagar.com

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢)

অর্থ ঃ বলেছি, তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিবর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।[৪]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

نعم المال الصالح للمرء الصالح.

অর্থ ঃ সৎ লোকের ভালো অর্থ-সম্পদ কতই না উত্তম।[৫]

বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنْ الأَسْرَى إِنْ يَعْلَمْ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ.

অর্থ ঃ হে নবী, যুদ্ধবন্দীদের বলো, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে আল্লাহ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভালো কিছু দেখেন তবে তোমাদের নিকট থেকে যা নেয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন।[৬]

তাদের অন্তরে যে কল্যাণ ও পুণ্য ছিল তার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ সম্পদের মাধ্যমে তাদের ক্ষতিপূরণ করেছেন।

আল্লাহর নবীর হাদীসসমূহে দারিদ্র্যকে মারাত্মক বিপদ বলে বিবেচনা করা হয়েছে, যার কুপ্রভাব ব্যক্তি, সমাজ, ঈমান-আকীদা, চরিত্র-আচরণ, আদর্শ, সংস্কৃতি, পরিবার ও সমগ্র জাতির উপর পড়ার আশংকা রয়েছে।

---

৪. সূরা নূহ ঃ ১০-১২।

৫. হাফেজ ইরাকী 'আল ইহইয়া'র হাদীসসমূহের তাখরীজকালে বলেছেন, আহমাদ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাবারানী আল-কাবীর ও আল-আওসাতে সহীহ সনদে আমর বিন আলআস থেকে বর্ণনা করেছেন।

৬. সূরা আনফাল ঃ ৭০।

www.pathagar.com

আকীদার উপর দারিদ্র্যের কুপ্রভাব

নিঃসন্দেহে দারিদ্র্য ইসলামী আকীদার জন্য এক ভয়ানক বিপদ। বিশেষকরে চরম দারিদ্র্য, যার পাশেই রয়েছে সীমাহীন প্রাচুর্য এবং যখন দরিদ্র ব্যক্তি পরিশ্রমী উপার্জনকারী হয় আর বিলাসী ব্যক্তি হয় অলস ও বেকার। তখন সৃষ্টিজগতের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় আল্লাহর কৌশল ও বিধানের প্রতি দারিদ্র্য সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। আল্লাহ কর্তৃক উপজীবিকার বণ্টনেও সংশয় সৃষ্টি করতে পারে।

এমন চিন্তাধারা জনৈক প্রাচীন কবির কণ্ঠে অনুরণিত হয়েছে ঃ

كم عالم عالم اعيت مذاهبه — وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا-

هذا الذي ترك الألباب حائرة — وصير العالم النحرير زنديقا.

অর্থ ঃ অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি রিজিকের সন্ধানে ছোটাছুটি করে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আবার কত মূর্খ লোককে আপনি দেখতে পাবেন সচ্ছল। এ বিষয়টি মানুষের বিবেককে করেছে হয়রান এবং মহাজ্ঞানী ব্যক্তিকে পরিণত করেছে নাস্তিকে।

দারিদ্র্য যদি এমন ধরনের চরম বিভ্রান্তির দিকে না-ও নিয়ে যায় অন্ততঃপক্ষে তা জাবরিয়া দর্শনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যা কবির এই কথার উপর নির্ভরশীল ঃ

الرزق كالغيث بين الناس منقسم — هذا غريق وهذا يشتهي المطرا

يسعى القوى فلا ينال بسعيه — حظا و يحظى عاجز و مهين .

অর্থ ঃ রিযক্ তো বৃষ্টির মতো মানুষের মধ্যে বণ্টিত হয়। একজন পানিতে ডুবে আছে আরেকজন বৃষ্টির অন্বেষণ করছে। শক্তিমান ব্যক্তি চেষ্টা করেও কোন অংশ পাচ্ছে না অথচ অক্ষম ও অবহেলিত ব্যক্তি অংশ লাভ করছে।

অসম বণ্টন থেকে সৃষ্ট দারিদ্র্য আকীদাগত বিচ্যুতির জন্ম দেয়। যেমন কিছু পূর্বসূরীকে বলতে বাধ্য করেছে ঃ

إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك.

অর্থ ঃ দারিদ্র্য যখন কোন দেশে যায় তখন কুফর তাকে বলে, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও!

www.pathagar.com

যুন্নুন মিশরী সুফী (র) বলেছেন ঃ

أكفر الناس ذو فاقة لا صبر له، وقل في الناس الصابرا.

অর্থ ঃ ক্ষুধার্ত ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কুফরকারী। তার কোন ধৈর্য নেই। মানুষের মধ্যে ধৈর্যশীল খুব কমই আছে।

সুতরাং যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই রেওয়ায়েত এসেছে তখন অবাক হওয়ার কিছু নেই ঃ

كاد الفقر أن يكون كفر.

অর্থ ঃ দারিদ্র্য কুফরীর কাছাকাছি চলে যায়।[৭]

আরো অবাক হওয়ার কিছু নেই, কুফরীর সঙ্গে যুক্ত করে একই স্থানে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দারিদ্র্যের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেন ঃ

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, কুফর ও দারিদ্র্য থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৮]

আরো প্রার্থনা করেন ঃ

اللهم أني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة،
وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি দারিদ্র্য, ঘাটতি ও লাঞ্ছনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি অত্যাচারী অথবা অত্যাচারিত হওয়া থেকে।[৯]

সচ্চরিত্র ও নৈতিকতার উপর দারিদ্র্যের কুপ্রভাব

আকীদা ও ঈমানের উপর দারিদ্র্য যেরূপ হুমকি, চরিত্র ও আচার-আচরণের উপরও এর হুমকি কোন অংশে কম নয়। কারণ বঞ্চনার শিকার দরিদ্র ব্যক্তিকে

---

৭. আবূ নাঈম আল-হিলয়াহ গ্রন্থে হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। ইরাকী বলেছেন, বায়হাকী এটি আশ শুয়াবে এবং তাবারানী আল আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এটির সনদ যঈফ।

৮. আবূ দাউদ প্রমুখ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৯. আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও হাকিম হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল-জামে আস সগীরে হাদীসটিতে 'হাসান'-এর প্রতীক দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

তার বঞ্চনা ও দুর্দশা এমন আচরণ করতে প্ররোচিত করে যা শিষ্টাচার ও মহৎ চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিশেষকরে তার আশপাশে যখন জীবিকাপ্রাপ্ত সচ্ছল লোক বাস করে। এ কারণেই একটি কথা প্রচলিত আছে,

صوت المعدة أقوى من صوت الضمير.

অর্থ ঃ পাকস্থলির শব্দ বিবেকের শব্দের চেয়ে তীব্রতর।

এরচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হলো, এই বঞ্চনা মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধ এবং এর মাপকাঠির যথার্থতা সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে, যেমন তাকে সন্দিহান করে তোলে ধর্মীয় মূল্যবোধের ব্যাপারে।

দরিদ্র ব্যক্তির জীবনে দারিদ্র্যের তীব্রতা এবং তার আচরণে এর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

خذوا العطاء مادام عطاء، فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركيه، تمنعكم الحاجة والفقر.

অর্থ ঃ দান যতক্ষণ পর্যন্ত দান হয়, তোমরা তা গ্রহণ করো। যদি ঋণের উপর উৎকোচ হয়ে যায় তাহলে তা গ্রহণ কোর না। তোমরা (আসলে) তা ছাড়তে পারবে না। প্রয়োজনীয়তা ও দারিদ্র্য তোমাদের তা ছাড়তে বাধা দিবে।[১০]

ঋণগ্রহণকারীর উপর ঋণের প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

إن الرجل إذا غرم — استدان — حدث فكذب ووعد فأخلف

অর্থ ঃ মানুষ ঋণ করলে মিথ্যা কথা বলে। অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে।[১১]

দারিদ্র্যের সঙ্গে অনৈতিকতা এবং ধনাঢ্যতার সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্কের প্রতি ইংগিত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

حديث الرجل الذي تصدق بالليل على رجل فصادفت صدقته سارقا فتحدث الناس بذلك، ثم تصدق مرة أخرى على إمرأة

---

১০. আবূ নাঈম এটি আল হিলয়াহতে এবং তাবারানীও তাঁর একটি গ্রন্থে হযরত মুয়ায থেকে বর্ণনা করেছেন। এটির সনদ যঈফ।

১১. বুখারী, বাবু মান ইসতায়াযা মিনাদ দীন ফী কিতাবিল ইসতিকরাদ ওয়াল হাজর ওয়াত তাফলীস মিন সহীহিহী।

www.pathagar.com

فصادفت صدقته زانية فأصبح الناس يتحدثون بذلك تصدق الليلة على زانية فجاءه في المنام من قال له اما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناها.

অর্থ ঃ ঐ লোকের ঘটনা যে একজন পুরুষকে রাতে দান করলো। ঘটনাক্রমে তার দান একটি চোর পেয়ে গেল। মানুষ এ নিয়ে বলাবলি করলো। এরপর লোকটি আবার দান করলো। ঘটনাক্রমে তার দান এক ব্যভিচারিণী পেয়ে গেল। মানুষ এ নিয়েও বলাবলি করতে লাগলো যে, আজ রাতে সে এক ব্যভিচারিণীকে দান করেছে। স্বপ্নে এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, তুমি যে চোরকে দান করেছো সে হয়তো চুরি থেকে বিরত হবে। আর যে ব্যভিচারিণীকে দান করেছো হয়তো সে ব্যভিচার থেকে বিরত হবে।[১২]

এ হাদীসের মাধ্যমে এক ব্যক্তির ধনাঢ্যতার প্রভাবে অপর এক ব্যক্তির চুরি থেকে বিরত হওয়া এবং একজন নারীর অশ্লীলতা থেকে বিরত হওয়ার কথা প্রকাশ পেলো।[১৩]

মানুষের মুক্তচিন্তার উপর দারিদ্র্যের কুপ্রভাব

দারিদ্র্যের বিপর্যয় ও ভয়াবহতা কেবল মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি তার চিন্তা-চেতনাকেও গ্রাস করে ফেলে। তাই যে দরিদ্র ব্যক্তি নিজের, পরিবারের ও সন্তানের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে না, সে কীভাবে সূক্ষ্ম চিন্তা করবে বিশেষকরে এমন সময় যখন তার নিজের আশপাশেই কল্যাণ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ লোক বাস করে।

বিদ্বানগণ আবূ হানীফা (র)-এর সহচর মুহাম্মদ বিন আল হাসান শায়বানী থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একদিন তাঁর চাকরানী তাঁর মজলিসে এসে বললো, আটা শেষ হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমার সঙ্গে লড়াই করুন! তুমি আমার মাথা থেকে চল্লিশটি ফিক্বহী মাসআলা নষ্ট করে ফেললে।'

---

১২. বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ২৮।

১৩. দেখুন, শায়খ মুহাম্মাদ আল গাযালীর আল-ইসলাম ওয়াল আওদাউল ইকতিসাদিয়া গ্রন্থের 'হাল লির রাযাইলি আসবাবুন ইকতিসাদিয়াহ' পর্ব।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, 'যে ব্যক্তির বাড়িতে আটা নেই, তার সঙ্গে পরামর্শ কোর না। কারণ সে একজন এলোমেলো চিন্তার লোক এবং ব্যস্ত মস্তিষ্কের অধিকারী। তার অভিমত সঠিক হবে না।' এর কারণ, প্রচণ্ড আবেগ সুস্থ অনুভূতি ও সঠিক অভিমতের উপর প্রভাব ফেলে। মনোবিজ্ঞান একথাই বলে।

সহীহ হাদীসেও এসেছে ঃ

لا يقضي القاضي وهو غضبان.

অর্থ ঃ বিচারক রাগের মাথায় বিচার-ফয়সালা করবে না।

ফক্বীহগণ ক্ষুধা ও পিপাসা প্রভৃতি প্রভাব সৃষ্টিকারী আবেগের তীব্রতাকে রাগের উপর কিয়াস করেছেন। এ ধরনের অবস্থায় কবি বলেছেন ঃ

إذا قل مال المرء قل بهاؤه — وضاقت عليه أرضه وسماؤه.

وأصبح لا يدري وإن كان داريا — أ قدامه خير له أم وراؤه.

অর্থ ঃ মানুষের সম্পদ কমে গেলে তার সৌন্দর্যও কমে যায়। তার নিকট তার জমিন ও আসমানও সংকীর্ণ হয়ে যায়। সে তখন জেনেও জানে না তার সামনের দিক তার জন্য ভালো, না পেছনের দিক।

পরিবারের উপর দারিদ্র্যের কুপ্রভাব

দারিদ্র্য অনেক দিক থেকে পরিবার, পরিবারের গঠন, এর স্থায়িত্ব ও বন্ধনের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। আমরা দেখতে পাই, দারিদ্র্য পরিবার গঠনে একটি বড় বাধা। এটি যুবক-যুবতীদের বিয়ে-শাদির মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মোহর, ভরণ-পোষণ ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই পবিত্র কুরআন এই শ্রেণীর লোককে পবিত্রতা ও ধৈর্য অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে যতক্ষণ না এদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জিত হয় ঃ

وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

অর্থ ঃ আর যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে না তারা যেন পবিত্রতা অবলম্বন করে। যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদের সম্পদশালী করে দেন।[১৪]

---

১৪. সূরা নূর ঃ ৩৩।

www.pathagar.com

আমরা কতিপয় তরুণী ও তাদের অভিভাবকদের দেখতে পাই, তারা দৈন্যদশা ও অল্প সম্পদের কারণে বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিকে এড়িয়ে যায়। এটি পুরনো ব্যাধি। কুরআন একে তুলে ধরেছে। পিতাদের এই বলে উপদেশ দিয়েছে যে, তারা যেন পুরুষ নির্বাচনে তাদের মাপকাঠি ঠিক রাখে। সততা দিয়ে তাদের মূল্যায়ন করে, কেবল অর্থ-সম্পদ দিয়ে নয়। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা 'আয়্যিম' (বিধবা অথবা বিপত্নীক) তাদের বিয়ে সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[১৫]

পরিবারের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যকে আমরা চাপ হিসেবে দেখি। এটি হয়তো নৈতিকতার উপর বিজয়ী হলো। তখন হয়তো স্বামীর অথবা স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলো। এটি এমন একটি বিষয় ইসলাম যাকে বিবেচনায় এনেছে। কাযীকে অনুমতি দিয়েছে স্ত্রীকে স্বামী থেকে বিচ্ছেদ (তালাক) ঘটিয়ে দেয়ার, তার ভরণ-পোষণে অক্ষমতার কারণে এবং তার ক্ষতি দূর করার উদ্দেশ্যে। এটি হবে لا ضرر ولا ضرار (কারও ক্ষতি কোর না, নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না) নীতির আলোকে।

আমরা প্রায়ই দেখি, দারিদ্র্য পরিবারের সম্পর্ককে ঘোলাটে করে ফেলে এবং কখনো কখনো ভালোবাসার বন্ধনকে ছিন্ন করে ফেলে। এমনকি পবিত্র কুরআনও এক ভয়ানক ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে। তা হচ্ছে, কিছু পিতা চরম দারিদ্র্যের শিকার হয়ে অথবা সম্ভাব্য দারিদ্র্যের আশংকায় তাদের সন্তান ও তাদের কলিজার টুকরাকে হত্যা করেছে। এটি এমন এক অপরাধ যার কারণে লজ্জায় মানুষের কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে, দুঃখে মর্যাদাপূর্ণ চেহারা কালো হয়ে যায়। অবাক হওয়ার কিছু নেই, কুরআন এর তীব্র নিন্দা করেছে। এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে।

---

১৫. সূরা নূর ঃ ৩২।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

অর্থ ঃ আর তোমরা দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদের হত্যা কোর না। আমিই তোমাদের ও তাদের জীবিকা দান করি।[১৬]

আরেক সূরায় আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.

অর্থ ঃ তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা কোর না। আমিই তাদের ও তোমাদের জীবিকাদান করি। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা বড় ধরনের ভুল।[১৭]

প্রথম আয়াতে من إملاق শব্দ বলা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, প্রকৃত প্রস্তাবেই দারিদ্র্য অবস্থা আছে। দ্বিতীয় আয়াতে خشية إملاق বলা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, এখানে দারিদ্র্যের আশংকা করা হচ্ছে। বাস্তবে তা নেই। দারিদ্র্য অবস্থা বাস্তবে থাক আর না থাক, জঘন্য অপরাধ ঘটানোর জন্য একে কারণ হিসেবে দাঁড় করানো বৈধ নয়। এটি এমন এক অপরাধ যাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বড় শিরকের পরই উল্লেখ করেছেন।

একটি হাদীসে এসেছে ঃ

فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أعظم؟
قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك'' قال : ثم أي ؟
قال :''أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك.

অর্থ ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, কোন পাপ সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বললো, এরপর কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার সন্তানকে হত্যা করা এই ভয়ে যে, সে তোমার সঙ্গে খাবে।[১৮]

---

১৬. সূরা আন'আম ঃ ১৫১।
১৭. সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১।
১৮. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

এর মাধ্যমে ইসলাম মানবীয় আচরণে অর্থনৈতিক কারণের প্রভাবকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এটি বরং কখনো কখনো বিদ্রোহ করে বসে। এটি কোন কোন ব্যক্তির জীবনে সহজাত মৌলিক আবেগের উপর প্রভাব ফেলে। যেমন, পিতৃত্বের আবেগ। তবে এ ধরনের বিরল লোক সকল দেশে, সকল যুগে এবং বিভিন্ন অবস্থায় সকল লোকের জন্য মাপকাঠি নয়। নিঃসন্দেহে আরো অনেক কারণ রয়েছে, যা মানুষের আচরণ ও সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন মানসিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক কারণ যার সকল মানুষের জীবনে সুস্পষ্ট ও কার্যকর প্রভাব ও গুরুত্ব রয়েছে।

দারিদ্র্যের ভয়াবহতা বর্ণনায় এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, এটি কোন কোন ব্যক্তিকে মূর্খতাবশতঃ নিজ সন্তানদের হত্যা করতে প্ররোচিত করে ।

সমাজ ও এর স্থিতিশীলতার উপর দারিদ্র্যের কুপ্রভাব

সর্বোপরি দারিদ্র্য সমাজের নিরাপত্তা, স্বস্তি ও এর স্থিতিশীলতার উপর কুপ্রভাব ফেলে। আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

عجبت لمن لا يجد القوت في بيته : كيف لا يخرج
على الناس شاهرا سيفه؟

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে নিজের খাদ্য পায় না, তার জন্য আমি বিস্মিত হই। সে কেন তরবারি উঁচিয়ে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যায় না।

যখন দারিদ্র্য সম্পদের স্বল্পতা এবং লোকের আধিক্যের কারণে দেখা দেয় তখন মানুষ ধৈর্যধারণ করে। কিন্তু যখন সম্পদের অসম বণ্টন, কিছু লোকের উপর অন্য কিছু লোকের শোষণ এবং সমাজের অধিকাংশের অর্থের বিনিময়ে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের বিলাসিতার কারণে দারিদ্র্য দেখা দেয়, তখন এটি মনের ভেতর প্রভাব ফেলে। বিপর্যয় ও গোলযোগ সৃষ্টি করে। মানুষের সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের স্তম্ভকে ধ্বংস করে।

যেহেতু সমাজে কুঁড়েঘর ও প্রাসাদ আছে। ছাদ ও উঁচু চূড়া আছে, বদ হজম ও রক্তস্বল্পতা আছে, কাজেই হিংসা-বিদ্বেষ মনে এমন আগুন জ্বালিয়ে দিবে যা সজীব ও শুষ্ক সবকিছুকেই খেয়ে ফেলবে। যারা পেয়েছে, আর যারা পায়নি তাদের ব্যবধান বেড়ে যাবে। এই ধ্বংসাত্মক নীতিমালার ফলে দারিদ্র্য বঞ্চিত ও হৃতস্বর্বস্বদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে ফেলে।

www.pathagar.com

জাতির নেতৃত্ব, মুক্তি ও স্বাধীনতার উপরও দারিদ্র্য তার কুপ্রভাব ফেলে। দুস্থ অভাবী ব্যক্তি মাতৃভূমি ও নিজ জাতির মর্যাদা রক্ষায় উদ্দীপ্ত হয় না। কারণ তার মাতৃভূমি তাকে ক্ষুধায় আহার যোগায়নি। তাকে ভয় ও ত্রাসের সময় নিরাপত্তা দেয়নি। তার জাতি তাকে দুর্ভাগ্যের ভাগাড় থেকে মুক্ত করার জন্য তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি।

যে মাতৃভূমি তার প্রতি নির্দয় আচরণ করেছে, তার প্রতি বিমুখ হয়েছে, তার জন্য সে রক্ত ঝরাতে উদ্বুদ্ধ হয় না। তার উপর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কেন বর্তাবে? কীভাবে তাকে মাতৃভূমির দুর্দিনে ডাকা হবে, অথচ তার মাতৃভূমির সুদিনে তাকে ভুলে যাওয়া হয়! এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন ঃ

وإذا تكون كريهة أدعى لها — وإذا يحاس الحيس يدعى جندب؟

অর্থ ঃ যখন অপ্রীতিকর কিছু ঘটে, তখন তার (মোকাবিলার) জন্য আমাকে ডাকা হয়। আর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সময় ডাকা হয় ফড়িংকে?

এছাড়া জনস্বাস্থ্যের উপরও দারিদ্র্যের মারাত্মক প্রভাব রয়েছে। কারণ এর ফলে স্বভাবতই অপুষ্টি, বায়ু দূষণ, অস্বাস্থ্যকর আবাসনের শিকার হতে হয়।

দারিদ্র্য মনোস্বাস্থ্যের উপরও কুপ্রভাব ফেলে। কারণ এর ফলে উদ্বেগ, অসন্তোষ প্রভৃতি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়। এতে উৎপাদন ও অর্থনীতির উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। এছাড়া আরও বিপর্যয় ও ক্ষতি রয়েছে।

দারিদ্র্য সম্পর্কে জাবরিয়া দর্শনকেও ইসলাম অস্বীকার করে

ইসলাম যেমনি প্রথম শ্রেণীর দর্শনকে অস্বীকার করেছে, যে শ্রেণী সাধারণভাবে দারিদ্র্য, বস্তুগত বঞ্চনা ও শারীরিক ক্লেশকে পবিত্র জ্ঞান করে–তেমনি দারিদ্র্য সম্পর্কে দ্বিতীয় শ্রেণীর 'জাবরিয়া' দর্শনকেও অস্বীকার করে। তাদের এ ধারণাকেও অস্বীকার করে যে, দারিদ্র্য ও ধনাঢ্যতার বিষয়টি অবধারিত। সম্পদের পরিমাণ বণ্টিত। এর কোন রদকারী (প্রত্যাখ্যানকারী) নেই। এটি (দারিদ্র্য ও ধনাঢ্যতা) দূর করার কোন কৌশল নেই। ধনীর ধনাঢ্যতা আল্লাহর ইচ্ছায়।

পক্ষান্তরে দরিদ্রের দারিদ্র্যও আল্লাহর ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছা হলো তাঁর সন্তুষ্টি। সুতরাং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। সে এর কোন পরিবর্তন কামনা করবে না।

www.pathagar.com

এই দর্শনকে সংশোধনে অথবা অত্যাচারী মানদণ্ডের পরিবর্তনে অথবা প্রত্যাশিত ন্যায় বিচার এবং ইপ্সিত মানবিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টার ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য করা হয়।

দারিদ্র্য-দুর্দশার জোয়াল থেকে মানুষকে মুক্তিদান, মহৎ স্বাধীন জীবনে ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক নিরাপত্তার স্তম্ভ রচনায় নিজ মিশন বাস্তবায়নে ইসলামের কর্তব্য ছিল এ ভ্রান্ত জাবরিয়া চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যা মানুষের মন ও মানসপটে প্রাচীন কাল থেকে বিস্তার লাভ করেছে।

বিস্ময়ের বিষয় হলো, ধনীরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে অথবা অসৎ উদ্দেশ্যে এই চিন্তাধারা প্রবর্তন করেছে। দরিদ্ররা না জেনে অথবা ধোঁকায় পড়ে এটি গ্রহণ করেছে। এর স্রোতধারায় কতিপয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্বও চলছেন উদাসীনতা অথবা কপটতাবশতঃ।

কুরআন এসে এই চিন্তাধারা দেখতে পেল এবং ধনীদের প্রতি আহ্বান জানাল আল্লাহর বান্দাদের জন্য আল্লাহর রিযক্ থেকে ব্যয় করার জন্য। যাচনাকারী ও বঞ্চিত ব্যক্তির জন্য তাদের সম্পদে সুনির্দিষ্ট হক ফরয করেছে। তারা (ধনীরা) যখন আল্লাহর ইচ্ছার অজুহাত পেশ করলো, তখন কুরআন তাদের ধারণার খণ্ডন করলো। তারা প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে বলে বর্ণনা করলো। এ প্রসঙ্গেই এসেছে আল্লাহর এই বাণী ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

অর্থ ঃ যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করো। তখন কাফিররা মুমিনদের বলে, যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারতেন, আমরা কি তাকে খাওয়াব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছো।[১৯]

নিজেদের অন্ধ প্রবৃত্তির সঙ্গে আল্লাহর ইচ্ছাকে যুক্ত করার চেয়ে স্পষ্টতর গোমরাহী আর কি আছে? তাদের মতে, আল্লাহ কোন অক্ষম অথবা অভাবী ব্যক্তিকে খাওয়াতে চাইলে তার জন্য আকাশ থেকে রুটি ও তরকারি অথবা ঘি ও মধু পাঠিয়ে দিতেন। তারা যদি বুঝতো ও সুবিচার করতো তাহলে অবশ্যই জানতো যে, আল্লাহ মানুষদের একজনকে অন্যজনের মাধ্যমে রিযক্ দান করেন। সক্ষম ব্যক্তি যখন অক্ষম ব্যক্তির ভরণ-পোষণ করবে তখন সে আল্লাহর ইচ্ছাতেই ভরণ-পোষণ করবে।

---

১৯. সূরা ইয়াসিন ঃ ৪৭

www.pathagar.com

ইসলাম যে মহান নীতিমালার বীজ বপন করেছে তার একটি হলো এই যে, দুনিয়ায় প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান আছে, প্রত্যেক রোগের ওষুধ আছে। কারণ যিনি রোগ সৃষ্টি করেছেন তিনি ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। যিনি ভাগ্যে রোগ নির্ধারণ করেছেন তিনি চিকিৎসাও নির্ধারণ করেছেন। রোগ আল্লাহর ফয়সালাতেই হয়। চিকিৎসাও আল্লাহর ফয়সালাতেই হয়। সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি তকদীরের একটি ফয়সালাকে আরেকটি ফয়সালার মাধ্যমে দূর করে। ক্ষুধার ফয়সালাকে খাদ্যের ফয়সালার মাধ্যমে দূর করে। পিপাসার ফয়সালাকে পানি পানের ফয়সালার মাধ্যমে দূর করে।

এই কারণেই উমর ফারুক (রা) যখন মহামারীর আশংকায় সিরিয়া থেকে তাঁর সফরসঙ্গীসহ প্রত্যাবর্তনকালে জিজ্ঞাসিত হলেন, হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি কি আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়ন করছেন? তখন বলেন, হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর এক ফয়সালা থেকে আরেক ফয়সালার দিকে পলায়ন করছি।

এর পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওষুধপত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যা দিয়ে মানুষ চিকিৎসা করে এবং প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, আল্লাহর ফয়সালা (Divine decree) থেকে কোন কিছু কি দূর করতে পারবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওটিও আল্লাহরই ফয়সালা।

দারিদ্র্য যদি কোন রোগ হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তার জন্যও ওষুধের ব্যবস্থা রেখেছেন... এটি যদি আল্লাহর ফয়সালা হয়ে থাকে তাহলে এর প্রতিরোধ এবং এর বোঝা থেকে মুক্ত হওয়াটাও আল্লাহর ফয়সালা।

অল্পে তুষ্টি এবং আল্লাহর বণ্টনে সন্তুষ্টির অর্থ

অল্পে তুষ্টি এবং আল্লাহর বণ্টনে সন্তুষ্টির বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর অর্থ দরিদ্রদের দীনহীন জীবন যাপনে রাজি করানো নয়। হালাল পন্থায় ধনাঢ্যতার জন্য, মহৎ জীবনের জন্য ও সচ্ছল জীবনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো থেকে বিমুখ হওয়া নয়। ধনীদের অপচয় ও বিলাসী জীবন-যাপনের সুযোগ করে দেয়াও নয়।

অল্পে তুষ্টি এবং আল্লাহর বণ্টনে সন্তুষ্টির অর্থ উপরে যা আমরা উল্লেখ করেছি তার কোনটিই নয়। কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট ধনাঢ্যতার জন্য দু'আ করতেন, যেমনি তিনি তাকওয়া পরহেজগারীর জন্যও দু'আ করতেন।[২০]

---

২০. মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর শব্দগুলো হচ্ছে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত্তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা।'

www.pathagar.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গী ও খাদেম আনাসের জন্য যে সকল দু'আ করতেন তার মধ্যে রয়েছে– اللهم أكثر ماله.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি তার অর্থ-সম্পদ বাড়িয়ে দাও।[২১]

রাসূল তাঁর সাহাবী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রশংসা করে বলেন ঃ

ما نفعني مال كمال أبي بكر.

অর্থ ঃ আবূ বকরের সম্পদ আমার যে উপকার করেছে, অন্যকোন সম্পদ এমন উপকার করেনি।[২২]

তাহলে অল্পে তুষ্টির অর্থ কি?

এর দু'টি অর্থ রয়েছে। মানুষ স্বভাবতই প্রচণ্ড লোভী ও দুনিয়াদার। এ দুনিয়ায় প্রায়ই তার পেট ভরে না, পরিতৃপ্ত হয় না। একটি হাদীসে এর চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে এভাবে ঃ

لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم الا التراب.

অর্থ ঃ আদমসন্তানের যদি দু'টি স্বর্ণের উপত্যকা থাকতো তাহলে সে আরেকটি উপত্যকা চাইতো। মাটি ছাড়া আর কিছু আদমসন্তানের চোখ পরিপূর্ণ করতে পারবে না।[২৩]

ইসলাম মানুষকে ধনাঢ্যতা অর্জনের প্রচেষ্টায় মধ্যপন্থী এবং জীবিকা অন্বেষণে পরিমিত হওয়ার পরামর্শ অবশ্যই দিবে। এভাবে সে নিজের এবং জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করবে। তাকে মানসিক প্রশান্তি দিবে যা সুখের রহস্য। এটি তাকে আতিশয্য ও অতিরঞ্জন থেকে দূরে রাখবে–যা মন ও শরীরকে একই সঙ্গে ক্লান্ত করে তোলে। এ কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.

---

২১. বুখারী।

২২. আহমাদ, ইবনে মাজাহ প্রমুখ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। সুয়ূতী এটিকে 'হাসান' বলেছেন।

২৩. বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এটি বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানীর এই গ্রন্থের তাখরীজ অনুযায়ী لو كان له ثالث لابتغى رابعا অংশটি বর্জন করেছি।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ জিবরাঈল আমাকে বলেছেন, কোন প্রাণী তার জীবিকা পূর্ণ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং অন্বেষণের ক্ষেত্রে পরিমিত হও।

যদি মানুষকে তার লোভ-লালসার প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেয়া হয় তাহলে সে নিজের জন্য ও তার সমাজের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণে তার উচ্চাভিলাষকে উচ্চ মূল্যবোধ, স্থায়ী গুণাবলী ও টেকসই জীবনোপকরণের পথে পরিচালিত করা প্রয়োজন। এটিই দ্বীনের কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى.

অর্থ ঃ তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত কোর না সে জিনিসের প্রতি যা আমি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তা দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।[২৪]

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু অন্যত্র বলেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤) قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ.

অর্থ ঃ নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। বলো, আমি কি তোমাদের এইসব বস্তু থেকে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দিবো? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য জান্নাতসমূহ রয়েছে যার

২৪. সূরা ত্বা-হা ঃ ১৩১।

www.pathagar.com

পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে। আর সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে।[২৫]

এখানে মানব মনের লোভ-লালসা এবং কৃপণতা নিয়ন্ত্রণ করা ঈমানের কাজ নয়। এক্ষেত্রে এটি একনায়কের ভূমিকা পালন করে মানুষের মনকে স্থায়ী উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দেয় না এমনভাবে যে, সে অল্পকে যথেষ্ট মনে করে না আবার বেশিতেও তুষ্ট হয় না। তার নিকট যা আছে, তা তার লোভের আগুন নিভাতে পারে না। অন্যের নিকট যা আছে, সেদিকে তার চোখ চলে যায়। হালাল তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। তার মুখের লালা হারামের দিকে ঝরতে থাকে। মন সন্তুষ্ট হয় না। স্বস্তি পায় না। এটি এমন এক জাহান্নামের মতো যা নিজের পেটে লক্ষ লক্ষ প্রাণকে দগ্ধ করতে থাকে। এরপর তাকে বলা হয়, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছো? তখন সে বলে, আর আছে কি?

ঈমানের কাজ হলো স্থায়ী নৈতিক মূল্যবোধ, পরকালের স্থায়ী নিবাস এবং চিরঞ্জীব আল্লাহর দিকে মনকে পরিচালিত করা। ঈমানদার ব্যক্তি জানে ধনাঢ্যতা–যদি সে ধনাঢ্যতা চায়–প্রচুর সম্পদ ও অধিক উপাত্ত-উপকরণের মধ্যে নেই। এটি মূলতঃ একটি অন্তর্নিহিত বিষয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে ঃ

ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى عن النفس.

অর্থ ঃ অধিক প্রদর্শনীতে ধনাঢ্যতা নেই বরং মনের ধনাঢ্যতাই প্রকৃত ধনাঢ্যতা।[২৬]

অল্পে তুষ্টি এবং আল্লাহর বণ্টনে সন্তুষ্টির দ্বিতীয় অর্থ হলো জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে মানুষের পারস্পরিক মর্যাদা, প্রতিভা ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক মর্যাদার মতোই একটি স্থায়ী নিয়ম। এটি জীবনের একটি প্রকৃতিসূলভ বিষয়। এটি জীবনে মানুষের কার্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আল্লাহ মানুষকে যে ইচ্ছা ও এখতিয়ার দিয়েছেন, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের জীবনে যে পরীক্ষা ও বিপদাপদ রয়েছে তার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ.

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদের একে অন্যকে জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে মর্যাদা দিয়েছেন।[২৭]

---

২৫. সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪ ও ১৫।

২৬. বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে।

২৭. সূরা নাহল ঃ ৭১।

www.pathagar.com

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.

অর্থ ঃ তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার রিযক্ বৃদ্ধি করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত সর্বদ্রষ্টা।[২৮]

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ.

অর্থ ঃ তিনিই তোমাদের দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন সে সম্পর্কে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।[২৯]

মানুষের মধ্যে যেমন বেঁটে ও লম্বা, কুৎসিত ও সুদর্শন, বোকা ও বুদ্ধিমান, দুর্বল ও সবল আছে, তেমনি সচ্ছল ও অসচ্ছল ব্যক্তি রয়েছে। এটিই জীবনের প্রকৃতি। এটিই আল্লাহর নিয়ম–যা কমিউনিস্টরা মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার বড় বড় বুলি আউড়িয়েও পরিবর্তন করতে পারেনি।

ইসলাম চায় মুসলমানগণ বাস্তববাদী হোক। জীবন যেমন, তেমনি তাকে মেনে নিবে। সে মরীচিকার পেছনে ছুটে দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তি নিয়ে জীবন-যাপন করতে পারে না। ইসলাম চায় মুসলমানের সবচেয়ে বড় ধান্দা এটা না হোক যে, অন্যদের যে নিয়ামত দেয়া হয়েছে সেদিকেই সে চেয়ে থাকবে, ওতপেতে থাকা শত্রুর মতো, যার অন্তর হিংসায় খেয়ে ফেলে। সে নিজের অন্তর বিদ্বেষের আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। সে এক লোভাতুর আত্মা। কারণ অন্যদের যা দেয়া হয়েছে এবং সে যা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তার দিকে তাকালে সেটি তার জন্য দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যই টেনে আনবে। এরচেয়ে ভালো হয়, তাকে যে অনেক নিয়ামত দেয়া হয়েছে সেদিকে সে তাকাবে। তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় যে আছে অর্থাৎ যারা এসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত তাদের দিকে তাকাবে। তাহলে সে সুখী ও সন্তুষ্ট হবে। তার মন প্রশান্তি লাভ করবে।

এখানে অল্পে তুষ্টির অর্থ হলো, আল্লাহ মানুষকে যা দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। এটি এমন এক অবস্থা যা পরিবর্তন করার ক্ষমতা তার নেই।

---

২৮. সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩০।

২৯. সূরা আন'আম ঃ ১৬৫।

www.pathagar.com

মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে তার শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক অবস্থা যা পৈতৃকসূত্রে পাওয়া। এছাড়াও তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার পরিবেশ, অভিজ্ঞতা ও জটিল পরিস্থিতি। তার কর্মতৎপরতা ও উচ্চাভিলাষ সাধ্যের আওতায় হওয়া উচিত। কাজেই তার জন্য যা সহজলভ্য নয় তার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে জীবন-যাপন করবে না। অন্যকে যা দেয়া হয়েছে এবং তাকে যা দেয়া হয়নি সে সম্পর্কে কৌতূহলী হবে না। যেমন বৃদ্ধের এই আকাঙ্ক্ষা যে, তার যুবকের মতো শক্তি হবে, কুৎসিত নারীর হিংসা করে রূপসী নারীর দিকে তাকানো, বেঁটে যুবকের আক্ষেপের সঙ্গে দীর্ঘাঙ্গী ব্যক্তির দিকে তাকানো এবং যে বেদুইন বিশুষ্ক মরুভূমিতে বাস করে তার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রীর উচ্চাভিলাষ করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এমনটি ঘটেছে। পুরুষের যা আছে, নারী তার আকাঙ্ক্ষা করেছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন ঃ

وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ.

অর্থ ঃ যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা কোর না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করো।[৩০]

বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে দুর্দশা ও জীবিকার সংকীর্ণতা দেখা দেয়, যা থেকে মানুষের জীবন মুক্ত নয়.., যুদ্ধ, ক্ষুধা অথবা অন্যকোন কারণে বিভিন্ন জাতির জীবনে যে জরুরি সংকট দেখা দেয় এবং যেসব দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতার কারণে জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে অনেক লোকই নিজের জীবিকা বৃদ্ধির অথবা দেশ ত্যাগ করার পথ পায় না, এ অবস্থায় অল্পে তুষ্টিই হতে পারে উপশমকারী ওষুধ ও নিরাময়কারী প্রলেপ। যাদের কথা উল্লেখ করলাম তাদের আগ্রহকে উচ্চাভিলাষ এবং উচ্চাশা নয় বরং বলা যায় এক অস্বাভাবিক লোভ এবং দুরাশা। এমন আকাঙ্খা যার ফলাফল দুশ্চিন্তা ও দুঃখ ছাড়া আর কিছু নয়।

এদের জেনে রাখা ও বিশ্বাস করা প্রয়োজন যে, সুখ জীবনোপকরণের আধিক্যেই নিহিত নেই বরং এটি একটি অন্তর্নিহিত বিষয়। এদের জন্য সবচেয়ে ভালো হয় এই কথা বলা–

---

৩০. সূরা নিসা ঃ ৩২।

www.pathagar.com

إرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমার জন্য যা বরাদ্দ করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকো, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ধনবান হবে। [৩১]

قد أفلح من هدي للإسلام وكان رزقه كفافا وقنع به.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ইসলামের হেদায়েত পেলো, তার জীবনোপকরণ যথেষ্ট হলো এবং এতে সে সন্তুষ্ট থাকলো, সে পরিত্রাণ লাভ করলো। [৩২]

ما قل وكفى خير مما كثر وألهى.

অর্থ ঃ যা অল্প ও যথেষ্ট, তা সে বেশি থেকে উত্তম যা (দ্বীন থেকে) উদাসীন করে দেয়।

إن الغني هو الغني بنفسه — ولو أنه عاري المناكب حاف.

ما كل ما فوق البسيطة كافيا — وإذا قنعت فبعض شيئ كاف.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি মনের ধনী সে-ই প্রকৃত ধনী। যদিও তার গায়ে জামা ও পায়ে জুতো নেই। পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবটুকুও যথেষ্ট নয়। আর যদি তুমি অল্পে তুষ্ট থাকতে পারো তাহলে অল্পকিছুই যথেষ্ট।

কাজেই অল্পে তুষ্টির অর্থ এই নয় যে, আপনি কৃপণ হবেন, হিংসুটে হবেন, আপনার এবং আপনার মতো কারো ক্ষমতার আওতায় যা নেই তার প্রতি আগ্রহী হবেন। এভাবে আপনি মহৎ জীবনের সুবাতাস গ্রহণ করতে পারবেন–যা আল্লাহ দুনিয়ায় আমলকারী ঈমানদারদের প্রতিদান হিসেবে বরাদ্দ করেছেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً.

অর্থ ঃ পুরুষ হোক অথবা নারী, যে ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় কোন সৎ আমল করবে আমি তাকে অবশ্যই মহৎ জীবন দান করবো।[৩৩]

হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা) মহৎ জীবনের (হায়াতে তাইয়্যেবাহ) ব্যাখ্যা করেছেন 'অল্পে তুষ্টি' বলে।

---

৩১. ইবনে মাজাহ।

৩২. তিরমিযী ও মুসলিম।

৩৩. সূরা নাহল ঃ ৯৭।

www.pathagar.com

ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত ইহসান ও স্বতঃস্ফূর্ত দান-দক্ষিণায় সীমাবদ্ধ থাকার বিরোধী

ইসলাম যদিও তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গে এই মর্মে একমত যে, ধনীদের আহ্বান করতে হবে দান ও ভালো কাজে অনুগ্রহ করতে, দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে এবং তাদের দরিদ্র ভাইদের দিকে সাহায্য ও দানের হাত বাড়াতে, তথাপি কেবল এই স্বতঃস্ফূর্ত দিকটির উপর সীমাবদ্ধ থাকাকে ইসলাম অস্বীকার করে। ইসলামের অভিমত হলো, দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে সমাজের ধনীদের দয়ার পাত্র এবং তাদের দান-দক্ষিণা ও আবেগের গলগ্রহ করে রাখা তাদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর, বিশেষকরে সমাজের ধনীদের অন্তর যখন নির্দয় হয়ে পড়ে, ঈমান যখন দুর্বল হয়ে যায়, কৃপণতা ও স্বার্থপরতা প্রবল হয়ে যায় এবং সম্পদশালীদের নিকট তাদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও সওয়াবের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে যায়। জাহেলী যুগের সমাজ এমনই ছিল। কুরআন এদেরকে সম্বোধন করে বলেছে ঃ

كَلاَّ بَل لاَ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلاَ تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٨) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (١٩) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٠)

অর্থ ঃ না, কখনো নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না, এবং তোমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করো না এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে ফেলো এবং তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালোবাসো।[৩৪]

এখানে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে ত্রুটি হলো স্বতঃস্ফূর্ত দান-দক্ষিণা এবং ঐচ্ছিক ব্যক্তিহিতৈষণার মতাদর্শের উপর নির্ভর করা। প্রফেসর ড. ইবরাহীম আল-লাব্বান দরিদ্রের অধিকার সম্পর্কিত এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে এই মতবাদ বিশ্লেষণ করে বলেন ঃ

ইহসান-এর ব্যবস্থা একটি প্রাচীন উপায়, যা আসমানী ধর্মগুলো সমাজের দারিদ্র্য সমস্যা দূর করার জন্য অবলম্বন করেছে। মানুষ যুগে যুগে এর উপর নির্ভর করেছে দুর্দশা ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য এবং সাধারণ দরিদ্র

---

৩৪. সূরা ফাজর ঃ ১৭-২০।

www.pathagar.com

ও মিসকীনের সহযোগিতা করার জন্য। কিন্তু এই ব্যবস্থার মহিমা ও ইতিবাচক প্রভাব সত্ত্বেও দারিদ্র্য সমস্যাকে সমূলে উৎপাটন করতে পারেনি। সকল অক্ষম ও দুস্থের জীবনের মানোন্নয়ন করতে পারেনি। এই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাই এর কারণ। এই কারণে আমাদের অবশ্য কর্তব্য ছিল, এই ব্যবস্থার বাস্তবতা সম্পর্কে গবেষণা করা, এর বৈশিষ্ট্যগুলো জানা এবং এর ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকগুলো চিহ্নিত করা, যাতে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে সমাজকে পরিশুদ্ধ করে এর ব্যর্থতার কারণগুলো চিহ্নিত করা সহজ হয়।

জীবনের স্বাভাবিক লেনদেনের প্রধানতঃ দু'টি দিক রয়েছে। একদিকে এগুলো 'দায়িত্ব'। আরেক দিকে তা 'হক' বা অধিকার। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতার দিক থেকে এটি 'দায়িত্ব' যা পরিশোধ করা অপরিহার্য। কিন্তু বিক্রেতার দিক থেকে এটি 'হক' যা তার প্রাপ্য। এই হক বা অধিকার দুই কারণে শক্তি সঞ্চয় করে।

প্রথম কারণ হলো, এর পেছনে একজন দাবিদার আছে, যে এটির দাবি তোলে এবং এর অধিকারী হয়। সে এক্ষেত্রে কোন অবহেলা করে না বা একে নষ্ট হতে দেয় না।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, রাষ্ট্র মনে করে এই হক তার প্রাপকের নিকট পৌঁছে দেয়া তার দায়িত্ব।

আমরা আস্থা ও সন্তোষের সঙ্গে বলতে পারি যে, বিনিময় কার্যক্রমের সাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ হলো দায়িত্বের চিন্তার পাশাপাশি অধিকারের ধারণা বর্তমান থাকা। কেবল দায়িত্ববোধের দ্বারা অর্থনৈতিক বিনিময় কার্যক্রমের সাফল্য নিশ্চিত হতে পারে না। মূল্যটি একটি অধিকার ও স্থায়ী দাবি। বিক্রেতার এই অনুভূতি তার এই কার্যক্রম সফল হওয়ার মৌলিক কারণ। আরো সুস্পষ্ট কথা হলো, অধিকারী ব্যক্তির পাশাপাশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য বিষয়–যাতে অধিকারী ব্যক্তি তার অধিকার বুঝে পায়, আর যার উপর এর মূল্য প্রদান দায়িত্ব হয়ে যায় সে তার মূল্য পরিশোধ করে।

'ইহসান'-এর ধারণা বুঝার জন্য এটি ছিল অপরিহার্য ভূমিকা। ইহসান বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুঝায় একটি কর্তব্য–অধিকার নয়। এই কারণে যে যুগে ইহসান-এর ধারণা প্রসার লাভ করেছিল সে যুগে দরিদ্ররা অনুভব করতো না যে, ধনীদের উপর তাদের হক বা অধিকার রয়েছে, যার দাবি তারা করতে পারে এবং যা তারা গ্রহণ করতে পারে। এই কারণে দরিদ্ররা দাবি-দাওয়া না করায় অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের জন্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা না থাকায় ধনীরা ইহসান-এর ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করতে পেরেছে।

www.pathagar.com

ইহসান-এর ধারণাতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা দরিদ্রদের পক্ষে রাষ্ট্রের হস্ত ক্ষেপের পথে অন্তরায়। এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ দু'টি। প্রথমটি হচ্ছে বাধ্যবাধকতার পর্যায়। কারণ দান-সাদকার বিষয়ে মানুষ অনুভব করেনি যে, এটি বাধ্যবাধকতার পর্যায়ে পৌঁছে। মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই জানে যে, নৈতিক ও অনৈতিক বাধ্যবাধকতার মাত্রা ওঠানামা করে। এমন কখনোই ঘটেনি যে, মানুষ ইহসানকে বাধ্যবাধকতার উচ্চপর্যায়ে উন্নীত করেছে।

তাছাড়া রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের জন্য যেসব শর্তের প্রয়োজন দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। শর্ত আরোপ করে রাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট পরিমাণে 'কর' সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র মানুষের দান-খয়রাত বাধ্যতামূলকভাবে সংগ্রহ করতে পারে না। কারণ এটি এই সকল কাঠামো থেকে মুক্ত। এর পরিমাণের কোন সীমা নেই। তেমনি স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম নির্দেশনাও নেই, কার উপর ইহসান অপরিহার্য, কখন অপরিহার্য। সুতরাং ইহসান শুধু ব্যক্তিগত দায়িত্ব হিসেবেই রয়ে গেল। তার যে শক্তি সে তা হারিয়ে ফেললো। যদি এ শক্তি থাকতো তাহলে তা অধিকারের পর্যায়ে পৌঁছতো, এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হতো এবং খোদ রাষ্ট্র তা সংগ্রহ ও বিতরণ করতো। এই পরিস্থিতিই ছিল এ ব্যবস্থার অক্ষমতা ও ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। পুরো বিষয়টি ধনীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো এবং অসহায় ও দরিদ্রদের প্রতি তাদের কর্তব্যের অনুভূতির কাছে জিম্মি হয়ে পড়লো। এর ফলে-অর্থ সম্পদের সহজাত লিপ্সা এবং ব্যয় থেকে ধনীদের পলায়নের প্রবৃত্তি বিজয় লাভ করেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ পর্যায়ক্রমে ইহসানবিমুখ হয়ে পড়েছে এবং দরিদ্রশ্রেণী চরম দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয়েছে, অথচ তারা সমাজব্যবস্থা থেকে কোন সাহায্য অথবা পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি।

মোদ্দা কথা, ইহসান একটি দুর্বল নীতি। এটি দারিদ্র্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে অক্ষম। এটি একদিকে সমাজের দরিদ্রদের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেনি। অন্যদিকে এতে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যা এর স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা দিবে। এই কারণে এর প্রভাব ক্ষীণ ও অস্থায়ী।

এক্ষেত্রে আরও একটি কারণ যুক্ত হয়েছে। তা হলো এটি ব্যক্তিগত দায়িত্ব, যা ব্যক্তির ইচ্ছা ও মর্জির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। জনসাধারণের নিকট থেকে সংগ্রহ করার বিষয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। দরিদ্র অভাবীদের জন্য ব্যয় করারও কোন অধিকার নেই। সুশৃঙ্খলভাবে তা সংগ্রহ করার নিশ্চয়তা দিবে এমন কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। এই কারণে মানবসমাজে এ প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়েছে।[৩৫]

---

৩৫. মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়াহ, পৃষ্ঠা ২৪২-২৪৩, প্রথম সম্মেলন, কায়রো।

www.pathagar.com

ইসলাম পুঁজিবাদী দর্শনের বিরোধী

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম যেমন শুধু ব্যক্তিগত ঐচ্ছিক দান-খয়রাতের বিরোধী তেমনি এই দর্শনেরও বিরোধী যে, ধনী ব্যক্তিই তার অর্থ-সম্পদের প্রকৃত মালিক। সে-ই এগুলোর প্রথম ও শেষ হকদার। এখান থেকে যাকে খুশি দান করবে। ইচ্ছা হলে কার্পণ্য করবে। ইচ্ছা হলে প্রবৃত্তির তাড়নায় অপচয় করবে। এ হলো নিরঙ্কুশ পুঁজিবাদের দর্শন। কারূনের দর্শন। কারূন সকল সম্পদে নিজেকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল, তার প্রভুর নিয়ামতকে অস্বীকার করেছিল এবং নিজ জাতির অধিকার প্রদানে অস্বীকৃতি প্রদান করেছিল। তাই আল্লাহ তাকে এবং তার আবাসস্থলকে ধসিয়ে দিয়েছিলেন ঃ

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ.

অর্থ ঃ তার পক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তি থেকে তাকে সাহায্য করতে পারতো। আর সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।[৩৬]

ইসলাম এই দর্শনকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। ইসলামের অভিমত হলো, সম্পদ আল্লাহর। তিনিই এর স্রষ্টা এবং দাতা। ধনী ব্যক্তি এর প্রতিনিধি ও রক্ষক। অন্য কথায়, সে এর রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রকৃত মালিকের প্রতিনিধি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ.

অর্থ ঃ আর তিনি তোমাদের যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় করো।[৩৭]

তিনি আরও বলেছেন ঃ

وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান করবে।[৩৮]

أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ.

অর্থ ঃ তোমাদেরকে আমি যে রিযক্ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো।[৩৯]

---

৩৬. সূরা কাসাস ঃ ৮১।
৩৭. সূরা হাদীদ ঃ ৭।
৩৮. সূরা নূর ঃ ৩৩।
৩৯. সূরা বাকারা ঃ ২৫৪।

www.pathagar.com

সুতরাং ধনীর হাতে থাকা সম্পদ, প্রকৃতপক্ষে তার নিকট গচ্ছিত আল্লাহরই সম্পদ এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযক্।

এই কারণে আল্লাহ তা'আলা–যিনি মানুষের স্রষ্টা, অর্থ-সম্পদের স্রষ্টা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা–ধনীর সম্পদে বরং আল্লাহর দেয়া সম্পদে দরিদ্রদের জন্য সুনির্দিষ্ট হক ফরয করে দিয়েছেন। ইসলাম এখানে কেবল উপদেশ, উৎসাহ, ভীতি প্রদর্শন এবং উৎসর্গ ও দানের প্রতি আহ্বান করেই ক্ষান্ত হয়নি। মন নিষ্ঠুর হয়ে পড়লে, বিবেক ব্যাধিগ্রস্ত হলে, ঈমান দুর্বল হয়ে গেলে কেবল এতটুকুই যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে ইসলাম রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা রেখেছে যাতে ধনীদের থেকে নিয়ে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন মানতে অস্বীকার করবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, যাতে সে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক হকের প্রতি অনুগত হয়।

এভাবে ইসলাম দু'টি সুন্দর উপায় অবলম্বন করে। তাহলো ধর্মীয় ও নৈতিক উদ্বুদ্ধকরণের উপায় এবং আইনী বিধান ও সরকারী হস্তক্ষেপের উপায়। কারণ যাকে কুরআন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না আল্লাহ তাকে শাসকের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করেন। এটি তৃতীয় মতবাদের চেয়ে উত্তম।

চতুর্থ মতবাদের চেয়েও উত্তম–যা সরকারী হস্তক্ষেপকে অপরিহার্য মনে করে, যাতে সামাজিক নিরাপত্তা ও গ্যারান্টি নিশ্চিত করা যায়। সংশোধিত পুঁজিবাদ এই স্তরে উন্নীত হয়েছে। এ ধরনের আরো মতবাদ এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। এগুলো নিজেদের সমাজতান্ত্রিক মনে করে। যদিও এগুলো মৌলিকভাবে পুঁজিবাদী। যেমন রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র।

উপরিউক্ত দু'টি সুন্দর উপায় অবলম্বনের আরো কারণ হলো, ইসলাম যেন তার অনমনীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে। আবিস্কৃত এসব মতবাদের উপর সুস্পষ্ট প্রাধান্য বজায় রাখতে পারে। ইসলামে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যান্য মতাদর্শে নেই। যথা ঃ

১. এর একটি বৈশিষ্ট হলো, অন্য সকল মতবাদের পূর্বে এর আবির্ভাব ঘটেছে। ইসলাম দরিদ্রদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর নিশ্চয়তা দিয়েছে। চৌদ্দশতাব্দী ধরে এর পক্ষে সংগ্রাম করেছে।

যেমন একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে ঃ

الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي.

অর্থ ঃ যিনি কোন কাজের সূচনা করেন কৃতিত্বটা তারই। যদিও অনুসারীরা আরো সুন্দরভাবে তা সম্পাদন করে।

www.pathagar.com

২. ইসলামী ব্যবস্থায় মৌলিকত্বের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এইসব অপরিহার্য হক এবং শরয়ী বিধান জোড়াতালি দিয়ে তৈরি কোন বিষয়বস্তু নয় যা কোন বিশেষ পরিস্থিতি, বিপ্লব অথবা যুদ্ধের চাপে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বরং এগুলি মৌলিক নীতিমালা যা শরীয়তের মূল স্তম্ভ। এর অন্যতম ভিত্তি ও গুরুত্বপূর্ণ অংশও।

৩. ইসলামী ব্যবস্থা শাশ্বত ও চিরন্তন। কারণ জরুরি অবস্থার কারণে কোন ব্যবস্থায় যা অনুপ্রবেশ করানো হয় তা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কখনো কখনো দূর হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম আল্লাহর চিরন্তন শরীয়ত। তাঁর শেষ বাণী। যার কোন পরিবর্তন ও রদবদল নেই।

৪. ইসলামী ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক–যা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানগর্ভ ও বুদ্ধিদীপ্ত শরীয়তের ব্যবস্থা। এটি এমন এক ব্যবস্থা যা মানবীয় অপূর্ণাঙ্গতা থেকে মুক্ত। প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত–যা বিষয় ও বস্তুর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রভাব ফেলে।

এই পূর্ণতা এখানে দু'ভাবে প্রকাশ ঘটে, প্রথমতঃ বর্তমান পাশ্চাত্য ব্যবস্থায় সামাজিক বীমার যে স্বীকৃতি এর ভিত্তি হলো এই যে, গ্রাহক তার কার্যকালে কিস্তিতে যে হারে অর্থ জমা দিয়েছে, বীমার লোকেরা তাকে ঐ হারেই ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রদান করবে, তার মৌলিক চাহিদার ভিত্তিতে নয়। যে পরিমাণ পেলে তার চাহিদা মিটবে, সে পরিমাণের ভিত্তিতে নয়। যে বেশি পরিমাণ অর্থ দেয়, তাকে বেশি পরিমাণ দেয়া হবে। আর যে অল্প পরিমাণ অর্থ দেয়, তাকে অল্প পরিমাণ অর্থ দেয়া হবে, তার চাহিদা যতই বেশি হোক না কেন। সীমিত আয়ের লোক তো সর্বদা অল্প পরিমাণেই জমা দিয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য যে সামাজিক বীমার নিশ্চয়তা দেয় তা পূর্বাহ্নে অর্থের কোন কিস্তি জমা দেয়ার শর্তের উপর ভিত্তিশীল নয়। অভাবী যে হারে দিয়েছে সে পরিমাণে তাকে দেয়া হয় না। বরং যে পরিমাণ তার চাহিদা মেটাতে পারবে, দুর্দশা ঘুচাতে পারবে, টানাপোড়েন দূর করতে পারবে সে পরিমাণ তাকে দেয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমা সামাজিক বীমা এখনো দুই দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ ঃ

প্রথম ত্রুটি হলো, এটি সকল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেনি।

দ্বিতীয় ত্রুটি হলো, এটি দুস্থ ও অভাবীদের চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে অক্ষম, যা ইসলাম যাকাত ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে করে থাকে। এ বিষয়ে আমরা পরে বিশদ আলোচনা করবো। প্রচলিত বীমা সীমিত পরিমাণে সাহায্য করে। যা কখনো যথেষ্ট হয়, আবার কখনো যথেষ্ট হয় না।

www.pathagar.com

ইসলাম মার্কসীয় দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে

মার্কসবাদীদের মতে দারিদ্র্যের একমাত্র সমাধান হচ্ছে, ধনী শ্রেণীকে গুঁড়িয়ে দেয়া, তারা যে অর্থ-সম্পদের মালিক সেগুলো বাজেয়াপ্ত করা, মালিকানার নীতিকেই নিষিদ্ধ করা, ধনীদের বিরুদ্ধে অন্যদের ক্ষেপিয়ে তোলা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার মাধ্যমে শ্রেণীগত ইন্ধন যোগানো, যাতে শ্রমজীবী শ্রেণী বিজয়ী হয় এবং সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম এ দর্শনকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ এটি এর মূলনীতির সঙ্গে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক। যথা ঃ

১. ধনীদের ভেতরে যদি এমন লোক থেকে থাকে যাদের ধনাঢ্যতা তাদেরকে বেপরোয়া করে তোলে, অর্থ-সম্পদ তাদের মানসিকতা নষ্ট করে ফেলে, ফলে তারা অন্যদের উপর অত্যাচার করে এবং দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীর অধিকার হরণ করে, তাহলে সেখানে এমন ধনী লোকও রয়েছে, যারা সম্পদের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করে। ইসলামের দৃষ্টিতে কিছুসংখ্যক লোকের পাপের কারণে গোটা শ্রেণীকেই শাস্তি দেয়া বৈধ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার নিজ সম্পর্কে এবং তার অধীনস্তদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ.

অর্থ ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।[৪০]

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

অর্থ ঃ প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্যকারও দায়ভার বহন করবে না।[৪১]

পবিত্র কুরআন আমাদের জানিয়েছে যে, এই মূলনীতিকে পূর্বেকার ধর্মগুলোও স্বীকৃতি দিয়েছে ঃ

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧)
أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨) وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (٣٩)

---

৪০. সূরা তূর ঃ ২১।

৪১. সূরা আন'আম ঃ ১৬৪।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ তাকে কি অবহিত করা হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে–যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব? সেটি এই যে, কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। আর এই যে, মানুষ তা-ই পায় যার জন্য সে চেষ্টা করে।[৪২]

যেকোন সুস্থ বিবেক ও সঠিক বিধান এ ধারণাকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২. এছাড়াও অর্থ-সম্পদের ব্যক্তিমালিকানাকেও ইসলাম স্বীকৃতি দেয়। কারণ এতে রয়েছে মৌলিক স্বভাবজাত একটি প্রবৃত্তি। এর ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং এতে নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার গ্যারান্টি রয়েছে। হ্যাঁ, ইসলাম ব্যক্তিমালিকানার ক্ষেত্রে কিছু সীমারেখা ও শর্ত আরোপ করেছে। এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। এতটুকু বলা যায় যে, ইসলাম সাধারণভাবে মালিকানার মূলনীতিকে সম্মান প্রদর্শন করে। বিভিন্ন আইন-কানুনের মাধ্যমে একে রক্ষা করে এবং একে ইসলামী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

কিছুসংখ্যক লোকের মালিকানার অপব্যবহার এবং যুলুম-শোষণের কারণে মালিকানার মূলনীতিকেই বিনষ্ট করা যায় না। এটি মানুষের অন্তর দূষিত হওয়ার ফলশ্রুতি। অন্তর যদি ঠিক হয়ে যায়, তাহলে তাদের হাতের সম্পদ কল্যাণ ও সংস্কারের হাতিয়ারে পরিণত হবে। এ বিষয়েই হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

نعم المال الصالح للرجل الصالح.

অর্থ ঃ সৎ লোকের সৎ সম্পদ কতই না উত্তম।[৪৩]

এই কারণে ইসলামী দর্শন প্রথমে আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেছে। এটি এতেই ক্ষান্ত হয়নি বরং পাশাপাশি আইন-আদালতের চাপেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

৩. এছাড়া ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত করে। একে অন্যের শত্রুতাকে এবং শ্রেণীগত সংঘাতকে স্বীকার করে না। ইসলামের মতে, হিংসা-বিদ্বেষ এমন ধরনের বিপর্যয় যা নেক আমলকে খেয়ে ফেলে, যেমনি আগুন কাঠ খেয়ে ফেলে। এগুলো দ্বীনকে এমনভাবে বিনাশ করে ফেলে, যেমনি ক্ষুর চুলকে বিনাশ করে ফেলে। এর ভয়াবহতা ও কুপ্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে সকল জাতির রোগ নামে অভিহিত করেছেন। যখন

---

৪২. সূরা নাজম ঃ ৩৬-৩৯।

৪৩. এর সূত্র ৫নং পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে অবনতি ঘটে ইসলামী নীতি অনুযায়ী সমাজকে অবশ্যই তা সংশোধনের প্রয়াস নিতে হবে। দ্বন্দ্বের আগুনকে নিভিয়ে দিতে হবে। এই কাজটিকে ইসলাম নামায, রোযা ও দান-দক্ষিণার মর্যাদার চেয়েও উত্তম বলে অভিহিত করে। ইসলামের মতে এটি ঈমান ও ভ্রাতৃত্বের চাহিদা।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ.

অর্থ ঃ সকল ঈমানদার ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দাও।[৪৪]

এই কারণে ইসলাম দৃঢ়তার সঙ্গে এমন ধরনের প্রত্যেকটি মতবাদকে অস্বীকার করে যা ধনী ও দরিদ্রদের মাঝে বৈরিতা ও সংঘাতে উদ্বুদ্ধ করে, অথবা শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘাতের ইন্ধন যোগায়। এমন হবে না কেন? ইসলাম ধর্মে ভ্রাতৃত্ব তো ঈমানের জমজ ভাই। এটা তো ইসলামেরই ফল। মুমিনগণ কুরআনী দলিলের ভিত্তিতে একে অন্যের ভাই।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের দলিলের ভিত্তিতেও মুমিন বান্দাগণ সবাই ভাই ভাই।[৪৫]

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা), উসমান বিন আফফান (রা) প্রমুখ সাহাবী ধনী ছিলেন। অথচ তাঁদের পাশেই আবূ হুরাইরা (রা), আবূ যার (রা), বিলাল (রা) প্রমুখ সাহাবী ছিলেন দরিদ্র মুহাজির। এখানে কোন দরিদ্র ব্যক্তি কোন ধনী ব্যক্তির প্রতি হিংসা করতেন না। কোন ধনী কোন দরিদ্রের সম্মুখে অহংকার করতেন না। ইসলাম তাদের সকলকে একই চত্বরে একত্র করেছে। এভাবে তারা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ভাই ভাই হয়ে গিয়েছিলেন।

৪. এছাড়াও ইসলাম একটি সমস্যার এমন সমাধান গ্রহণ করে না, যা আরেকটি ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি করে।

কমিউনিস্ট ও সাম্যবাদীরা দারিদ্র্য সমস্যা ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে জনসাধারণের স্বাধীনতার গলা টিপে ধরে, স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র আরোপ করে, যা তাদের জীবনোপকরণের উপর এবং খাদ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। তারা কাজ, মালিকানা ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন স্বাধীনতা দেয় না। এর অর্থ হলো জনগণের উপর সার্বিক দাসত্ব চাপিয়ে দেয়া। এমন দাসত্ব যাতে প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্রের দাসে পরিণত হয়। একজন

---

৪৪. সূরা হুজুরাত ঃ ১০।

৪৫. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ وكونوا عباد الله إخوانا

www.pathagar.com

নেতাই তাদের কর্তৃত্ব করবে। এটি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা, যা তার পুলিশ, গোয়েন্দাবাহিনী, জেল-যুলুম ও নির্বাসনের মাধ্যমে মানুষের উপর কর্তৃত্ব করে। মানুষ তার প্রতাপ ও সন্ত্রাসের মুখে তার কথা শুনতে ও মানতে বাধ্য। বরং জোর সমর্থন যোগাতে ও করতালি দিয়ে সরকারকে উৎসাহিত করতে বাধ্য। তারা 'কেন' শব্দটি পর্যন্ত করতে অক্ষম। এছাড়াও তারা 'না' বলতে অপারগ। তারা কীভাবে এমন লোকের বিরোধিতা করবে, যে নিজের হাতের মুঠোয় তাদের এবং তাদের সন্তানদের খাদ্য কুক্ষিগত করে রেখেছে, যাতে তাদের কোন মালিকানা নেই।

বিস্ময়ের কিছু নেই, যখন কুরআন বলে ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ.

অর্থ ঃ আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন অন্যের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে আমি নিজ হাতে উত্তম রিযক্ দান করেছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা কি একে অন্যের সমান?[৪৬]

আলোচ্য আয়াতে কুরআন অন্যের অধিকারভুক্ত দাসের পরিচয়ে বলেছে لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ অর্থাৎ কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না। অর্থাৎ সে কোন কিছুর মালিক নয়। কারণ মালিকানা তার মালিককে চলাফেরা এবং ভোগের ক্ষেত্রে এক ধরনের শক্তি দেয়। পক্ষান্তরে স্বাধীন মালিক সম্পর্কে কুরআন বলেছে. وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا অর্থ ঃ যাকে আমি নিজের পক্ষ হতে চমৎকার রিযক্ দিয়েছি সে তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করার অধিকার রাখে।

৫. এতদসত্ত্বেও সাম্যবাদী ও মার্কস্‌বাদীরা জনগণের কল্যাণ ও জনগণের ক্ষমতার নামে জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণ করেছে, তাদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে, তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, তাদের সম্পদ জাতীয়করণ করেছে এবং উৎপাদনের উপায়-উপকরণগুলোকেও জাতীয়করণ করেছে।

তাদের এই নতুন মতাদর্শও দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। দরিদ্রদের অবস্থাকে কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করতে পারেনি। এরা যা করেছে, তাহলো ধনীদেরকে দরিদ্রদের স্তরে নামিয়ে নিয়ে এসেছে।

---

৪৬. সূরা নাহল ঃ ৭৫।

www.pathagar.com

দারিদ্র্যের প্রসার এবং জীবনযাত্রার মান নিম্নমুখী করা যদি কল্যাণকর হয়ে থাকে, যার জন্য প্রচেষ্টা চালানো দরকার, তাহলে কমিউনিজম ও তার মিত্র বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র অবশ্যই এটি সম্পন্ন করেছে। জীবনযাত্রার মানের অবনতি এবং জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি রাশিয়া, চীন প্রভৃতি মার্কসীয় দর্শনের যেকোন দেশ ভ্রমণকারী ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করতে পারবে। সরকারী পরিসংখ্যানে এ তথ্য পাওয়া গেছে।[৪৭]

প্রধান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে উৎপাদনে পশ্চাৎপদতা এবং জীবনযাত্রার মানের অবনতির কারণ সমাজতন্ত্রের অপপ্রয়োগ অথবা দুর্নীতি নয়, বরং এর মূল কারণ হলো, খোদ এই ব্যবস্থার প্রকৃতি, যা মালিকানাকে হারাম করে, উচ্চাশা ও প্রতিভাকে হত্যা করে এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করে দেয়। ব্যক্তিকে উৎপাদন অথবা ভোগের ক্ষেত্রে কোন মূল্য বা স্বাধীনতা দেয় না। এটি অবশ্যই উৎপাদনের পরিমাণগত ও গুণগত মানে অবনতি ঘটায়। পুঁজিবাদী উৎপাদনের চেয়ে এর উৎপাদন সর্বদাই নিচে থাকে। কমিউনিস্ট নেতারা অবশ্য স্বাধীন ব্যবস্থার চেয়ে এই ব্যবস্থার উৎপাদনে পশ্চাৎপদতার কথা স্বীকার করেছেন। তারা মার্কসীয় মতবাদের বাস্তবতা থেকে দূরে থেকে এবং ইতঃপূর্বে তারা যে সকল ব্যবস্থাকে অস্বীকার করেছে সেগুলোর সান্নিধ্যে এসে দিন দিন এর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন।

৬. আমরা মার্কসীয় দর্শনের মূল রেফারেন্স বইসমূহে দেখতে পাই যে, এটি দরিদ্র, দুর্বল ও সমাজের অক্ষম শ্রেণী–যাদের পরিচর্যা এবং সাহায্যের প্রয়োজন, তাদের প্রতি মনোযোগী হয় না। তারা কেবল শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি মনোযোগী, যাতে তাদেরকে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু অক্ষম, বিধবা, বৃদ্ধ এবং শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য মার্কস্‌বাদী সমাজে কী অংশ রয়েছে, যে সমাজে কোন বিনিময় এবং পরিশ্রম ছাড়া কিছু দেয়া হয় না এবং সে সমাজের দর্শন হলো, 'যে কাজ করবে না, সে খাবে না!' এইসব লোকের অংশ হলো (যদি তাদের কোন অংশ থাকে) গঞ্জনা এবং কষ্টমিশ্রিত রুটির টুকরো।[৪৮]

---

৪৭. জাতিসংঘ পরিসংখ্যান ব্যুরো ইউএস ডলারে কয়েকটি দেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের এক তথ্য প্রকাশ করেছিল। তা নিম্নরূপ ঃ যুক্তরাষ্ট্র–১৪৫৩, কানাডা–৮৭৫, সুইজারল্যান্ড–৭৬৯, সুইডেন–৭৮০, ব্রিটেন–৭৭৩, ডেনমার্ক–৬৮৯, অস্ট্রেলিয়া–৬৭৯, বেলজিয়াম–৫৮২, হল্যান্ড–৫০২, ফ্রান্স–৪৮২, রাশিয়া–৩০৮, পোল্যান্ড–৩০০, হাঙ্গেরী–২৬৯ এবং চীন–২৭। প্রফেসর মাহির নাসিম তাঁর 'আননিযাম আশ্‌শুয়ূয়ী' নামক গ্রন্থে এ পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন।

৪৮. আমরা এখানে মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের ধর্মীয় নীতি, ধর্মকে অস্বীকার, উপহাস এবং ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে এর দমন পীড়ন সম্পর্কে কোন আলোচনা করিনি। কারণ, বস্তুবাদী নাস্তিক্য দর্শন হচ্ছে এর ভিত্তি। এখানে শুধু আলোচনা করেছি দারিদ্র্য ও দরিদ্রদের সমস্যার সমাধান সম্পর্কে এর দৃষ্টিভঙ্গি কী সে বিষয়ে।

www.pathagar.com

সারাংশ

উপরোল্লিখিত আলোচনার সারাংশ হলো ইসলাম দারিদ্র্যকে এমন এক সমস্যা বলে বিবেচনা করে, যা সমাধানের দাবিদার। এবং এমন এক ভয়াবহ আপদ মনে করে যা দমন ও চিকিৎসা করা কর্তব্য। ইসলাম এ কথাও বলে যে, এর সমাধান সম্ভব। এটি ভাগ্যের বিরুদ্ধে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়। যারা দারিদ্র্যকে পবিত্র মনে করে, একে স্বাগত জানায়, এবং ধনাঢ্যতাকে এমন পাপ মনে করে, যার শাস্তি দেয়া হয়–এই শ্রেণীর দর্শনকে ইসলাম অস্বীকার করে। এমনিভাবে ঐ শ্রেণীর দর্শনকেও অস্বীকার করে যারা দারিদ্র্যকে অবধারিত ভাগ্য মনে করে, যা থেকে পলায়ন করা সম্ভব নয়। সন্তুষ্টি এবং আত্মতুষ্টি ছাড়া এর আর কোন সমাধান নেই।

ইসলাম পুঁজিবাদী দর্শনকেও অস্বীকার করে, যারা কেবল ইহসান ও ঐচ্ছিক দান-দক্ষিণার মাধ্যমে দারিদ্র্যের সমাধান করতে চায়। নিরঙ্কুশ পুঁজিবাদ দরিদ্রশ্রেণীর প্রতি ধনিক শ্রেণী ও রাষ্ট্রের দায়িত্বকে যে দৃষ্টিতে দেখে, ইসলাম এ দর্শনকেও অস্বীকার করে। সংশোধিত পুঁজিবাদ এবং এ ধরনের অন্যান্য দর্শন যে সাময়িক ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে, ইসলাম তারচেয়েও উন্নত। ইসলাম প্রবলভাবে ঐ দর্শনকেও অস্বীকার করে, যা ধনাঢ্যতা ও মালিকানার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করে। তারা দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করে ধনিক শ্রেণীকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে এবং দরিদ্রদের মধ্যে এমনকি অন্য সকল শ্রেণীর মধ্যে সংঘাতের আগুন জ্বালিয়ে।

ইসলাম এসব চরমপন্থী দর্শনেরও বিরোধী, যা সরল পথ থেকে দূরে রয়েছে। বাড়াবাড়ি অথবা শিথিলতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ইসলাম দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে ইতিবাচক পদক্ষেপে এবং বাস্তবসম্মত বৈজ্ঞানিক উপায়ে অগ্রসর হয়। আমরা এ গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা করবো।

www.pathagar.com

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী উপায়সমূহ

ইসলাম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র অবরোধ আরোপ করেছে। এর জন্য সকল প্রতিরোধদুর্গ গড়ে তুলেছে। যাতে আকীদা-বিশ্বাসের এবং নৈতিকতা ও আচরণের ক্ষেত্রে দরিদ্রতার হুমকি মোকাবেলা করা যায়। পরিবার ও সমাজ রক্ষা করা যায়। সমাজের স্থিতিশীলতা ও সংহতি রক্ষা করা যায়। সমাজের ভেতরে ভ্রাতৃত্বের চেতনা অক্ষুণ্ন রাখা যায়।

উক্ত কারণে ইসলাম সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এমনসব মৌলিক উপাদান নিশ্চিত করেছে, যা দিয়ে সে মানুষের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারে, যেখানে কমপক্ষে তার জন্য জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটাবার নিশ্চয়তা থাকবে। যেমন খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, গ্রীষ্ম ও শীতের বস্ত্র। এছাড়া তার পেশা সম্পর্কিত বই-পুস্তক ও সাজ-সরঞ্জাম এবং বিবাহে ইচ্ছুক ব্যক্তির বিবাহের ব্যয়।

মোট কথা, তার জীবনযাত্রার একটা মান নিশ্চিত হওয়া অত্যাবশ্যক, যা তার অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি তাকে আল্লাহর ফারায়েয (অবশ্য পালনীয় কর্তব্যাদি) পালনে সাহায্য করবে। জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সক্ষম করবে। তাকে ক্ষুধা, বাস্তুহীন হওয়া, বিপর্যয় ও বঞ্চনা থেকে রক্ষা করবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে এটা কাম্য নয় যে, ইসলামী সমাজে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি অমুসলিম হলেও ক্ষুধার্ত, উলঙ্গ অথবা আশ্রয়বঞ্চিত এবং বিবাহ ও পরিবার গঠন থেকে বঞ্চিত অবস্থায় থাকবে। কিন্তু মুসলিম সমাজে মানুষের জন্য এই জীবনমান নিশ্চিত করবে কিসে? ইসলাম এর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করেছে?

উত্তর হলো, ইসলাম নিম্নোক্ত উপায়ে তার অনুসারীদের ভরণ-পোষণ করে ঃ

১. শ্রম
২. দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের তত্ত্বাবধান
৩. যাকাত
৪. ইসলামী কোষাগার থেকে ভরণ-পোষণ
৫. যাকাত ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক খাত এবং
৬. ঐচ্ছিক দান-সদকা ও ব্যক্তিগত ইহসান।

www.pathagar.com

প্রথম উপায়

শ্রম

ইসলামের দাবি হলো, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ কাজ করুক। ইসলাম প্রত্যেককে নির্দেশ দিয়েছে রিযিকের অন্বেষণে পৃথিবীতে বিচরণ করতে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الاَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِه.

অর্থ ঃ তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা এর দিগদিগন্তে বিচরণ করো এবং তার দেয়া জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ করো।[৪৯]

'শ্রম' বলতে বুঝায়, মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা যা সে কোন পণ্য উৎপাদনের জন্য অথবা সেবার জন্য করে থাকে। চাই সেটি এককভাবে হোক অথবা যৌথ প্রয়াসে।

শ্রমই দারিদ্র্য বিমোচনের প্রথম হাতিয়ার এবং সম্পদ উপার্জনের প্রধান উপায়। আর পৃথিবীকে আবাদ ও বসবাসযোগ্য করার প্রথম উপাদান হলো শ্রম। আল্লাহ তা'আলা সালেহ আলাইহিস সালামের ভাষায় তাঁর জাতিকে বলেছেন ঃ

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا.

অর্থ ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্যকোন ইলাহ নেই। তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এতেই তিনি তোমাদের বসবাস করিয়েছেন।[৫০]

ইসলাম মুসলমানের জন্য কাজের প্রশস্ত দরজা খুলে রেখেছে যাতে সে তার ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও ঝোঁক-প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ বেছে নিতে পারে। রাষ্ট্রের বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নাগরিককে নির্দিষ্ট কোন কর্মক্ষেত্র গ্রহণ করতে রাষ্ট্র বাধ্য করে না।

ব্যক্তি ও সমাজের জন্য বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিকর কর্ম ছাড়া অন্যকোন কাজে ইসলাম বাধার সৃষ্টি করে না।

---

৪৯. সূরা মূলক ঃ ১৫।

৫০. সূরা হুদ ঃ ৬১।

www.pathagar.com

এই শ্রম তার কর্মীকে পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করবে। যা তাকে তার মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম করবে। তার পরিবারের ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করবে–যতদিন ইসলামী ব্যবস্থা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

এই ব্যবস্থার আওতায় কোন কর্মী তার পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হয় না। শ্রমের ফল থেকে মাহরুম হয় না। বরং তার ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তাকে পারিশ্রমিক দিয়ে দিতে হয়। ইসলাম এরকম নির্দেশই দিয়েছে। ন্যায্যভাবে তাকে তার পরিশ্রম ও ক্ষমতা অনুযায়ী উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়া হয়। কারণ তাকে যদি তার প্রাপ্যের চেয়ে কম দেয়া হয়, তাহলে সে হবে অত্যাচারিত। আর অত্যাচার ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

শ্রমের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করে শ্রমিক স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে পারে। ইসলাম এতে বাধা দেয় না। এ সম্পদ দ্বারা সে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে পারবে, তার অসুখে ও বার্ধক্যে উপকৃত হতে পারবে এবং তার মৃত্যুর পরে তার সন্তান ও উত্তরাধিকারীদের জন্য এ থেকে ব্যবস্থা করতে পারে।

ইসলাম ঐ সকল মানসিকতা ও প্রতিবন্ধকতার মূলোৎপাটন করেছে, যা মানুষকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করা, প্রচেষ্টা চালানো এবং চলাফেরা করা থেকে বিমুখ করে ফেলে। তার বিবরণ এখানে দেয়া হলো ঃ

১. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর উপর ভরসা করার অজুহাতে এবং আকাশ থেকে জীবনোপকরণ লাভের অপেক্ষায় কাজ ও পরিশ্রম থেকে বিমুখ থাকে। ইসলাম বলে, তারা ভুল পথে রয়েছে। কারণ আল্লাহর উপর ভরসা করা শ্রম ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করার পরিপন্থী নয়। মুসলমানের স্লোগান হচ্ছে যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন বেদুইনকে বলেছিলেন। ঐ ব্যক্তি তার উটকে বিচরণরত অবস্থায় রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করেছিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন, اعقلها وتوكل. অর্থাৎ আগে উটটিকে বেঁধে রাখো এবং তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করো।[৫১]

মুসলমানের আরেকটি স্লোগান হলো ঃ

ابذر الحب وارج الثمار من الرب.

অর্থ ঃ বীজ বপন করো এবং তোমার প্রভুর নিকট থেকে ফল আশা করো।

---

৫১. তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

www.pathagar.com

সুফীবাদীরা বলেন, শাকীক আল-বালখী (شقيق البلخي) নামে একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি রিযিকের অন্বেষণে এবং আল্লাহর অনুগ্রহের তালাশে বাণিজ্যিক সফরে গিয়েছিলেন। তিনি ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবেন। সফরের পূর্বে তিনি তার দরবেশ বন্ধু ইবরাহীম বিন আদহামকে (ابراهيم بن أدهم) বিদায় জানান।

তাঁর আশা ছিল, সফরে দীর্ঘদিন থাকবেন। কিন্তু অল্পদিন যেতে না যেতেই শাকীক ফিরে এলেন।

ইবরাহীম তাকে মসজিদে দেখলেন এবং বিস্মিত হয়ে তাকে বললেন, কী কারণে আপনি তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন?

শাকীক বললেন, আমি সফরকালে এক অবাক কাণ্ড দেখলাম। এই কারণে সফর থেকে ফিরে এলাম।

ইবরাহীম বললেন, বেশ, কী দেখলেন?

শাকীক বললেন, একটি বিরানভূমিতে বিশ্রামের জন্য বসলাম। সেখানে একটি খোঁড়া অন্ধ পাখি দেখলাম। অবাক হয়ে মনে মনে বললাম, এই পাখিটি এই দূরবর্তী স্থানে কীভাবে বাস করে, অথচ সে কিছু দেখতে পায় না, নড়াচড়া করতে পারে না? কিছুক্ষণ থাকতে না থাকতেই আরেকটি পাখি এসে হাজির। এই পাখিটি তার জন্য দিনে কয়েকবার খাবার নিয়ে আসে, যতক্ষণ সে পরিতৃপ্ত না হয়। আমি তখন ভাবলাম, যিনি এই পাখিকে জীবিকা দান করেন, তিনি আমাকেও জীবিকা দিতে সক্ষম। আমি ঐ মুহূর্তেই ফিরে এলাম।

ইবরাহীম বললেন, ভারী আশ্চর্যের কথা, শাকীক! তুমি কীভাবে ঐ অন্ধ খোঁড়া পাখির মতো হতে চাইলে, যে অন্যের সাহায্যে বেঁচে থাকে। যে পাখি নিজের জন্য এবং অন্যান্য অন্ধ ও অক্ষমের জন্য পরিশ্রম করে তার মতো হতে চাইলে না? তুমি কি জানো না, উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম?

শাকীক ইবরাহীমের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত চুম্বন করলেন। তিনি বললেন, হে আবূ ইসহাক, আপনি আমাদের শিক্ষক!

এই বলে তিনি তার ব্যবসায় ফিরে গেলেন।

কিছু শ্রমবিমুখ ব্যক্তি নিজেদের শ্রমবিমুখতার পক্ষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীস থেকে দলীল পেশ করেছেন ঃ

لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا؟

www.pathagar.com

অর্থ ঃ তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযোগ্য ভরসা করতে, তাহলে তিনি তোমাদের এমনভাবে জীবিকা দিতেন, যেমনি পাখিকে জীবিকা দান করেন। পাখি সকালে খালি পেটে বের হয় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।

হাদীসটি নিজেই তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করছে। কারণ পাখিকে সকাল বেলায় বের না হয়ে ভরা পেটে সন্ধ্যায় ফিরে আসার নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। হাদীসে বর্ণিত تغدو শব্দটি غدو থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো, জীবিকা অন্বেষণের জন্য খুব সকালে বের হওয়া। এতে পরিশ্রম এবং উপায় অবলম্বনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আহমাদ বিন হাম্বাল (র)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে অথবা মসজিদে বসে থেকে বলে, আমি কোন কাজ করবো না, আমার নিকট এমনিই রিযক্ চলে আসবে।

আহমাদ (র) বললেন, এই ব্যক্তি অজ্ঞ। সে কি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণী শোনেনি–

جعل رزقي تحت ظل رمحي.

অর্থ ঃ আমার বর্শার ছায়াতলে আমার জীবনোপকরণ রাখা হয়েছে।[৫২]

পাখির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

تغدو خماصا وتروح بطانا.

এখানে তিনি উল্লেখ করেন যে, পাখি খুব সকালে জীবনোপকরণের অন্বেষণে বের হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ জলে স্থলে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। খেজুর বাগানে কাজ করতেন। তাঁরা আমাদের জন্য অনুসরণীয়।

আল্লাহ জাল্লা শানুহু পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় এতে বরকত ও সমৃদ্ধি দান করেছেন। এতে খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এর পৃষ্ঠে ও অভ্যন্তরে এমন বরকত ও কল্যাণ দান করেছেন যা দিয়ে আল্লাহর বান্দারা স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ.

৫২. হযরত ইবনে উমারের বর্ণনায় আহমাদ। ইরাকী বলেছেন, এটির ইসনাদ সহীহ।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং এতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।[৫৩]

আল্লাহ আদমসন্তানের উপর অনুগ্রহ করার কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ.

অর্থ ঃ আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। স্থলে ও জলে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি। তাদেরকে উত্তম রিযক্ দান করেছি।[৫৪]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

অর্থ ঃ আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন সুন্দর এবং তোমাদের দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিযক্। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ কত মহান।[৫৫]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল বান্দার জন্য বরং এই পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রত্যেকটি প্রাণীর জন্য জীবনোপকরণের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.

অর্থ ঃ ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই।[৫৬]

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.

অর্থ ঃ আল্লাহই তো রিযক্ দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।[৫৭]

---

৫৩. সূরা আরাফ ঃ ১০।
৫৪. সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭০।
৫৫. সূরা গাফির ঃ ৬৪।
৫৬. সূরা হুদ ঃ ৬।
৫৭. সূরা যারিয়াত ঃ ৫৮।

www.pathagar.com

কিন্তু সৃষ্টজীবের মধ্যে আল্লাহর বিধান হলো, তিনি যে সকল জীবনোপকরণের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, যে সকল খাদ্যদ্রব্য নির্ধারণ করেছেন এবং যে সকল জীবিকা সহজলভ্য করে দিয়েছেন সেগুলো চেষ্টা ও কাজ ছাড়া অর্জন করা যাবে না। এই কারণে আল্লাহ তাঁর জীবিকা থেকে আহারের ব্যবস্থা করেছেন তাঁর ভূপৃষ্ঠে বিচরণের মাধ্যমে। তিনি বলেছেন ঃ

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ.

অর্থ ঃ অতএব তোমরা এর দিগ-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তার দেয়া জীবনোপকরণ থেকে আহার করো।[৫৮]

কাজেই যে বিচরণ করবে সে আহার গ্রহণ করবে। আর যার বিচরণ করার ক্ষমতা আছে কিন্তু বিচরণ করে না, সে আহার গ্রহণ করার যোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ.

অর্থ ঃ সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে।[৫৯]

কাজেই যে ব্যক্তি পরিশ্রম করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও জীবিকার সন্ধানে ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়বে, সে রিযক্ পাওয়ার যোগ্য। আর যে শ্রমবিমুখ হবে, অলস হবে, সে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য।

বর্ণিত আছে, খলিফা উমর (রা) নামাযের পর কিছুসংখ্যক লোককে মসজিদে বসা অবস্থায় দেখতে পেলেন। তারা 'আল্লাহ ভরসা' বলে মসজিদে নিশ্চল বসে আছে। তিনি তাদের উপর তাঁর চাবুক তুলে ধরলেন। এরপর তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি করলেন, "তোমাদের কেউ যেন জীবিকা অন্বেষণ থেকে বিমুখ হয়ে অলসভাবে বসে না থাকে এবং এ কথা না বলে, হে আল্লাহ আমাকে জীবিকা দাও। অথচ সে জানে, আকাশ সোনা-রূপা বর্ষণ করে না। আল্লাহ তা'আলা তো এজন্যই বলেছেন, সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো।"

---

৫৮. সূরা মুলক ঃ ১৫।

৫৯. সূরা জুমু'আহ ঃ ১০।

www.pathagar.com

উমর (রা)-এর চাবুক আইনের শাসন, সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং ইসলামের বিধানাবলী ও নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার প্রতীক। যাকে কুরআনের নির্দেশে দমন করা যায় না তার জন্য প্রয়োজন সরকারের শাসন।

২. কিছুসংখ্যক লোক কাজ-কর্ম ছেড়ে দেয় আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য এবং তাঁর পূর্ণ ইবাদতে নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার অজুহাতে, যেহেতু ইবাদতের জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ.

অর্থ ঃ এবং আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি, তারা কেবলমাত্র আমার ইবাদত করবে এই উদ্দেশ্যে।[৬০]

এদের দৃষ্টিতে মানুষ তার প্রভুর ইবাদত থেকে বিমুখ হয়ে নিজের জীবিকার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে–এটি জায়েয নয়। তাদের মতে আল্লাহর হক আদায় করার জন্য তাঁর ইবাদত করার লক্ষ্যে অবশ্যই কর্মমুক্ত হতে হবে। যেমন সাধকরা আশ্রমে উপাসনা করে, আর আবেদরা ইবাদত করে নির্জনে।

অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদেরকেই শিখিয়েছেন যে, ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই। দুনিয়াবী কাজ-কর্ম যখন বিশুদ্ধ নিয়তে ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করে দক্ষতার সঙ্গে করা হয় তখন তা 'ইবাদত' বলে বিবেচিত হয়। নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এবং ভালো কাজে ও হকের বিজয়ে সহযোগিতার স্বার্থে যখন মানুষ রোজগার করে, তখন তা আল্লাহর পথে 'জিহাদ' হয়। এই কারণে আল্লাহ তাঁর বাণীতে দু'টিকে যুক্ত করে বলেছেন ঃ

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

অর্থ ঃ কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে।[৬১]

উমর বিন খাত্তাব (রা) বলেছেন, জিহাদের পর আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানরত অবস্থায় আমার মৃত্যু হওয়ার চেয়ে আর কোন অবস্থায় মৃত্যু হওয়া আমার নিকট প্রিয় নয়। এরপর তিনি উল্লিখিত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

---

৬০. সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬।

৬১. সূরা মুযযাম্মিল ঃ ২০।

www.pathagar.com

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

অর্থ ঃ সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সত্যপরায়ণ এবং শহীদদের সঙ্গে অবস্থান করবে।[৬২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ

ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.

অর্থ ঃ কোন মুসলমান চাষাবাদ করলে অথবা গাছ লাগালে এ থেকে যে পাখি, মানুষ অথবা পশু খাবে, তার জন্য তা সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।[৬৩]

শিল্প ও পেশায় উৎসাহ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده.

অর্থ ঃ নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কখনো খায়নি।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করে সন্ধ্যায় অবসন্ন হয়ে পড়বে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় সন্ধ্যা যাপন করবে।[৬৪]

তাবেঈদের একজন নেতা ইবরাহীম নাখঈকে (ابراهيم النخعي) সত্যবাদী ব্যবসায়ী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, আপনার নিকট সে বেশি প্রিয়, না ইবাদতে নিমগ্ন ব্যক্তি?

তিনি বললেন, সত্যবাদী ব্যবসায়ী আমার নিকট বেশি প্রিয়। কারণ, সে জিহাদে আছে। তার নিকট পরিমাণ ও পরিমাপের পথ দিয়ে শয়তান আসে। লেনদেনের পথ দিয়েও শয়তান আসে। তখন সে তার সঙ্গে জিহাদ করে।

---

৬২. তিরমিযী ও হাকিম হাসান ইসনাদসহ।

৬৩. বুখারী।

৬৪. তাবারানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে 'আল-আওসাত'-এ বর্ণনা করেছেন। সুয়ূতী এটিকে 'যঈফ' বলে চিহ্নিত করেছেন।

www.pathagar.com

সুফীবাদের প্রবক্তা শায়খ শা'রানী (الشـــيخ الشـــعراني) আবেদদের উপর কারিগরদের প্রাধান্য দিতেন। কারণ ইবাদতের উপকারিতা কেবল আবেদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে বিভিন্ন পেশায় গণমানুষ উপকৃত হয় ...।

শায়খ শা'রানী বলতেন, 'দর্জি তার সূচকে এবং ছুতার তার করাতকে তাসবীহ বানালে কতই না সুন্দর হয়!'

৩. মানুষের মধ্যে অনেকেই কাজকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করে। আরব জাতির অনেকেই বিভিন্ন পেশা ও হাতের কাজকে ঘৃণা করে। এমনকি জনৈক কবি তার বন্ধুকে তিরস্কার করে বলেন যে, 'তার এক দাদা কামার ছিলেন।' তিনি যেন একথা বলে চিরদিনের জন্য নিজ জাতির কপালে কলঙ্কের ছাপ এঁকে দিলেন।

কেউ কেউ হয়তো নিজ হাতে' এমন কাজ করার চেয়ে মানুষের নিকট হাত পাতাকে ভালো মনে করে, যাকে সে অবমাননাকর এবং নিজের মর্যাদার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে করে।

ইসলাম এসে এইসব ভুল ধারণা পরিবর্তন করেছে। কাজের ধরন যা-ই হোক না কেন, তার মূল্য বৃদ্ধি করেছে। বেকারত্বকে এবং অন্যদের উপর নির্ভরশীলতাকে ঘৃণা করেছে। স্পষ্ট করে বলেছে যে, প্রতিটি হালাল উপার্জনই একটি সম্মানজনক মহৎ কাজ, যদিও কোন কোন লোক এর প্রতি অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকায়।

যুবাইর ইবনে আওয়াম থেকে বুখারীতে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها
فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.

অর্থ ঃ তোমাদের কেউ রশি ধরবে। এরপর পিঠে করে কাঠের বোঝা নিয়ে আসবে। বিক্রি করবে। এরপর আল্লাহ এর মাধ্যমে তার খাদ্যের প্রয়োজন পূর্ণ করবেন–এটি মানুষের নিকট হাত পাতার চেয়ে ভালো, যে ক্ষেত্রে লোকজন তাকে কিছু দিবে, অথবা দিবে না।

হাদীসে বলা হয়েছে, লাকড়ি কুড়ানো ও তা বিক্রয় করার পেশাতে অনেক কষ্ট, টিটকারি-উপহাস ও সামান্য মুনাফা থাকা সত্ত্বেও তা বেকারত্ব ও পরনির্ভরশীলতার চেয়ে উত্তম।

www.pathagar.com

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তাত্ত্বিক বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং মানুষের নিকট নিজের এবং পূর্ববর্তী সম্মানিত রাসূলগণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

ما بعث الله نبيا الا ورعى الغنم، فقالوا : وأنت يا رسول الله؟
قال : نعم ... كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.

অর্থ ঃ আল্লাহ এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি মেষ চরাননি। তখন মানুষ বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি মাত্র কয়েক কীরাতের (তৎকালীন আরবদের মধ্যে প্রচলিত একটি আর্থিক ইউনিট) বিনিময়ে মক্কাবাসীর মেষ চরাতাম।[৬৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن
نبي الله داود كان يأكل من عمل يده.

অর্থ ঃ নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য গ্রহণ করতেন।[৬৬]

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাকিম উল্লেখ করেছেন, দাউদ আলাইহিস সালাম অস্ত্র প্রস্তুতকারক ছিলেন। আদম আলাইহিস সালাম কৃষক ছিলেন। নূহ আলাইহিস সালাম ছুতার ছিলেন। ইদরীস আলাইহিস সালাম দর্জি ছিলেন। মূসা আলাইহিস সালাম মেষপালক ছিলেন।[৬৭]

বিস্ময়ের কিছু নেই, আমরা যখন দেখতে পাই, ইসলামের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট আলিমগণ, যাদের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া, যাদের কীর্তিরাজি এবং বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী তাঁদেরকে অমর করে রেখেছে, তাঁদের অনেকেই নিজেদের বংশ ও গোত্রের পরিচয়ে পরিচিত হননি এবং এমনসব পেশা ও শিল্পের পরিচয়ে পরিচিত হয়েছেন যার দ্বারা তাঁরা জীবন ধারণ করতেন অথবা তাঁদের পূর্বপুরুষ জীবন ধারণ করতেন। যুগে যুগে মুসলিম সমাজ এ সকল পেশা ও শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে যেমন লজ্জা অথবা অপমান বোধ করেন, তেমনটি তারা তা করতেন না। আমরা এখনো আল বাযযায (কাপড়

৬৫. বুখারী।
৬৬. বুখারী।
৬৭. হাকিম।

www.pathagar.com

ব্যবসায়ী), আল কাফফাল (তালা প্রস্তুতকারী), আল খাররায (মুক্তা ব্যবসায়ী), আল জাসসাস (চুন ব্যবসায়ী), আয্যাজ্জাজ (কাঁচ ব্যবসায়ী), আল খাইয়াত (দর্জি), আস সাব্বান (সাবান ব্যবসায়ী), আল কাত্তান (তুলা ব্যবসায়ী) প্রভৃতি শব্দ ফকীহ, গ্রন্থকার ও ইসলামী এবং আরবী সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিদ্বানগণের নামের পাশে দেখতে পাই–যা তাদের পেশাগত পরিচয় বহন করে।

৪. কিছু লোক কাজ করা ছেড়ে দেন। কারণ তা তাদের নিজ শহরে, মাতৃভূমিতে, পরিবারে এবং বন্ধু-বান্ধবমহলে সহজসাধ্য নয়। তারা একাকী থাকতে অপছন্দ করেন। ভ্রমণের প্রতি তাদের অনীহা। তারা দেশান্তরী হতে ও দুনিয়ায় চলাফেরা করতে ভয় পান। তারা বেকারত্ব ও দারিদ্র্য নিয়ে নিজ মাতৃভূমিতে থাকাকে সচ্ছলতা, ধনাঢ্যতার জন্য দেশান্তরী হওয়া এবং ভ্রমণের উপর অধিক প্রাধান্য দেন। ইসলাম এদেরকে দেশান্তরী হতে উৎসাহিত করেছে। একাকী জীবন-যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইসলাম তাদের বলেছে, আল্লাহর পৃথিবী বিস্তৃত। আল্লাহর জীবিকা কোন স্থানের ভেতর সীমাবদ্ধ নয়। কোন পক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের হাতে কুক্ষিগত নয়। নিজ পরিবার থেকে দূরে থাকা অবস্থায় প্রবাসে যদি কারও মৃত্যু হয় তাহলে তার জন্মস্থান থেকে দাফনের স্থান পর্যন্ত জায়গা জান্নাতে বরাদ্দ করা হয়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ سافروا تستغنوا.

অর্থ ঃ তোমরা ভ্রমণ করো, ধনবান হবে।[৬৮]

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً.

অর্থ ঃ কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে।[৬৯]

আল্লাহ আরও বলেছেন ঃ

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.

অর্থ ঃ কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে।[৭০]

---

৬৮. তাবারানী এটি 'আল-আওসাত'-এ বর্ণনা করেছেন। এটির বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য। মুনযিরী 'আত্তারগীব'-এ এ রকমই বলেছেন।

৬৯. সূরা নিসা ঃ ১০০।

৭০. সূরা মুযযাম্মিল ঃ ২০।

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনায় জন্মগ্রহণকারী একজন মারা গেল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযা পড়লেন। তিনি বললেন, হায়! সে যদি তার জন্মভূমির বাইরে মারা যেত! তখন এক ব্যক্তি বললো, কেন, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, মানুষ মারা গেলে জান্নাতে তার জন্মস্থান থেকে মৃত্যুবরণ করার স্থান পর্যন্ত মেপে দেখা হয়।

আরেক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এক ব্যক্তির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, হায়! সে যদি প্রবাসে মারা যেত!

মানবজাতি কি কোন মহৎ উদ্দেশ্যে পর্যটন ও দেশান্তরের ক্ষেত্রে এর চেয়ে উজ্জ্বল উদ্দীপনার বাণী শুনেছে?

উপরিউক্ত হাদীসসমূহ এবং এ ধরনের আরও হাদীসের দিক-নির্দেশনার ভিত্তিতে পূর্বের মুসলমানরা ইসলাম প্রচার, জীবনোপকরণের সন্ধান, জ্ঞানান্বেষণ ও আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন।

উম্মে মুসলিমা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কী কারণে আপনার সন্তান বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে কেউ এ প্রান্তে মারা গেছে, আবার কেউ অন্য প্রান্তে মারা গেছে? তখন তাদের মা বললেন, উচ্চাভিলাষ তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

৫. কোন কোন লোক দুনিয়ায় কাজ ও পরিশ্রম করা ছেড়ে দেয়। তারা নির্ভর করে যাকাত, দান-দক্ষিণা প্রভৃতির উপর যা অনায়াসে অন্যদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে তারা অন্যদের নিকট সাহায্য চাওয়া এবং হাত পাতাকে মুবাহ বা বৈধ মনে করে। যদিও এতে রয়েছে লাঞ্ছনা ও গ্লানি, অথচ সে বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহের অধিকারী, কর্মক্ষম। মুসলিম দেশের ভিক্ষুকদের অধিকাংশকে আমরা এমনই দেখতে পাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ সরকারের রাজপ্রাসাদে অবস্থানরত চাটুকার, ভাঁড়, চাপাবাজ ও অনুগ্রহপ্রত্যাশীরাও এ চরিত্রের। ইসলাম বলেছে, এ শ্রেণীর লোক যাকাত ও অন্যান্য দান-দক্ষিণার অধিকারী নয়, যতক্ষণ তারা সবল ও উপার্জনক্ষম থাকে। এই কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট যাকাতপ্রার্থী দুই ব্যক্তিকে বলেছিলেন ঃ

لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.

অর্থ ঃ এতে (যাকাতে) কোন ধনীর এবং শক্তিমান উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অংশ নেই।[৭১]

---

৭১. আহমাদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী।

www.pathagar.com

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ

لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي.

অর্থ ঃ কোন ধনীর জন্য দান-সাদাকা গ্রহণ করা হালাল নয়, কোন সবল সুস্থ দেহের অধিকারীর জন্যও নয়।[৭২]

এই কথা বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানের দান-সাদাকায় কোন কর্মবিমুখ অলস ব্যক্তির অধিকার সাব্যস্ত করেননি। এটি এই কারণে, যাতে সক্ষমরা কর্মে ও হালাল উপার্জনে উদ্বুদ্ধ হয়। যাকাত সম্পর্কে আমাদের আলোচনায় এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা আসবে।

ইসলাম মানুষের নিকট হাত পাততে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে এবং মানুষকে সতর্ক করেছে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের নিকট অনবরত ভিক্ষা চায় সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় কোন গোশতের টুকরো থাকবে না।"

মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষের নিকট ভিক্ষা করবে সে আগুনের শিখা ভিক্ষা করবে। চাই সে অল্প চাক অথবা বেশি চাক।'

বুখারী ও মুসলিমে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে দান-দক্ষিণা ও ভিক্ষা থেকে মুক্ত থাকার বিষয়ে বলেছেন, "উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।"

উপরের হাত ব্যয়কারী হাত, আর নিচের হাত ভিক্ষাকারী হাত।

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ সকালে বের হবে, এরপর নিজের পিঠে কাঠ বহন করে আনবে, এদিয়ে দান-সাদাকা করবে এবং মানুষের অমুখাপেক্ষী হবে–এটি তার জন্য কারও নিকট ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম যে অবস্থায় কেউ তাকে দান করে অথবা দান করা থেকে বিরত থাকে। এটি এই কারণে যে, উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।"

---

৭২. তিরমিযী এটিকে 'হাসান' বলেছেন।

www.pathagar.com

আহমাদ সাওবান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকা অবস্থাতেও ভিক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন তার চেহারায় ভিক্ষার চিহ্ন ফুটে উঠবে।"

আহমাদ আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা) থেকে আরও বর্ণনা করেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন বান্দা যাচনার দ্বার খুলে দিলেই আল্লাহ তার জন্য দারিদ্র্যের দ্বার খুলে দেন।"

নাসায়ী আয়িয বিন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলো। সে তাঁর নিকট ভিক্ষা চাইলো। তিনি তাকে দিলেন। এরপর সে দরজায় পা রাখলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তারা যদি জানতো, ভিক্ষাবৃত্তিতে কী রয়েছে, তাহলে কেউ কারও নিকট কিছু ভিক্ষা করতে যেত না।"

আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "মানুষের নিকট ভিক্ষা করা হলো আঁচড় ও কলঙ্ক। এর দ্বারা মানুষ নিজের চেহারাকে কলঙ্কিত করে। যার ইচ্ছা সে তার চেহারাকে দাগযুক্ত করতে পারে। আর যে চায় সে তার চেহারাকে দাগমুক্ত রাখতে পারে। তবে কেউ যদি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট চায় অথবা এমন বিষয়ে চায় যে ক্ষেত্রে সে নিরুপায় (তাহলে সেটি স্বতন্ত্র)।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে বলেছেন, ভিক্ষাবৃত্তি মানুষের মর্যাদা ও মনুষ্যত্বের সবচেয়ে দৃশ্যমান অঙ্গকে আক্রান্ত করে। তা হচ্ছে তার চেহারা। কেবল দু'টি অবস্থায় ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা করেননি। যথা ঃ

১. দায়িত্বশীলের নিকট চাওয়া, আল্লাহ যাকে তার অভিভাবক করে দিয়েছেন এবং ২. যেক্ষেত্রে মানুষ অনন্যোপায়, সেক্ষেত্রে চাওয়া। এমন প্রয়োজনে চাওয়া যা তাকে চাইতে বাধ্য করে এবং যা না হলেই নয়। তবে তা প্রয়োজন পূরণ পর্যন্তই।

এই সকল সতর্কীকরণ এবং কঠোরতা এ কারণেই করা হয়েছে যে, মানুষের নিকট চাওয়া–ইবনুল কায়্যিমের ভাষায়–যুলুম বা অবিচার। এটি প্রভুত্বের ক্ষেত্রে অবিচার, যার নিকট চাওয়া হয় তার ক্ষেত্রে অবিচার এবং যে চায় তার ক্ষেত্রেও অবিচার।

প্রথমতঃ এই কারণে যে, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট নিজের প্রার্থনা, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার কথা জানিয়েছে। এটি এক প্রকারের ইবাদত। সে অপাত্রে যাচনা করেছে। অনুপযুক্ত স্থানে তাকে স্থাপন করেছে। সে নিজের তাওহীদ ও ইখলাসের প্রতি অবিচার করেছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ এই কারণে যে, সে যার নিকট প্রার্থনা করেছে তাকে ঝামেলায় ফেলেছে অথবা না দেয়ার লজ্জায় ফেলেছে। সে তাকে দিয়ে থাকলে নিরুপায় হয়ে দিয়েছে। আর দেয়া থেকে বিরত থাকলে লজ্জা-সংকোচে বিরত থেকেছে।[৭৩]

তৃতীয়তঃ এই কারণে যে, সে নিজেকে লাঞ্ছিত করেছে। দু'টি স্তরের মধ্যে নিজেকে নিম্নের স্তরে নামিয়েছে। দু'টি অবস্থার মধ্যে যা মন্দ, তাতে সন্তুষ্ট হয়েছে। নিজের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করতে সম্মত হয়েছে। নিজের পবিত্রতাকে কলুষিত করেছে। ধৈর্য ও সন্তোষকে বিক্রি করে দিয়েছে। মানুষের নিকট হাত পেতে নিজের তাওয়াক্কুল (আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা) ও অমুখাপেক্ষিতাকে বিসর্জন দিয়েছে। এটি নিজের উপর নিজেরই অবিচার।[৭৪]

যে ব্যক্তি সমাজের গলগ্রহ হয়ে জীবন ধারণ করতে চায়, মানুষের নিকট ভিক্ষা করাকে নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করে অথবা মনে করে যে, যাকাতে তার অধিকার রয়েছে এমন সুস্থ ও উপার্জনক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তিকে আদব শিক্ষা দানের অধিকার ইসলামী সমাজের কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির রয়েছে। কারণ, তার মতো ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ হারাম। তার জন্য মানুষের নিকট হাতপাতা অপরাধ। যে অপরাধের কোন শাস্তি ও কাফফারা শরীয়তে নির্ধারিত নেই, সে অপরাধে মুসলিম শাসকের পক্ষে অপরাধীকে উপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া জায়েয।

এখানে যে কথা বলা প্রয়োজন তা হচ্ছে, ভিক্ষাবৃত্তি ও যাচনার বিভিন্ন রূপ ও পদ্ধতি রয়েছে। কখনো কখনো তারা একে জীবিকা নির্বাহের জন্য এক ধরনের কাজ ও শ্রম মনে করে। অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এটি মিথ্যার গিল্টি লাগানো সস্তা ভিক্ষাবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ইমাম গাযযালী তাঁর 'ইহইয়া' গ্রন্থে ভিক্ষাবৃত্তির মতো এই ঘৃণ্য পেশা সম্পর্কে যা বলেছেন তার চেয়ে উত্তম ও সত্য কথা আর দেখতে পাই না। তিনি জীবন ধারণের জন্য বিভিন্ন পেশা ও শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ও এগুলোর কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করার পর বলেন, এই পেশাগুলোর কয়েকটি প্রশিক্ষণ না নিলে এবং প্রথম দিকে কষ্ট না করলে অবলম্বন করা যায় না। মানুষের মধ্যে

---

৭৩. এমন অবস্থা হবে তখন, যখন তার কাছে এমন কিছু চাইবে যা তার কাছে নেই। আর যদি এমন কিছু চায় যা তার নিজেরই কিন্তু ওটি অন্যের কাছে আছে, তাহলে সে ওটি চাইলে যালিম বিবেচিত হবে না।

৭৪. মাদারিজুস সালিকীন, ইবনুল কায়্যিম, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ২৩২-২৩৩ (পরিবর্তিত)।

www.pathagar.com

কেউ কেউ বাল্যকালে এ বিষয়ে উদাসীন থাকে বলে কোন পেশায় যুক্ত হতে পারে না। যার ফলে উপার্জনে অক্ষম হয়। আর অন্যের উপর নির্ভর করার প্রবণতা থেকে দু'টি মন্দ পেশার জন্ম হয়। তাহলো চৌর্যবৃত্তি ও ভিক্ষাবৃত্তি। দু'টির মধ্যে একটি মিল হলো এই যে, এই দুই পেশার লোক অন্যের শ্রমের ফল ভোগ করে।

এছাড়া মানুষ চোর ও ভিক্ষুক এড়িয়ে চলে। তাদের থেকে নিজেদের অর্থ-সম্পদ হেফাজত করে রাখে। তারা কৌশল ও ফন্দি করে নিজেদের বুদ্ধি কাজে লাগায়। চোরদের অনেকে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে। তাদের হাতে থাকে শক্তি। ছিনতাই, খুন-খারাবী ও ডাকাতি করে তারা মালিক হয়। অন্যদিকে যারা দুর্বল মনের চোর তারা কৌশলের আশ্রয় নেয় তারা সিঁধ কেটে অথবা দেয়াল টপকিয়ে অথবা অন্যকোন অভিনব পদ্ধতিতে চুরি করে।

পক্ষান্তরে ভিক্ষুক যখন অন্যের শ্রমের ফল পেতে চায় এবং তাকে বলা হয়, পরিশ্রম করো, কাজ করো, যেমন অন্যরা করছে, তোমার কী হয়েছে, বেকার আছো কেন? তখন তাকে কিছুই দেয়া হয় না। এ অবস্থায় তারা অর্থ-সম্পদ আহরণে কৌশল অবলম্বন করে বেকারত্বের পক্ষে অজুহাত খাড়া করে।

তাদের একটি কৌশল হলো কর্মে অক্ষমতা প্রদর্শন। অক্ষমতা বাস্তব হতে পারে। যেমন এমন একটি শ্রেণী যারা কৌশলে নিজেদের এবং সন্তানদের অন্ধ করে ফেলে। যাতে অন্ধত্বের অজুহাত পেশ করতে পারে। অথবা অন্ধ, অবশ, পাগল ও অসুস্থতার ভান করে। এগুলো তারা কয়েক ধরনের কৌশলের মাধ্যমে প্রকাশ করে। এর সঙ্গে আরো বলে যে, এই ভোগান্তির জন্য তারা দায়ী নয়। যাতে মানুষের দয়া আকর্ষণ করতে পারে। একটি শ্রেণী এমনসব কথা ও কাজ করে, যাতে মানুষ অবাক হয়ে যায় এমনকি তারা সেগুলো দেখে মনে আনন্দ পায়। বিস্ময়াভিভূত হয়ে বিপুল অর্থ দিয়ে দেয়। বিস্ময় কেটে গেলে কখনো কখনো অনুতপ্ত হয়, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় না। এটি কখনো কখনো কৌতুক অথবা অনুকরণ অথবা যাদু অথবা হাস্যকর কাজ করার মাধ্যমে হয়।

আবার কখনো হয় বিচিত্র কবিতা এবং সুরেলা ছন্দায়িত গান ও কবিতার মাধ্যমে। ছন্দোবদ্ধ কবিতা মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কাটে। এর মধ্যে রয়েছে বাজারে ঢুলীদের কাণ্ডকীর্তি এবং ভেল্কিবাজি। যেমন তাবীজ-তুমার প্রভৃতি বিক্রি করা যার মাধ্যমে বিক্রেতা এই ধারণা দেয় যে, এগুলো ওষুধ। এর মাধ্যমে শিশু-কিশোর ও মূর্খরা ধোঁকা খায়।

www.pathagar.com

জ্যোতিষী ও গণকরাও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। অনুরূপ যারা ওয়াজ ও বক্তৃতা করে অথচ তাদের মধ্যে জ্ঞানের গভীরতা নেই এবং তারা সাধারণ মানুষের মন গলিয়ে বিভিন্ন কৌশলে তাদের অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নেয়। তারাও এক ধরনের ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িত। ভিক্ষাবৃত্তির ধরন একহাজার বা দুইহাজার ছাড়িয়ে যাবে।[৭৫]

এ প্রসঙ্গে ইমাম গাযযালীর একটি চমৎকার উক্তি রয়েছে, যাতে তিনি চৌর্যবৃত্তি ও ভিক্ষাবৃত্তিকে একই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। এ সকল পেশার ধরন একহাজার বা দুইহাজারের বেশি হবে। এই নিকৃষ্ট পেশা হচ্ছে অন্যায়ভাবে অন্যদের কাজের ফল ভোগ এবং বিভিন্ন ফন্দি ও কৌশলে তাদের অর্থ-সম্পদ গ্রাস করার পেশা, যাকে সুস্থ বিবেক ও শরীয়ত কোনটিই স্বীকৃতি দেয় না। কেবল শয়তানের শরীয়তই তা স্বীকৃতি দিতে পারে।

তিনি কয়েক ধরনের গোপন ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। যা তাঁর চিন্তার গভীরতার প্রমাণ দেয়। সমাজের রোগ-ব্যাধির প্রতি তাঁর ভ্রুকুটির প্রমাণ বহন করে। এমনকি যারা সুর করে ছন্দ মিলিয়ে ওয়াজ-নসীহত করে অথচ তা মানুষের ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে কোন উপকার করে না, এমন লোককেও তিনি এক শ্রেণীর নিন্দিত ভিক্ষুকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আসলে তিনি সত্যিই বলেছেন।

৬. কোন কোন লোক নিজের কাজের ব্যবস্থা করতে না পেরে কাজ ও পরিশ্রম ছেড়ে দেয় অথচ তার কাজ করার শক্তি আছে। এর কারণ হলো, তার কৌশলের অভাব, জীবন ধারণের উপায়-উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব।

হয়তো তার নিকট সবচেয়ে সহজ ছিল শ্রমবিমুখ হয়ে সমাজ ও শাসকের উপর নিজের এবং পরিবারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া, যাদের দায়িত্ব হলো তার চলার মতো সাহায্য তাকে দেয়া।

এ ধরনের লোকদের জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে দেয়ার দায়িত্ব সমাজের মানুষের বিশেষতঃ কর্তৃপক্ষের।

সুনান গ্রন্থসমূহে আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, আনসারদের এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে তিনি বললেন, 'তোমার বাড়িতে কি কিছু নেই? সে বললো, হ্যাঁ, একখণ্ড বস্ত্র আছে। এর একাংশ আমরা পরিধান করি আরেকাংশ বিছিয়ে থাকি। আর আছে একটি পাত্র। যা

৭৫. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, খণ্ড ঃ ৩, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৭-১৯৮।

www.pathagar.com

দিয়ে পানি পান করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দু'টি বস্তু আমার কাছে নিয়ে এসো। সে এগুলি নিয়ে এলো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কে এগুলো কিনবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি এগুলো এক দিরহাম দিয়ে নিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কে বেশি দিবে? তিনি একথা দুই অথবা তিনবার বললেন। এক ব্যক্তি বললো, আমি এগুলো দুই দিরহাম দিয়ে নিবো।

তিনি সেগুলো ঐ লোকটিকে দিলেন। দিরহামদু'টি আনসারীকে দিয়ে বললেন, এক দিরহাম দিয়ে খাবার কিনে পরিবারকে দাও। অন্যটি দিয়ে একটি কুড়াল কিনে আমার নিকট নিয়ে এসো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে কুড়ালের হাতল লাগিয়ে দিলেন। এরপর তাকে বললেন, যাও। কাঠ সংগ্রহ করো। বিক্রি করো...। তোমাকে যেন পনের দিন না দেখি।

লোকটি গিয়ে বন থেকে কাঠ কেটে বিক্রি করতে লাগলো। এরপর একদিন সে তাঁর নিকট এলো। ইতোমধ্যে সে দশ দিরহাম উপার্জন করে ফেলেছে! এর কিছু অংশ দিয়ে কাপড় কিনলো আর কিছু দিয়ে খাবার কিনলো..।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় ভিক্ষাবৃত্তি একটি দাগ অঙ্কিত থাকার চেয়ে এটি তোমার জন্য উত্তম। তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারও জন্য ভিক্ষা সমীচীন নয়–অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি, বিপুল পরিমাণ ঋণের দায়ে জর্জরিত ব্যক্তি ও ব্যয়বহুল 'দিয়াত' যার উপর অপরিহার্য এমন ব্যক্তি।[৭৬]

এই সুস্পষ্ট হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচনাকারী আনসারী সাহাবীর জন্য যাকাতের অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করার অভিমত দেননি। কারণ সে তো উপার্জনে সক্ষম। তার জন্য তা বৈধ নয়। কেবল ঐ ক্ষেত্রে যাকাত নেয়া বৈধ যখন তার উপার্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অতএব, দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হচ্ছে, হালাল উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

এই হাদীসে অগ্রণী পদক্ষেপ রয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পরে মানুষ যে সকল মতবাদ সম্পর্কে জানতে পেরেছে, ইসলাম এ সকল মতবাদের পূর্বেই এ পদক্ষেপসমূহ ঘোষণা করেছে। ইসলাম সাময়িক বস্তুগত সাহায্য করে অভাবগ্রস্ত যাচনাকারীর সমস্যার সমাধান করেনি–যেমনটি অনেকে ভেবে

৭৬. সুনানে আরবা'আহ। তিরমিযী এটিকে 'হাসান' বলেছেন।

www.pathagar.com

থাকেন। আবার কেবল উপদেশ প্রদান এবং ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করেনি–যেমনটি অন্যরা করে থাকেন। ইসলাম অভাবীর সমস্যা নিজে থেকেই সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে তাকে সাহায্য করেছে। তাকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, সে যেন ক্ষুদ্র হলেও নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিক্ষুককে ব্যবহারিকভাবে বুঝিয়ে দেন যে, তোমার সব শক্তি ও কৌশল দিয়ে উপার্জনের চেষ্টা করো যদিও তা নিতান্ত দুর্বল হোক। তুমি ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিবে না, যতক্ষণ তোমার নিকট কাজে লাগাবার মতো কোন বস্তু থাকবে, যা তোমার সচ্ছলতার পথকে সহজ করে দিবে।

ইসলাম তাকে এই শিক্ষাও দিয়েছে যে, যে কাজ হালাল জীবিকা নিয়ে আসে, তাই মহান মর্যাদার কাজ। এটি কাঠ আহরণ করে বিক্রি করাই হোক না কেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে মানুষের নিকট হাত পেতে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে রক্ষা করবেন। তাই ইসলাম ঐ আনসারীকে তার ব্যক্তিত্ব, ক্ষমতা, অবস্থা ও পরিবেশের উপযোগী কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে, তাকে তার নির্দেশিত কাজের সরঞ্জামও দিয়েছে এবং তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও অস্থির অবস্থায় ছেড়ে দেয়নি বরং তাকে পনের দিনের সুযোগ দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সে বুঝতে পারবে, এ কাজ তার জন্য উপযোগী হবে কি না। এর দাবি মেটাতে পারবে কি না। তারপর তার জন্য তা অনুমোদন করবে অথবা তার জন্য অন্যকোন কাজের ব্যবস্থা করবে।

তার সমস্যার কার্যকর সমাধানের মধ্যে এক তাত্ত্বিক, সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী শিক্ষা রয়েছে। তা হলো ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে সতর্কতা ও ভীতি প্রদর্শন এবং ভিক্ষাবৃত্তির বৈধতার সীমারেখা নির্ধারণ। আর তা হলো চরম দারিদ্র্যপীড়িত, বিপুল অংকের ঋণভারে জর্জরিত অথবা ব্যয়বহুল 'দিয়াত' ওয়াজিব হয়েছে শুধু এমন ব্যক্তির জন্য।

কতইনা ভালো হতো যদি আমরা মহানবীর এই বুদ্ধিদীপ্ত নীতি অনুসরণ করতাম এবং কথা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পূর্বে সমস্যার সমাধান করতে এবং প্রত্যেক বেকার ব্যক্তির জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে তৎপর হতাম!

www.pathagar.com

সারাংশ

ইতোপূর্বে যা আলোচিত হলো তাতে স্পষ্ট যে, প্রত্যেক মুসলমানের ভূপৃষ্ঠে এবং আকাশের নিচে জীবিকা অন্বেষণের জন্য পরিশ্রম ও কাজ করা কর্তব্য। এক্ষেত্রে কাজের ধরন যা-ই হোক না কেন; কৃষিকাজ, শিল্প, ব্যবসা, ব্যবস্থাপনা, লেখালেখি, অথবা যেকোন উপকারী পেশা নিজ খরচে বা অন্যের খরচে, এককভাবে বা যৌথভাবে। এটা নিজের জন্য হতে পারে অথবা অন্যের জন্য।

সে তার কাজের মাধ্যমে নিজেকে সচ্ছল করে তুলবে। নিজের এবং নিজ পরিবারের অভাব মোচন করবে। কোন ব্যক্তি, সরকার অথবা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে না। এর মাধ্যমে সে নিজেকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে পারে এবং সমগ্র সমাজকে সচ্ছল করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। নিজ দেশে যার জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যায়, সম্পদের স্বল্পতার কারণে, জনসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে, অথবা মানুষের মধ্যে বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে, তার কর্তব্য হলো, আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে দুনিয়ায় বিচরণ করা। কারণ আল্লাহর দুনিয়া বিস্তৃত।

মুসলিম সমাজের উচিত কর্মক্ষম মুসলিম ব্যক্তির সহযোগিতা করা, যাতে সে মহৎ জীবন যাপনের উপকরণ পেতে পারে। সে আল্লাহর এই বাণীর প্রতি সাড়া দিবে-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.

অর্থ ঃ আর তোমরা সৎ ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর।[৭৭]

মুসলিম শাসকের কর্তব্য হলো সাধ্যমতো তার কাজকে সহজ করা। কারণ আল্লাহ তাকে তার পৃষ্ঠপোষক ও দায়িত্বশীল করে দিয়েছেন।

কাজপ্রার্থীর যদি কোন বিশেষ প্রস্তুতি অথবা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন পড়ে, যা দিয়ে সে তার উপযোগী কাজ যোগাড় করতে পারে, তাহলে সমাজ ও সরকারের কর্তব্য হলো এক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করা। যাতে সে নিজেই নিজের

৭৭. সূরা মায়িদাহ্ ঃ ২।

www.pathagar.com

কার্যভার বহন করতে পারে এবং অন্যের সাহায্য অথবা দান-সাদাকার মুখাপেক্ষী না হয়।

তার যদি এমন মূলধনের দরকার হয়, যা দিয়ে সে কোন দোকান খুলবে অথবা কল্যাণমুখী প্রকল্প শুরু করবে, অথবা ক্ষেত-খামার করবে, অথবা কাজের জন্য তার কোন প্লটের প্রয়োজন হয়, অথবা কাজের সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণ প্রয়োজন হয়, তাহলে সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা শাসকের কর্তব্য হলো তাকে যাকাত অথবা অন্যকোন রাষ্ট্রীয় উৎস থেকে দান করা।

মুসলিম সমাজের কর্তব্য হলো তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা। চাই তারা শাসক হোক অথবা প্রজা হোক। নিজেদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করা। তাদের নিকট যে মানব সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ রয়েছে তা পুরোপুরি কাজে লাগানো, যাতে তারা দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠতে পারে। দারিদ্র্যের বিষদাঁত ভেঙ্গে ফেলতে পারে। সন্দেহ নেই, দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সাধারণ সম্পদের উৎসের উন্নয়নের কার্যকর প্রভাব রয়েছে।

মুসলিম সমাজের সদস্যদের কর্তব্য হলো তাদের সমাজের কাঠামোতে যে ফাটল রয়েছে তা ঐক্যবদ্ধভাবে বন্ধ করা। সকল ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর যে সকল কর্ম, প্রকল্প, পেশা ও শিল্পের প্রয়োজন রয়েছে সেগুলো অনুসন্ধান করা। এগুলো পরিচালনার জন্য এবং এগুলোর শোভা বৃদ্ধির জন্য যেসব লোকের প্রয়োজন তাদের তৈরি করা। এটি মুসলিম উম্মাহর জন্য ফরযে কিফায়াহ। কিছু লোক তাতে অংশ গ্রহণ করলে অন্যদের পাপ মুছে যাবে। আর যদি কেউ তা পালন না করে, তাহলে সমগ্র জাতি এবং তাদের দায়িত্বশীলরা পাপের বোঝা বহন করবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় উপায়

সচ্ছল আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক দরিদ্রদের ভরণ-পোষণ

ইসলামী শরীয়াহর মূলনীতি হলো প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই শ্রম ও কর্মের হাতিয়ার দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন করবে। তার অস্ত্রটি হলো পরিশ্রম ও কাজ। কিন্তু যারা অক্ষম, কাজ করতে পারে না, তারা কী পাপ করেছে?

যে সকল বিধবার অর্থ-সম্পদ নেই, তারা কী পাপ করেছে?

কম বয়সী ছেলে-মেয়েরা এবং বৃদ্ধরা কী পাপ করেছে?

চিররোগী, সাময়িক রোগী ও প্রতিবন্ধীরা কী পাপ করেছে? যারা দুর্যোগে পড়ে উপার্জনে অক্ষম হয়ে পড়েছে তারা কী পাপ করেছে? জীবনের চাকা কি তাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে? বাতাস কি ধুলো-বালির মতো তাদেরকে উড়িয়ে দিবে?

না...। ইসলাম তাদের দারিদ্র্য ও অভাবের থাবা এবং ভিক্ষার লাঞ্ছনা থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। ইসলাম সর্বপ্রথম এর জন্য যে নিয়ম চালু করেছে তা হলো একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংহতি। ইসলাম আত্মীয়-স্বজনকে ঐক্যবদ্ধ ও পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক করে দিয়েছে। তারা একে অন্যের হাত শক্তিশালী করবে। সবল দুর্বলের ভরণ-পোষণ করবে। ধনী দরিদ্রের দেখাশোনা করবে। সক্ষম অক্ষমদের সাহায্য করবে। কারণ তাদের মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত শক্তিশালী এবং পারস্পরিক সহানুভূতির উৎস। একে অন্যের প্রতি দয়া ও সমর্থন এক সুদৃঢ় বন্ধন। কারণ তাদের রয়েছে আত্মীয়তার বন্ধন। এটিই হচ্ছে প্রাকৃতিক বাস্তবতা। শরীয়তও একে সমর্থন করেছে ঃ

وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ.

অর্থ ঃ এবং আত্মীয়গণ আল্লাহর বিধানে একে অন্যের চেয়ে অধিক হকদার।[৭৮]

---

৭৮. সূরা আনফাল ঃ ৭৫।

www.pathagar.com

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার প্রতি ইসলামের গুরুত্বারোপ

ইসলাম আত্মীয়-স্বজনের অধিকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। পবিত্র কুরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীস তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে উৎসাহ দিয়েছে। যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে অথবা তাদের ক্ষতি করে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করেছে।

আয়াতসমূহের মধ্যে রয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى.

অর্থ ঃ আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।[৭৯]

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا.

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূরপ্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।[৮০]

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

অর্থ ঃ আর আল্লাহকে ভয় করো যার নামে তোমরা একে অন্যের নিকট যাচনা করো এবং সতর্ক থেকো জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।[৮১]

---

৭৯. সূরা নাহল ঃ ৯০।

৮০. সূরা নিসা ঃ ৩৬।

৮১. সূরা নিসা ঃ ১।

www.pathagar.com

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.

অর্থ ঃ আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় কোর না।[৮২]

فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ.

অর্থ ঃ অতএব আত্মীয়কে দিবে তার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটি উত্তম।[৮৩]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।[৮৪]

الرحم معلقة بساق العرش تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله.

অর্থ ঃ আত্মীয়তার বন্ধন আরশের গোড়ায় ঝুলন্ত অবস্থায় বলতে থাকে, যে ব্যক্তি আমাকে যুক্ত করে দেয় আল্লাহ তাকে যুক্ত করে দেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে আল্লাহ তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন।[৮৫]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতা-পিতা ও আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন ঃ

أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذى يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة.

অর্থ ঃ তোমার মাতা, পিতা, বোন, ভাই ও অধীনস্থ দাসের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। এটি ওয়াজিব হক এবং যুক্ত বন্ধন।[৮৬]

---

৮২. সূরার বনী ইসরাঈল ঃ ২৬।
৮৩. সূরা রুম ঃ ৩৮।
৮৪. বুখারী ও মুসলিম।
৮৫. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

এই সকল দলীল প্রমাণ করে যে, আত্মীয়দের উপর আত্মীয়দের অন্য লোকের চেয়ে বেশি হক রয়েছে। কারণ তাদের বংশীয় ও পারিবারিক বন্ধন রয়েছে। তাদের অক্ষমতার সময় ভরণ-পোষণ ও ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা যদি করা না হয় তাহলে এই হকটি আর কি?

আত্মীয় মারা গেলে যদি অন্য আত্মীয় তার উত্তরাধিকারী হয় এবং সুবিধা লাভ করে তাহলে ন্যায়সঙ্গত কথা হলো, সে-ও তার অসচ্ছলতার সময় তার জন্য খরচ করবে এবং ক্ষতি স্বীকার করবে। কারণ মুনাফা অর্জন করলে লোকসান বহন করতে হয়।

যদি কেউ বলে, এইসব দলীলে আত্মীয়তা রক্ষার যে কথা বলা হয়েছে তা নিতান্ত সৌজন্য রক্ষার জন্য যা ওয়াজিবের পর্যায়ের নয়, তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা। কারণ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। একে 'হক' বলে অভিহিত করেছেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, এটি একটি অধিকার, যা ওয়াজিব। এ ধরনের দলীল-প্রমাণের কোন কোনটি স্পষ্টভাবে এ বিষয়ের আবশ্যকতা বা অপরিহার্যতা বুঝায়।

অভাবীদের জন্য ব্যয় না করলে আত্মীয়তার বন্ধনের কোন অর্থ নেই

যদি বলা হয় তাদের অধিকারের উদ্দেশ্য হলো বন্ধন ছিন্ন না করা! তাহলে তার উত্তর ইবনুল কায়্যিমের ভাষায় দুইভাবে দেয়া যায় ঃ

প্রথমতঃ বলা যায়, এরচেয়ে বড় সম্পর্কচ্ছেদ আর কি হতে পারে যে, এক ব্যক্তি তার আত্মীয়কে ক্ষুধা ও পিপাসায় জ্বলতে দেখলো, গ্রীষ্মে ও শীতে অত্যন্ত কষ্ট করতে দেখলো, তারপরও তাকে এক লোকমা খাবার খাওয়ালো না। এক ঢোক পানিও পান করালো না। কাপড়ও পরালো না যা তার লজ্জাস্থান ঢাকবে, গরম ও ঠাণ্ডায় তাকে রক্ষা করবে। তাকে ছায়াঘন ছাদের নিচে বসবাস করার সুযোগ দিলো না। অথচ সে তার ভাই, তার বাবা-মায়ের সন্তান। অথবা তার চাচা। অথবা তার খালা, যে তার মায়ের মতো। সুতরাং তা যদি সম্পর্কচ্ছেদ না হয়ে থাকে তাহলে আমি জানি না, নিষিদ্ধ ঘোষিত সম্পর্কচ্ছেদ কোনটি? আত্মীয়তার যে বন্ধন অটুট রাখার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন তা কোনটি?

---

৮৬. আবূ দাউদ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ বলা যায়, এই ওয়াজিব বন্ধন তাহলে কোনটি যা কুরআন-হাদীসের দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। যার ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে ইসলাম তাগিদ দিয়েছে এবং এই সম্পর্ক ছিন্নকারীর নিন্দা করেছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাই-বোনকে পিতা ও মাতার হকের সঙ্গে যুক্ত করে বলেছেন, "সদ্ব্যবহার করবে তোমার মাতা, পিতা, বোন ও ভাইয়ের সঙ্গে। এরপর তোমার যারা অধস্তন রয়েছে তাদের সঙ্গে।"

কোন্ জিনিস এ হককে রহিত করেছে? কোন্ জিনিস প্রথমাংশকে ওয়াজিব এবং শেষাংশকে মুস্তাহাব করেছে?

মুসলিম আইন শাস্ত্রবিদগণ এই মর্মে একমত হয়েছেন যে, স্বামী তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য বাধ্য। পিতা তার নাবালক ছেলে ও মেয়ের ভরণ-পোষণের জন্য বাধ্য। ছেলে তার মাতা-পিতার ভরণ-পোষণের জন্য বাধ্য। আর বাকি আত্মীয়দের জন্য আত্মীয়দের ব্যয়ভার বহনে বাধ্য করার ক্ষেত্রে বিচারকের ক্ষমতার সীমা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যদিও তারা সর্বসম্মতভাবে আত্মীয়দের সঙ্গে আত্মীয়ের সদাচরণকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যাপক ও উদার মাযহাব হলো আবূ হানীফার মাযহাব ও ইবনে হাম্বালের মাযহাব। ইবনুল কায়্যিম কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দিয়ে উভয় মাযহাবকে সমর্থন করেছেন।

আত্মীয়-স্বজনের জন্য ব্যয় করতে রাসূল (স)-এর নির্দেশ

'আল হুদা' গ্রন্থে রয়েছে, আবূ দাউদ সুনানে বর্ণনা করেছেন কুলাইব বিন মানফায়াহ আল হানাফী থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর দাদা থেকে। তিনি (দাদা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলেন। এরপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, কার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবো?

তিনি বললেন, তোমার মাতা, পিতা, বোন, ভাই ও অধীনস্থ দাসের সঙ্গে। এদের হক রক্ষা করা ওয়াজিব। এদের সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করা ওয়াজিব।

নাসায়ী তারিক আল মুহারিবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি মদীনায় এলাম। এসে দেখি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ভাষণদানরত অবস্থায় বলছেন, "দাতার হাত উঁচু। তুমি যার ভরণ-পোষণ করো তাকে দিয়ে শুরু করো। তারপর তোমার মাতা, পিতা, বোন, ভাই, এরপর পর্যায়ক্রমে তোমার নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ।

www.pathagar.com

আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, কে আমার সদ্ব্যবহার লাভের সবচেয়ে বেশি হকদার?

তিনি বললেন, তোমার মাতা।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বললেন, তোমার মাতা।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বললেন, তোমার মাতা।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বললেন, তোমার পিতা। এরপর পর্যায়ক্রমে তোমার নিকটবর্তীগণ।

তিরমিযীতে মুয়াবিয়া আল কুশায়রী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবো?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মাতার সঙ্গে।

আমি বললাম, এরপর কার সঙ্গে?

তিনি বললেন, তোমার মাতার সঙ্গে।

আমি বললাম, এরপর কার সঙ্গে?

তিনি বললেন, তোমার পিতার সঙ্গে। এরপর যে যত নিকটবর্তী তার সঙ্গে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৃপণ স্বামীর স্ত্রী 'হিন্দ' নামের এক মহিলা সাহাবীকে বলেছেন, তোমার জন্য এবং তোমার সন্তানের জন্য যে পরিমাণ যথেষ্ট সে পরিমাণ গ্রহণ করো ন্যায়ভাবে।

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম খাদ্য হলো নিজেদের উপার্জিত খাদ্য। তোমাদের সন্তানও তোমাদের উপার্জন। তাদের উপার্জন থেকে তৃপ্তির সঙ্গে খাও।

তিনি হাদীসটি 'মারুফ্'ভাবে হযরত আয়েশা (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে নাসায়ীতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি নিজেকে দিয়ে শুরু করো। নিজেকে দান করো। যদি কিছু বাঁচে তাহলে তা নিজ পরিবারের জন্য রাখো। তোমাদের পরিবারের চাহিদা পূরণ হওয়ার পর যদি কিছু বাঁচে তাহলে তা তোমার আত্মীয়দের জন্য। তোমার আত্মীয়দের চাহিদা পূরণ হওয়ার পর যদি কিছু বাঁচে তাহলে তা পর্যায়ক্রমে যে যত নিকটের তার জন্য।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূলের দিক-নির্দেশনা কুরআনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপরিউক্ত সম্পূর্ণ আলোচনাই আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর তাফসীর ঃ

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى.

অর্থ ঃ আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কোর এবং আত্মীয়দের সঙ্গে।[৮৭]

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ.

অর্থ ঃ আর নিকটাত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও।[৮৮]

فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ.

অর্থ ঃ অতএব নিকটাত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও।[৮৯]

আল্লাহ তা'আলা মাতা-পিতার অধিকারের পরেই নিকটাত্মীয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এমনটি করেছেন।

আত্মীয়-স্বজনের হক যদি ব্যয় করার হক বা অধিকার না হয়ে থাকে তাহলে আমরা জানি না, এটি কোন্ ধরনের হক? আল্লাহ তা'আলা নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আত্মীয়ের সাথে সবচেয়ে দুর্ব্যবহার হলো, তাকে খাদ্যহীন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখেও তার জন্য খাদ্য ও বস্ত্র নিয়ে এগিয়ে না আসা।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই নির্দেশ আল্লাহ তা'আলার কিতাবের নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ.

৮৭. সূরা নিসা ঃ ৩৬।
৮৮. সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬।
৮৯. সূরা রূম ঃ ৩৮।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ যে জননীগণ দুধ পানকাল পূর্ণ করতে চায় তারা সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা। কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না। কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। এবং উত্তরাধিকারীরও এই কর্তব্য।[৯০]

আল্লাহ তা'আলা জনকের জন্য যা ওয়াজিব করেছেন উত্তরাধিকারীর জন্যও তাই ওয়াজিব করেছেন।

উমর ও যায়েদ বিন সাবিত (রা)-এর মত

একই মত পোষণ করেছেন আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা)। বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা) এক শিশুর ভরণ-পোষণের খরচ আদায় করার জন্য তার নিকটাত্মীয় পুরুষদের আটক করেছিলেন।

আরও বর্ণিত আছে, এক ইয়াতীমের অভিভাবক উমরের নিকট এলে তিনি বললেন, এর ভরণ-পোষণ করুন। এরপর তিনি বললেন, আমি যদি এর নিকটাত্মীয় কাউকে না পেতাম তাহলে তার কোন দূরাত্মীয়কে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব চাপিয়ে দিতাম

যায়েদ বিন সাবিতও এরকম বিচার করেছেন। যায়েদ বিন সাবিত বলেছেন, যদি শিশুর মা ও চাচা থাকে, তাহলে মাকে তার উত্তরাধিকার সমপরিমাণ এবং চাচাকে তার উত্তরাধিকার সমপরিমাণ ব্যয় করতে হবে।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে উমর ও যায়েদের এই রায়ের কোন বিরোধিতাকারী দেখা যায়নি।

সালফে-সালেহীনের অভিমত

ইবনে জুরাইজ (ابن جريج) বলেন, আমি 'আতাকে বললাম, عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. –এ আয়াতের মর্ম কী?

তিনি বলেছেন, ইয়াতীমের উত্তরাধিকারীদের কর্তব্য হলো তার ভরণ-পোষণ করা, যেভাবে তারা তার উত্তরাধিকারী হয়েছে।

আমি তাঁকে বললাম, ইয়াতীম সন্তানের যদি কোন সম্পদ না থাকে তাহলে তার উত্তরাধিকারীকে কি আটক করে রাখা যাবে?

---

৯০. সূরা বাকারা ঃ ২৩৩।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, তাহলে কি বাচ্চাটিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া যাবে?

ইমাম হাসান উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যে আত্মীয় যে পরিমাণ উত্তরাধিকার পাবার কথা তার মুখাপেক্ষিতা কাটিয়ে উঠা পর্যন্ত সে পরিমাণ ব্যয়ও তাকে বহন করতে হবে।

পূর্ববর্তী অধিকাংশ ইমাম এভাবেই আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কাতাদাহ, মুজাহিদ, দাহহাক, যায়দ বিন আসলাম, শুরাইহ আল কাজী, কুবাইসা বিন যুয়াইব, আব্দুল্লাহ বিন উতবাহ বিন মাসউদ, ইবরাহীম নাখয়ী, শাবী ও ইবনে মাসউদের সহচরবৃন্দ। তাদের পরবর্তীদের মধ্যে রয়েছেন সুফইয়ান সাওরী, আব্দুর রাযযাক, আবূ হানীফা ও তাঁর সহচরবৃন্দ। তাঁদের পরবর্তীদের মধ্যে রয়েছেন আহমাদ, ইসহাক, আবূ দাউদ ও তার সহচরবৃন্দ।

এরপর ইবনুল কায়্যিম আত্মীয়দের ভরণ-পোষণে ফকীহদের অভিমত পেশ করেছেন। সবচেয়ে সংকোচিত অভিমত ইমাম মালিকের। এরচেয়ে কিছুটা সম্প্রসারিত অভিমত শাফিয়ীর। সবচেয়ে সম্প্রসারিত অভিমত হলো আবূ হানীফা ও আহমদের।

আত্মীয়ের ভরণ-পোষণে আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত

ইমাম আবূ হানীফার মতে, প্রত্যেক আত্মীয়ের উপর তার আত্মীয়ের ভরণ-পোষণ করা ওয়াজিব। আত্মীয় যদি সন্তান, তাদের সন্তান, পিতা ও দাদা হন তাহলে ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে চাই তাদের ধর্ম এক হোক অথবা বিভিন্ন। অর্থাৎ তারা কাফির হলেও তাদের ভরণ-পোষণ করা ওয়াজিব হবে। আত্মীয় যদি উপরিউক্ত শ্রেণীর না হয়, তাহলে তাদের ধর্ম এক না হলে ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে না। কাজেই মুসলমানের জন্য তার কাফির আত্মীয়ের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব নয়।

এছাড়া ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে ভরণ-পোষণকারীর ক্ষমতা ও পোষ্যের চাহিদা অনুযায়ী। যদি পোষ্য নাবালক হয় তাহলে কেবল তার দারিদ্র্যের বিবেচনা করতে হবে। আর যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং নারী হয় তাহলে ঐ একই অবস্থা। পোষ্য যদি পুরুষ হয় তাহলে তার ব্যয়ভার বহন করা বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্য তার কোন সম্পত্তি না থাকাই যথেষ্ট নয়, তার শারীরিক অক্ষমতা যথা অন্ধত্ব ও অক্ষমতাও থাকতে হবে। যদি সে সুস্থ ও চক্ষুষ্মান হয় তাহলে তার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে, এটি

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে নিজের সন্তানের ভরণ-পোষণের বিষয়টি আলাদা। কারণ তাঁর প্রসিদ্ধ মতানুসারে এ দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে তার পিতার উপর বর্তায়। তিনি ইবনে যিয়াদ লু'লুয়ী (ابن زياد اللؤلؤي) থেকে বর্ণনা করেছেন, ভরণ-পোষণের এই দায়িত্ব তার মাতা-পিতা উভয়ের উপর তাদের উত্তরাধিকারের পরিমাণ অনুযায়ী বর্তায়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর অভিমত

আহমদ ইবনে হাম্বলের অভিমত হচ্ছে, আত্মীয় যদি বংশের ধারা থেকে হয় তাহলে তার ভরণ-পোষণ করা নিরংকুশভাবে ওয়াজিব চাই সে উত্তরাধিকারী হোক অথবা না হোক...। আর যদি বংশের ধারা থেকে না হয় তাহলে তাদের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে এই শর্তে যে, উভয় পক্ষের মধ্যে 'তাওয়ারুছ' বা উত্তরাধিকার থাকবে...। আত্মীয় যদি এমন রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হয় যারা উত্তরাধিকারী নয়, তাহলে তাঁর মতে তাদের জন্য ওয়াজিব নয়। তবে তাঁর কতিপয় সহচর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তাঁর অভিমতের ভিত্তিতে তাদের উপর খোরপোষ ওয়াজিব করেছেন। তাঁর নিকট খোরপোষ বা ভরণ-পোষণ 'মীরাস' বা উত্তরাধিকারের শাখা।

ইমাম আহমদের মতে, ভরণ-পোষণ বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্য উভয়ের ধর্ম এক হওয়া জরুরি। তবে তার অন্য এক বক্তব্য অনুযায়ী একই বংশের দু'টি ধারার ক্ষেত্রে ধর্ম এক হওয়া জরুরি নয়।

কোন ব্যক্তির জন্য কোন ব্যক্তির ভরণ-পোষণ করা জরুরি হলে, তাঁর স্পষ্ট মতানুযায়ী তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণও জরুরি...। তার জন্য বিয়ে দেয়ার মাধ্যমে বংশের দু'টি ধারার পবিত্রতা রক্ষা করা জরুরি যদি তারা এমনটি চায়।

কাযী আবূ ইয়ালা (ابو يعلى) বলেন, এভাবে যার উপর নিজের ভাতিজা, চাচা অথবা অন্যদের ভরণ-পোষণ করা জরুরি তার উপর তাদের পবিত্রতা (বিয়ের মাধ্যমে) রক্ষা করাও জরুরি।

যখন কারো উপর কোন পুরুষের পবিত্রতা রক্ষা করা জরুরি হয়ে পড়ে তখন তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণও জরুরি হয়ে পড়ে। কারণ, সে এছাড়া পবিত্রতা রক্ষা করতে পারবে না।

এটি আহমাদের মাযহাব বা অভিমত। এটি আবূ হানীফার অভিমতের চেয়ে অধিক সম্প্রসারিত। যদিও আবূ হানীফার অভিমত আরেক দিক থেকে অধিক

www.pathagar.com

সম্প্রসারিত। এটি রক্তের আত্মীয়দের উপর খোরপোষ ওয়াজিব করে দেয়। এ মতটিই দলীলভিত্তিক ও বিশুদ্ধ। ইমাম আহমাদের মূলনীতি ও দলীলসমূহ তাই দাবি করে। শরীয়াহর বিধি এবং আত্মীয়তার বন্ধন যা আল্লাহ যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ছিন্নকারীর জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন–সবকিছুই এ দাবি করে।

ভরণ-পোষণের অধিকার দু'টি ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়। যথা ঃ

১. আল্লাহর কিতাবের ভাষ্য মতে মীরাসের ভিত্তিতে এবং
২. হাদীস অনুসারে আত্মীয়তার বন্ধনের ভিত্তিতে।

আত্মীয়ের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

ফকীহগণ আত্মীয়ের উপর খোরপোষ ওয়াজিব হওয়ার জন্য দু'টি মৌলিক শর্ত আরোপ করেছেন।

একটি হচ্ছে, যার জন্য ভরণ-পোষণ ওয়াজিব তার দারিদ্র্য সময়ের জন্য। সে যদি কোন অর্থ-সম্পদ অথবা উপার্জনের মাধ্যমে সচ্ছল হয়ে যায় তাহলে তার জন্য ভরণ-পোষণ ওয়াজিব নয়। কারণ তা ওয়াজিব হয় সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশার্থে। যখন এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় তখন আর সে হকদার থাকে না।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নিজের ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের পর ব্যয়ভার বহনকারীর এমন অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ থাকা যা থেকে সে তাদের ভরণ-পোষণ করতে পারে। কারণ জাবির থেকে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

إبدأ بنفسك ثم بمن تعول.

অর্থ ঃ তুমি নিজেকে দিয়ে শুরু করো। এরপর তোমার পোষ্যকে দাও।[৯১]

কারণ আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ হচ্ছে তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ। সুতরাং মৌলিক চাহিদা এবং নিজের চাহিদা মেটাবার পর অতিরিক্ত অর্থ থেকে তা পালন করতে হবে। নিজের স্ত্রীর ভরণ-পোষণও এরকম মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। কারণ তা নিজের প্রয়োজনেই করতে হয়।[৯২]

---

৯১. তিরমিযী, তিনি বলেছেন হাদীসটি সহীহ।

৯২. আল কাফী, খণ্ড ঃ ২, পৃষ্ঠা ঃ ৯৯৮।

www.pathagar.com

ভরণ-পোষণে কী কী অন্তর্ভুক্ত থাকবে

ইসলাম আত্মীয়ের জন্য যে ভরণ-পোষণ ফরয করে দিয়েছে তার জন্য এমন কোন সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করেনি–যা অতিক্রম করা যাবে না। কারণ তাদের চাহিদা স্থান, কাল, অবস্থা ও সামাজিক রীতিভেদে পার্থক্য হয়। ভরণ-পোষণকারীর আর্থিক সক্ষমতা অনুসারে তা পার্থক্য হয়। কারণ সমাজে কেউ সচ্ছল, কেউ মধ্যবিত্ত। ইসলাম এক্ষেত্রে যা চায় তা হচ্ছে, ভরণ-পোষণকারীর ক্ষমতা বিবেচনায় আনতে হবে। পোষ্যের অবস্থাও বিবেচনায় আনতে হবে। এই চাহিদা ন্যায়সঙ্গতভাবে মেটাতে হবে। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের রীতি-নীতি যা স্বীকৃতি দেয়, তা-ই ন্যায়সঙ্গত।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا.

অর্থ ঃ বিত্তবান ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তারচেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না।[৯৩]

আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ.

অর্থ ঃ আর তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করবে, সচ্ছল তার সাধ্যমতো আর অসচ্ছলও তার সামর্থানুযায়ী বিধিমতো খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে।[৯৪]

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

অর্থ ঃ আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার দায়িত্ব হলো, সেসব নারীদের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী খোরপোষ বহন করা।[৯৫]

---

৯৩. সূরা তালাক ঃ ৭।

৯৪. সূরা বাকারা ঃ ২৩৬।

৯৫. সূরা বাকারা ঃ ২৩৩।

www.pathagar.com

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দকে তার স্বামীর সম্পদ থেকে ঐ পরিমাণ নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যা তার এবং তার সন্তানের জন্য যথেষ্ট।[৯৬]

ফকীহগণ ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন তা এ রকম ঃ

১. খাদ্য ও পানি
২. শীত ও গ্রীষ্মের উপযোগী বস্ত্র
৩. বাসস্থান এবং আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র ও বিছানা
৪. যে নিজের সেবা করতে অক্ষম তার জন্য সেবক
৫. বিয়ের প্রয়োজন আছে–এমন ব্যক্তির বিয়ে দিয়ে দেয়া।
৬. স্ত্রী-পরিজনের ভরণ-পোষণ।

শায়খুল ইসলাম ইবনে কুদামাহ তাঁর 'আল-কাফী' (القـــافي) নামক গ্রন্থে বলেন, আত্মীয়ের ভরণ-পোষণ যেটুকু করলে যথেষ্ট হয় সেটুকু ওয়াজিব। কারণ তা প্রয়োজনের কারণে ওয়াজিব হয়। সুতরাং যেটুকু করলে চাহিদা মেটে সেটুকু ওয়াজিব হবে। তার যদি সেবকের প্রয়োজন হয় তাহলে সেবকের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে। তার যদি স্ত্রী থাকে তাহলে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব। কারণ এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ ভরণ-পোষণ হয়।

এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তির উপর তার পিতা, দাদা, ছেলের ভরণ-পোষণ করা জরুরি, তারা যদি চায় তাহলে তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়াও জরুরি। খাদ্য, পানীয় ও বস্ত্রের মতো তা-ও প্রয়োজনীয়।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, তার বিয়ে কোন বৃদ্ধা অথবা কুৎসিত নারীর সঙ্গে দিলে চলবে না। কারণ বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপভোগ ও সম্প্রীতি। এটি তো এদের দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়।

ইবনে কুদামাহ বলেন, আমাদের সহচরদের বক্তব্য অনুযায়ী এ কথা এসে যায় যে, যার উপর যার ভরণ-পোষণ জরুরি তার জন্য তার বিয়ে দেয়াও জরুরি। কারণ, এটি পরিপূর্ণ ভরণ-পোষণ।[৯৭]

ফকীহগণ চিকিৎসার ব্যয়ের কথা উল্লেখ করেননি। কারণ তাদের ভাষায় তা মৌলিক ভরণ-পোষণের অন্তর্ভুক্ত নয়। সাময়িকভাবে এর প্রয়োজন দেখা দেয়।

---

৯৬. বুখারী, কিতাবুন্নিকাহ।
৯৭. আল-কাফী, ইবনে কুদামাহ, খণ্ড ঃ ২, পৃষ্ঠা ঃ ১০০২-১০৩২।

www.pathagar.com

আরো কারণ হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসা ছিল একটি অনুমাননির্ভর বিদ্যা। এই কারণে ফকীহদের অনেকেই ব্যক্তির জন্য নিজের চিকিৎসাকে ওয়াজিব বলেননি, বরং মুস্তাহাব অথবা মুবাহ বলেছেন। এটি যদি কোন ব্যক্তির নিজের জন্যই ওয়াজিব না হয় তাহলে অন্যের জন্য কিভাবে ওয়াজিব হবে?

পক্ষান্তরে এখনকার অবস্থা ভিন্ন। অধিকাংশ রোগ নির্ণয় সহজ হয়ে গেছে। চিকিৎসাও জানা হয়ে গেছে। রোগীকে বিনা চিকিৎসায় রাখাকে তার জন্য শাস্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

সহীহ হাদীসসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে তার আলোকে চিকিৎসা ওয়াজিব হওয়াটাই বেশি যুক্তিযুক্ত ঃ

يا عباد الله تداووا فإن الذي خلق الداء خلق الدواء.

অর্থ ঃ হে আল্লাহর বান্দারা, চিকিৎসা করো। কারণ যিনি রোগ সৃষ্টি করেছেন তিনি ওষুধও সৃষ্টি করেছেন।

আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ করা ইসলামের বৈশিষ্ট্য

ইসলাম ধনী আত্মীয়ের উপর দরিদ্র আত্মীয়ের জন্য ভরণ-পোষণের নির্দেশ দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের প্রথম ভিত রচনা করেছে। এটি কোন 'মুস্তাহাব' বিষয় নয় বরং একটি হক যা আল্লাহ আত্মীয়কে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা ইতোপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। ইসলামী ফিকহ-এর গ্রন্থসমূহে 'ভরণ-পোষণ' অধ্যায়ে 'আত্মীয়ের ভরণ-পোষণ'পরিচ্ছেদে বিশদভাবে এর বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে।

আমার মনে হয় না যে প্রাচীন শরীয়তসমূহ অথবা আধুনিক আইনশাস্ত্র এমন ধরনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই কারণে প্রত্যেক দরিদ্র মুসলমানের তার ধনাঢ্য আত্মীয়ের বিরুদ্ধে ভরণ-পোষণের মামলা দায়ের করার অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে তার সঙ্গে রয়েছে ইসলামী শরীয়াহ্। আরো রয়েছে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা–যার কিছুটা প্রভাব আজ পর্যন্ত শরঈ কোর্টসমূহে রয়েছে।

আমরা আমাদের দেশে একেই স্বাভাবিক ও অবধারিত বিষয় বলে বিবেচনা করে থাকি।

কারণ একে আমরা দ্বীনের অংশ হিসেবে জেনেছি। ঐতিহ্য হিসেবে এর উত্তরাধিকারী হয়েছি। অন্য সকল জাতি–যেগুলোকে আমরা সভ্যতার বিচারে

www.pathagar.com

প্রাচীন জাতি মনে করি–তাদের নিকট এটি একটি আশ্চর্যজনক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

আমাদের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ মূসা (র) তাঁর 'আল ইসলাম ওয়া হাজাতুল ইনসানিয়্যাহ ইলাইহি' নামক গ্রন্থে 'পরিবারের প্রতি ইসলামের গুরুত্ব' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

এখানে বোধ হয় একটি কথা উল্লেখ করা ভালো। আমি ফ্রান্সে থাকাকালে যে পরিবারে কিছুকাল ছিলাম সে পরিবারে এক তরুণী কাজ করতো। তাকে দেখে উচ্চ বংশের মেয়ে বলে মনে হতো।

আমি গৃহকর্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, এই তরুণী কেন গৃহপরিচারিকার কাজ করছে। তার কি কোন আত্মীয় নেই যে তাকে এই কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং তাকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করবে?

তার উত্তর ছিল, সে শহরের একটি ভালো পরিবারের মেয়ে। তার এক বিত্তশালী চাচা আছেন। কিন্তু তিনি তার খোঁজ-খবর নেন না। তার বিষয়ে গুরুত্ব দেন না।

আমি প্রশ্ন করলাম, সে কেন কোর্টের আশ্রয় নেয় না, যাতে তার ভরণ-পোষণের জন্য ঐ ব্যক্তিকে কোর্ট দায়িত্ব দেয়? ভদ্রমহিলা একথা শুনে অবাক হলেন।

তিনি জানালেন, এটি আইনতঃ বৈধ হবে না।

তখন আমি তাকে ইসলামের বিধান কী বুঝিয়ে দিলাম।

তিনি বললেন, আমাদের জন্য এ ধরনের আইন প্রণয়ন করবে কে? এটি যদি আমাদের সমাজে আইনতঃ বৈধ হতো তাহলে কোন তরুণী অথবা ভদ্র মহিলাকে তার বাড়ি থেকে বের হয়ে কোন কোম্পানি, কারখানা, ওয়ার্কশপ অথবা সরকারী দফতরে কাজ করতে দেখা যেত না।[৯৮]

৯৮. আল-ইসলাম ওয়া হাজাতুল ইনসানিয়্যাহ ইলাইহি, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৪।

www.pathagar.com

তৃতীয় উপায়

যাকাত

যাকাত কেন ফরয হলো

ইসলাম প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে নিজের প্রয়োজন পূরণে, নিজের পরিবারকে অভাবমুক্ত করা এবং আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য জীবিকা অর্জনের নির্দেশ দিয়েছে। যে ব্যক্তি কাজ করতে অক্ষম এবং তার নিকট উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অথবা সঞ্চিত কোন অর্থ-সম্পদ নেই যা দিয়ে সে তার চাহিদা পূরণ করতে পারে সে তার সচ্ছল আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে থাকবে। তারা তার ভরণ-পোষণ করবে এবং তার বিষয়াদি দেখাশোনা করবে। তবে প্রত্যেক দরিদ্র ব্যক্তির ভরণ-পোষণ করার মতো কোন ধনী আত্মীয় না-ও থাকতে পারে– এমতাবস্থায় সেই অসহায় লোকটির অবস্থা কি হবে যার ভরণ-পোষণের জন্য কোন ধনী আত্মীয় নেই?

ইয়াতীম বালক, বিধবা নারী, বৃদ্ধা মা ও বয়সের ভারে ন্যুব্জ বৃদ্ধ ব্যক্তি কী করবে? শারীরিক প্রতিবন্ধী, অন্ধ, অসুস্থ, অক্ষমরা কী করবে? যে সচ্ছল ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহের মতো কোন কাজ পাচ্ছে না সে কী করবে? যে শ্রমিক কাজ পেয়েছে কিন্তু তার আয় নিজের এবং পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়, সে কী করবে?

তাদের সবাইকে কি দারিদ্র্যের কষাঘাত ও চরম অনটনের মধ্যে ফেলে দেয়া হবে? দারিদ্র্য তাদের উপর আক্রমণ চালাবে আর সমাজ তাদের দিকে চেয়ে থাকবে? অথচ এখানে সচ্ছল বিত্তবান ব্যক্তি আছে কিন্তু তাদের কোন সাহায্য দেয়া হয় না।

ইসলাম তাদের ভুলে যায়নি। আল্লাহ তাদের জন্য ধনীদের অর্থ-সম্পদে সুনির্দিষ্ট 'হক' ফরয করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে যাকাত। যাকাতের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে এর মাধ্যমে দরিদ্রকে সচ্ছল করা।

ফকীর ও মিসকীন হলো যাকাতের অর্থ ব্যয়ের প্রধান খাত। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল এ খাতটির কথাই উল্লেখ করেছেন। কারণ প্রথমতঃ এটিই উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াযকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা উল্লেখ করা যায়। তিনি তাকে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন ধনীদের নিকট থেকে যাকাত নিয়ে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করার জন্য। এমনকি হযরত আবূ হানীফা ও তাঁর সহচরবৃন্দ এই ফাতওয়া দিয়েছেন যে, যাকাত দরিদ্র ব্যতীত আর কারো জন্য বরাদ্দ করা যাবে না।

www.pathagar.com

যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনের এক শক্তিশালী মাধ্যম

যাকাত কোন ক্ষুদ্র উৎস নয়। যাকাত হলো খাদ্য, ফলমূল, শাক-সব্জিসহ সকল উৎপাদিত ফসলে আরোপিত দশ ভাগের এক ভাগ অথবা বিশ ভাগের এক ভাগ। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ.

অর্থ ঃ এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই।[৯৯]

এছাড়াও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بآلة نصف العشر.

অর্থ ঃ বৃষ্টির মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যে দশভাগের একভাগ দিতে হবে, আর কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যে বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে।[১০০]

কৃষিযোগ্য জমির মতো বর্তমান যুগে শিল্প-কারখানা প্রভৃতি যা কিছুই নিয়মিত আয় নিশ্চিত করে এবং কিছু লোকের জন্য বিপুল পুঁজি সৃষ্টি করে–এ সবকিছুকে যাকাতযোগ্য খাত হিসেবে গণ্য করতে হবে।

উৎপাদিত মধুর দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। এক্ষেত্রে 'আসার' (أثر) থেকে প্রমাণ আছে। কিয়াসও তাই বলে। আমাদের যুগে জীব-জন্তু থেকে উৎপন্ন দ্রব্যকে এর উপর কিয়াস করা যেতে পারে। যেমন রেশমী পণ্য, হাঁস-মুরগির খামার, দুধেল গাভী প্রভৃতি।

জুমহুর আলিমগণের মতে কিয়াস শরীয়তের মূলভিত্তিসমূহের একটি–যে শরীয়তকে আল্লাহ 'হক' ও 'আদলের' সঙ্গে অবতীর্ণ করেছেন। তাই দু'টি অভিন্ন বিষয়ের মধ্যে শরীয়ত যেমন পার্থক্য করে না, তেমনি দু'টি ভিন্ন বিষয়কেও এক করে ফেলে না।

শারঈ নিসাবের মালিক-এমন প্রতিটি মুসলমানকে নগদ অর্থ ও ব্যবসায়িক সম্পদ থেকে চল্লিশ ভাগের একভাগ (২.৫%) যাকাত দিতে হবে–যদি সে ঋণমুক্ত থাকে এবং তার মৌলিক চাহিদা মেটানোর পর তা অতিরিক্ত হয়।

---

৯৯. সূরা বাকারা ঃ ২৬৭।

১০০. বুখারী ও মুসলিম কিছু শব্দভেদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

যে পশুসম্পদ উপকৃত হওয়ার এবং বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় যেমন উট, গাভী ও ছাগল ইত্যাদিও যখন নিসাব পরিমাণ হয় এবং বছরের অধিকাংশ সময় মুক্ত চারণভূমিতে চরে লালিত হয় তারও প্রায় একই পরিমাণ যাকাত দিতে হবে। ইমাম মালিক এই অভিমতের বিরোধী। তাঁর মতে গবাদি পশুতে যাকাত দিতে হবে, যদিও এগুলোর মালিক এগুলোকে সারাবছর নিজেই খাওয়ায়। কয়েকজন সাহাবী ও তাবিয়ী বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালিত ঘোড়ায় যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন। এটি ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব।

প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদে পাঁচ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। মুহাক্কিক ফকীহগণের নিকট খনিজ সম্পদেও একই পরিমাণ যাকাত দিতে হবে। যদিও তারা মতানৈক্য করেছেন, এগুলো যাকাত খাতে বরাদ্দ দেয়া হবে নাকি 'ফাই'-এর মতো রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ করা হবে।

যাকাতুল ফিতর (সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা)

ইতোপূর্বে যা আলোচিত হয়েছে সবকিছুই অর্থ-সম্পদের যাকাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। আরো এক প্রকার যাকাত আছে–যা মাথাপিছু ফরয করা হয়েছে। সম্পদের উপর নয়, এটি হচ্ছে 'যাকাতুল ফিতর'–যা ইসলাম রমযানের রোযা পূর্ণ করা এবং ঈদুল ফিতরের আগমন উপলক্ষে বিধিবদ্ধ করেছে। এটি শরীয়তসম্মত হওয়ার রহস্য দু'টি ঃ

প্রথমতঃ রোযাদারের রোযায় কোন বাজে কথা, বাজে কাজ বা অশ্লীলতার সংমিশ্রণ ঘটে গেলে তার ক্ষতিপূরণ।

দ্বিতীয়তঃ দরিদ্রের সম্মান করা এবং ঈদের দিনে তাদের মধ্যে মুসলিম সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা ও ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি জাগানো এবং ঈদের আনন্দে তাদের শরীক করা।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন বাজে কথা ও কাজ এবং অশ্লীলতা থেকে রোযাদারকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে এবং মিসকীনদের আহার করানোর উদ্দেশ্যে।[১০১]

১০১. আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও হাকিম এটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেছেন, বুখারীর শর্তানুযায়ী এটি সহীহ।

www.pathagar.com

এই বার্ষিক ফরযের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

১. এটি ব্যক্তির উপর আরোপিত মাথাপিছু ধার্য, অর্থ-সম্পদের উপর নয়। আমরা ইতোপূর্বে একথা বলেছি।

২. এটি অর্থ-সম্পদের যাকাতের মতো নিসাবের মালিক হয়েছেন এমন বিত্তবানদের উপর ফরয নয়, বরং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয করেছেন। চাই সে স্বাধীন হোক অথবা ক্রীতদাস, পুরুষ হোক অথবা নারী, ধনী হোক অথবা দরিদ্র। দরিদ্র ব্যক্তির নিকট ঈদের দিন ও রাতে তার নিজের ও পরিবারের খাবারের অতিরিক্ত ফিতরা পরিমাণ খাবার থাকলে তার জন্যও এটি ফরয।

এর দ্বারা ইসলামের উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমকে বিপদে সম্পদ ব্যয় করার অভ্যাস করানো। তাকে দানে অভ্যস্ত করে তোলা, যাতে তার হাত উঁচু হয়। এমনকি সে যদি যাকাতুল ফিতরের হকদার হয় তবুও। সে একদিকে দান করবে অথচ অনেক দিক থেকে গ্রহণ করবে।

হাদীসে এসেছে, তোমাদের ধনীকে আল্লাহ (যাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে) পবিত্র করবেন। আর দরিদ্রকে আল্লাহ তার দানকৃত পরিমাণের চেয়ে বেশি ফিরিয়ে দিবেন।

এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা ছাড়া আর কেউ বিরোধিতা করেননি। তিনি ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাবের মালিক হওয়াকে শর্ত করেছেন।

৩. এটি কেবল প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের উপরই ওয়াজিব নয়, বরং তার নিজের, সন্তানের এবং তার সকল পোষ্যের উপর ওয়াজিব।

৪. ইসলাম এর পরিমাণ কম করে নির্ধারণ করেছে যাতে উম্মতের অধিকাংশ লোক (যদি সকলের পক্ষে সম্ভব না হয়) তা আদায় করতে পারে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন এক 'সা' পরিমাণ খেজুর অথবা কিসমিস অথবা গম। অনুরূপভাবে মুসলমানগণ নিজ নিজ দেশে যে প্রধান খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করে তা থেকেও সমপরিমাণে ফিতরা দিতে পারবে। 'সা' হচ্ছে, একজন স্বাভাবিক মানুষের চার অঞ্জলি ভর্তি পরিমাণ (উভয় হাত একত্র করে চার বার)। বর্তমানে তা মেট্রিক পদ্ধতিতে ২.১৭৬ কিলোগ্রাম।

www.pathagar.com

উমর বিন আব্দুল আযীয, হাসান, আতা প্রমুখ থেকে বর্ণিত তাঁরা সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে খাদ্যের সমমূল্যের দিরহাম দান করতেন। এটি ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব। সম্ভবতঃ এটিই আমাদের যুগে দরিদ্রের জন্য বেশি উপকারী। যেহেতু দরিদ্রের সচ্ছলতাই শরীয়তে কাম্য। তাই অর্থের মাধ্যমে তা অর্জন করা বেশি সম্ভব।

যা-ই হোক, 'যাকাত' একটি ব্যাপক বিষয়। যাকাতের গুরুত্ব, যাকাত কাদের উপর ওয়াজিব, যে সকল অর্থ-সম্পদে যাকাত ওয়াজিব, কী পরিমাণ ওয়াজিব, যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের এ দায়িত্ব কাদের, এর কি কি খাত রয়েছে এবং এর হকদার কারা, এর লক্ষ্য ও প্রভাবসমূহ, যাকাত ও করের মধ্যে তুলনা ইত্যাদি বিষয়াদি বিস্তারিত জানতে হলে আমার লেখা 'ফিকহুয যাকাত' বইটি পড়তে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ! এটি পূর্ণাঙ্গ বই। বইটিতে যাকাতের বিধি-বিধান, রহস্য ও দর্শন তুলনা ও পর্যালোচনাসহ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১০২]

এখানে আমি ইসলামের এই মহান হুকুমের সূক্ষ্ম কিছু দিকের উপর আলোকপাত করাকেই যথেষ্ট মনে করছি। যেমন ইসলামে যাকাতের মর্যাদা, যাকাতের হাকীকত, যাকাত বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, ফকীর ও মিসকীনের পরিচয়, তাদের জন্য যাকাতের কী পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বরাদ্দ করতে হবে এবং যাকাতের অর্থ-সম্পদ বণ্টনে ইসলামের নীতির বর্ণনা।

ইসলামে যাকাতের মর্যাদা

যাকাত ইসলামের অন্যতম মুজিযা ও তা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তার অন্যতম দলীল এবং তা যে সর্বশেষ চিরন্তন বিধান তার অন্যতম প্রমাণ হলো, এটি কালজয়ী ও বহুশতাব্দী উত্তীর্ণ। কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক অধিকারের দাবি উত্থাপন ছাড়াই ইসলাম দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান ও দরিদ্রদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। ইসলামের এই পরিচর্যা দায়সারা গোছের অথবা সাময়িক নয় এবং তার শিক্ষা ও বিধি-বিধান গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের নয় বরং এটি তার মূল ভিত্তি ও মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত। এই যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। যার মাধ্যমে আল্লাহ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দরিদ্র ও মিসকীনের অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এটি ইসলামের চারটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের একটি।

---

১০২. এই লেখকের ফিকহুয যাকাত বইটি বাংলায় 'ইসলামের যাকাত বিধান' শিরোনামে দুই খণ্ডে অনূদিত হয়েছে। -অনুবাদক

www.pathagar.com

বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখিত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি ঃ এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, সাওম (রোযা) পালন করা এবং সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করা।

পবিত্র কুরআন যাকাতকে (শিরক থেকে তাওবা করা এবং সালাত কায়েম করাসহ) দ্বীন ইসলামে প্রবেশের প্রতীক, মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের এবং মুসলিম সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে অভিহিত করেছে।

আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধবাজ মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থ ঃ যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের মুক্তি দিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[১০৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ.

অর্থ ঃ অতঃপর তারা যদি তাওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।[১০৪]

অতএব কোন কাফিরের মুসলমানের দলে প্রবেশ সুনিশ্চিত হবে না, তার জন্য দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না, যা তাকে তাদের একজন সদস্য করে নিবে যার ফলে অন্যরা যে অধিকার ভোগ করবে, সে-ও তা ভোগ করবে, অন্যদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হবে, তার উপরও তা অর্পিত হবে। তাকে তাদের সঙ্গে এমন এক বন্ধনে আবদ্ধ করবে না, যা ছিন্ন হবার নয়। তবে শিরক ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি থেকে তাওবা করলে এবং সালাত কায়েম করলে–যা মুসলমানের দ্বীনি ও সামাজিক বন্ধন এবং যাকাত প্রদান করলে–যা তাদের আর্থিক ও সামাজিক বন্ধন–একজন কাফির মুসলমানের দলভুক্ত হতে পারবে।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ সর্বদা সালাতকে যাকাতের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করেছে, যাতে বুঝা যায় যে, এ দু'টির মাঝে দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। সালাত ইসলামের স্তম্ভ। যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করলো সে দ্বীন কায়েম করলো।

---

১০৩. সূরা তাওবা ঃ ৫।

১০৪. সূরা তাওবা ঃ ১১।

www.pathagar.com

আর যে তা ধ্বংস করলো সে দ্বীন ধ্বংস করলো। যাকাত ইসলামের সেতু। যে ব্যক্তি তা অতিক্রম করতে পারলো সে মুক্তি পেলো। আর যে পারলো না সে ধ্বংস হলো।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেছেন, তোমরা সালাত কায়েমে এবং যাকাত প্রদানে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছ। যে যাকাত দিলো না, তার কোন সালাত নেই।[১০৫]

জাবির (جابر) (রা) যায়েদ (زيـــد) (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সালাত ও যাকাত দু'টিই ফরয করা হয়েছে। দুটোতে কোন পার্থক্য করা হয়নি। দলীল হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন ঃ

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ.

যাকাত ব্যতীত সালাত কবুল হওয়ার কথা তিনি অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ আবূ বকরের উপর দয়া করেছেন। তিনি কতই না ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন! তিনি (জাবির) বুঝাতে চেয়েছেন, আবূ বকরের এই উক্তিটি 'আল্লাহর কসম, যে সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্যের দেয়াল সৃষ্টি করবে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করব। ..'

পবিত্র কুরআন যাকাত প্রদানকে ঈমানদার দয়ালু, সৎকর্মশীল ও আল্লাহভীরু লোকের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছে। এটি আদায় না করাকে মুশরিক ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করেছে। কাজেই এটি ঈমানের কষ্টিপাথর ও ইখলাসের প্রমাণ। সহীহ হাদীসে এমনই এসেছে–'সাদাকা একটি বুরহান বা প্রমাণ।' এটি ইসলাম ও কুফরের মধ্যে বিভাজনপরখা। এটি ঈমান ও নিফাক (কপটতা) এবং তাকওয়া ও পাপাচারের মধ্যেও বিভাজনরেখা। যাকাত ব্যতীত কোন ব্যক্তি সেসব মুসলিমের তালিকাভুক্ত হতে পারবে না যাদের জন্য রয়েছে সাফল্য, যারা হবে জান্নাতের উত্তরাধিকারী এবং যাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ(٢)
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤)

অর্থ ঃ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ। যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে। যারা অর্থহীন কথা ও কর্ম থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাতদানে সক্রিয় থাকে।[১০৬]

---

১০৫. তাফসীরে তাবারী, খণ্ড ঃ ১৪, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৩।

১০৬. সূরা মুমিনূন ঃ ১-৪।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ

هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ.

অর্থ ঃ ঈমানদারদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদ যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে।[১০৭]

যাকাত না দিয়ে (যাদের সামর্থ্য রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) কেউ দানশীল ও হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

আল্লাহ এই শ্রেণী সম্পর্কে বলেছেন ঃ

هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (٣) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤)

অর্থ ঃ এটি সৎকর্মপরায়ণদের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ; যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।[১০৮]

যাকাত না দিয়ে কেউ সৎ, সত্যবাদী ও আল্লাহভীরুদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

আল্লাহ বলেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ.

অর্থ ঃ পূর্ব এবং পশ্চিমে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই, কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতা, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহপ্রেমে আত্মীয়-স্বজন পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে...।

---

১০৭. সূরা নামল ঃ ২-৩।

১০৮. সূরা লুকমান ঃ ৩-৪।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

অর্থ ঃ এরাই তারা, যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।[১০৯]

যাকাতের মাধ্যমে মুশরিকদেরকে মুমিনদের থেকে পৃথক করা হয়েছে। মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧)

অর্থ ঃ দুর্ভোগ মুশরিকদের (অংশীবাদীদের) জন্য। যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।[১১০]

যাকাত ব্যতীত কেউ মুনাফিকদের (কপটদের) থেকে আলাদা হতে পারে না–যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ.

অর্থ ঃ (ব্যয় না করে) তারা হাত বন্ধ করে রাখে।[১১১]

আর তারা–

وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ.

অর্থ ঃ তারা অর্থ সাহায্য করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে।[১১২]

যাকাত ব্যতীত কেউ আল্লাহর বিস্তৃত রহমতের যোগ্য হবে না–যা আল্লাহ ঈমানদার, আল্লাহভীরু এবং যাকাত প্রদানকারীর জন্য একান্তভাবে বরাদ্দ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ.

অর্থ ঃ আর আমার দয়া–প্রত্যেক বস্তুতে বিস্তৃত। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।[১১৩]

---

১০৯. সূরা বাকারা ঃ ১৭৭।
১১০. সূরা ফুসসিলাত ঃ ৬-৭।
১১১. সূরা তাওবা ঃ ৬৭।
১১২. সূরা তাওবা ঃ ৫৪।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ.

অর্থ ঃ মুমিন নর ও মুমিন নারী একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তাদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন।[১১৪]

যাকাত ব্যতীত কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারের বন্ধুত্ব লাভের যোগ্য হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥)

অর্থ ঃ তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিন–যারা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়।[১১৫]

যাকাত ব্যতীত কেউ আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্যের যোগ্য হবে না।

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٤١)

অর্থ ঃ আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান ও পরাক্রমশালী। আমি তাদের পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।[১১৬]

---

১১৩. সূরা আরাফ ঃ ১৫৬।
১১৪. সূরা তাওবা ঃ ৭১।
১১৫. সূরা মায়িদা ঃ ৫৫।
১১৬. সূরা হাজ্জ ঃ ৪০-৪১।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি যাকাত দিবে না ইসলাম তার বিরুদ্ধে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে অথচ তার হক আদায় করে না, পরকালে তাদের বেদনাদায়ক শাস্তির ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে ঃ

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

অর্থ ঃ আর যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে অথচ আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে সেদিন বলা হবে, এটিই ঐ বস্তু যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর।[১১৭]

বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যে ব্যক্তিকে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন এরপর সে সেগুলোর যাকাত দিলো না, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদকে তার জন্য একটি টাক মাথাওয়ালা বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে–যার (চোখ দুটোর উপর) দু'টি কালো বিন্দু থাকবে এবং ঐ সাপ তার গলদেশে পেঁচাতে থাকবে। অতঃপর সাপটি ঐ ব্যক্তির উভয় অধর প্রান্ত কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভাণ্ডার।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করলেন, 'এবং আল্লাহ যাদেরকে কৃপা করে যা কিছু দান করেছেন তা নিয়ে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। বস্তুতঃ এটা হবে তাদের পক্ষে অকল্যাণকর। তারা যে বিষয়ে কার্পণ্য করেছে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ির মতো জড়ানো হবে।'

পার্থিব শাস্তির ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

---

১১৭. সূরা তাওবা ঃ ৩৪-৩৫।

www.pathagar.com

ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين.

অর্থ ঃ কোন জাতি যাকাত দিতে বিমুখ হলেই আল্লাহ তাদের খরা ও দুর্ভিক্ষ দিয়ে পরীক্ষা করেন।[১১৮]

আরেকটি হাদীসে রয়েছে,

ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولو لا البهائم لم يمطروا.

অর্থ ঃ মানুষ তাদের অর্থ-সম্পদের যাকাত দেয়া বন্ধ করলেই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে। জীব-জন্তু না থাকলে তাদের বৃষ্টি দেয়া হতো না।[১১৯] আরেকটি হাদীসে এসেছে,

ما خالطت الصدقة — أو قال الزكاة — مالا إلا أفسدته.

অর্থ ঃ যাকাতের অর্থ-সম্পদ অন্য অর্থ-সম্পদে সংমিশ্রিত হয়ে গেলেই ওটি (যাকাতের মাল) তাকে (যাকাত ব্যতীত অন্য মালকে) নষ্ট করে ফেলবে।[১২০]

এ সবই হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক শাস্তির বর্ণনা। এছাড়াও পার্থিব দণ্ড রয়েছে। তা হচ্ছে আইনগত দণ্ড। যা মুসলিম সমাজের দায়িত্বশীলগণ বাস্তবায়ন করেন। এই প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله

عزمة من عزمات (ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء).

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় যাকাত দিবে, সে তার প্রতিদান পাবে আর যে যাকাত দেয়া বন্ধ করে দিবে, আমি তার ঐ সম্পদ নিয়ে নিবো। অধিকন্তু তার সম্পদ থেকে আরো অর্ধেক জব্দ করবো। এটি আমাদের প্রভুর একটি কঠোর নির্দেশ। মুহাম্মাদের বংশধরের জন্য এর কোন অংশ হালাল নয়।[১২১]

এ হাদীস কর্তৃপক্ষকে যাকাতদান থেকে বিরত ব্যক্তির অর্ধেক সম্পত্তি ক্রোক করার অনুমতি দেয়। এটি একপ্রকারের আর্থিক দণ্ড যা যাকাতদানে বিরত

---

১১৮. তাবারানী এটি আওসাত-এ বর্ণনা করেছেন। এটির বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

১১৯. ইবনে মাজাহ, বাযযার ও বাইহাকী।

১২০. বাযযার ও বাইহাকী।

১২১. আহমাদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী ।

www.pathagar.com

ব্যক্তির জন্য এবং এ থেকে পলায়নকারী লোকদের শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে দেশের শাসক প্রয়োজনে জারি করতে পারেন। এটি কোন বাধ্যতামূলক ও স্থায়ী দণ্ড নয়, বরং দায়িত্বশীলদের ও মুসলিম সমাজের ক্ষমতাসীনদের ইখতিয়ারভুক্ত একপ্রকারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

যাকাত অস্বীকারকারীর দণ্ড কেবল আর্থিক জরিমানাতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং কর্তৃপক্ষ কল্যাণের স্বার্থে প্রয়োজনবোধে শারীরিক দণ্ড, আটক প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তদুপরি ইসলাম ঐসব লোকের বিরুদ্ধে তরবারি উন্মুক্ত করা এবং যুদ্ধের ঘোষণা দেয়াকে শরীয়তসম্মত করেছে, যারা যাকাতদানে বিরত থাকে এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই কারণে প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সাহাবায়ে কিরামসহ যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেন ঃ

আল্লাহর কসম আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করবো যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, কারণ যাকাত মালের হক। আল্লাহর কসম! তারা যদি একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দিতো তাহলে আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো।[১২২]

ইবনে হাযম (ابن حزم) বলেন, যাকাত অস্বীকারকারীর বিধান হলো, তার নিকট থেকে যাকাত আদায় করে নিতে হবে, চাই সে খুশি থাক অথবা অখুশি। এতে বাধা দিলে সে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

এ নিয়ে মিথ্যা বললে সে মুরতাদ (দ্বীনত্যাগী) হয়ে যাবে। যদি সে সম্পদ গোপন করে রাখে এবং যাকাত আদায়ে বাধার সৃষ্টি না করে তাহলে সে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে অথবা প্রহার করা হবে, যেন সে তা হাজির করে। অথবা আল্লাহর অভিশাপে অভিশপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ কোন গর্হিত কাজ দেখলে সে যেন বাধা দেয় হাত দিয়ে, যদি তার ক্ষমতা থাকে।

এটি তো একটি গর্হিত কাজ। কাজেই যার ক্ষমতা আছে তার জন্য এতে বাধা দেয়া ফরয–অপরিহার্য কর্তব্য।

---

১২২. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

এই সকল প্রমাণ যাকাতের উচ্চ মর্যাদার কথা আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছে। অতএব এটি কেবল একটি সাধারণ কর্তব্য নয় বরং ইসলামের পাঁচ ভিত্তির একটি। সর্বস্তরের মুসলমান জানে যে, এটি ইসলামের অন্যতম রুকন। এটির অপরিহার্যতায় কোন প্রমাণ পেশের প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এটি তো সুস্পষ্ট ও পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুতাওয়াতির হাদীস এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম অবধি উম্মতের সকলের ইজমায় (মতৈক্যে) সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত।

এমনকি মুহাক্কিক আলিমগণ বলেছেন, কিতাব, সুন্নাত ও ইজমার পাশাপাশি যুক্তি দ্বারা যাকাতের গুরুত্ব ও অত্যাবশ্যকতা প্রমাণিত। আল-কাসানী (الكاساني) তার 'আল বাদাই' (البدائع) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

প্রথমতঃ যাকাত আদায় হচ্ছে দুর্বলের সাহায্য, দুস্থের ত্রাণ, অক্ষমকে সক্ষম করা এবং তাদের উপর আল্লাহ যা কিছু ফরয করেছেন যেমন তাওহীদ, ইবাদত প্রভৃতি সেগুলো পালনে সক্ষম করা। আর ফরয আদায়ের মাধ্যমটিও ফরয।

দ্বিতীয়তঃ যাকাত মানুষের মনকে পাপের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে। তার নৈতিকতাকে বদান্যতা ও মহানুভবতার বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করে। কৃপণতা দূর করে। সম্পদ ও অর্থ নিয়ে কৃপণতা করা মনের সহজাত প্রবৃত্তি। (যাকাত আদায়ের) ফলে মন উদার হয়। আমানত আদায় এবং হকদারকে তাদের হকসমূহ পৌঁছে দিয়ে খুশি হয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.

অর্থ ঃ তুমি তাদের অর্থ-সম্পদ থেকে 'সাদাকা' গ্রহণ করো। এর মাধ্যমে তুমি তাদের পবিত্র ও পরিশোধিত করো।[১২৩]

তৃতীয়তঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ধনীদের নিয়ামত দান করেছেন। তাদের বিভিন্ন প্রকারের নিয়ামত এবং মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তাদের বিশেষভাবে এগুলো দান করেছেন। তারা নিয়ামত ও জীবনের স্বাদ উপভোগ করেন। তাই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা শুধু শরীয়তের দৃষ্টিতে নয়, যুক্তি ও বিবেকের আলোকেও ফরয। দরিদ্রকে যাকাত দেয়া নিয়ামতের কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। অতএব যাকাত দেয়া ফরয।[১২৪]

---

১২৩. সূরা তাওবা ঃ ১০৩।

১২৪. বাদাইউস্ সানাই, আল কাসানী, খণ্ড ঃ ২, পৃষ্ঠা ঃ ৩।

www.pathagar.com

যেহেতু ইসলামী শরীয়তে যাকাত এতই অপরিহার্য ও মর্যাদাশীল ইবাদত তাই আলিমগণ এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকার করলে বা এর অপরিহার্যতা অস্বীকার করলে, সে কাফির হয়ে যাবে। ধনুক থেকে তীর যেভাবে বেরিয়ে যায়, সে-ও তেমনি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। ইবনে কুদামাহ (ابن قدامة) বলেছেন, যে ব্যক্তি না জানার কারণে এর ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে, না জানার কারণ হচ্ছে, হয়তো সে নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে, নয়তো শহর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বড় হয়েছে–তাকে-এর ফরয হওয়া সম্পর্কে জ্ঞান দিতে হবে। তাকে 'কাফির' বলে ফতওয়া দেয়া যাবে না। কারণ সে অপারগ।

আর যদি সে মুসলিম দেশে আলিমদের মাঝে বেড়ে ওঠা কেউ হয়ে থাকে, তাহলে সে মুরতাদ (দ্বীনত্যাগী)। তার ক্ষেত্রে মুরতাদের বিধান জারি হবে। তাকে তিনবার তাওবা করতে বলা হবে। তাওবা করলে ভালো। অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে। কারণ, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মাতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দলীলগুলি সুস্পষ্ট। কাজেই এই যাদের অবস্থা তাদের কারো নিকট এটি অস্পষ্ট থাকবে না। যদি সে অস্বীকার করে তাহলে তার এই অস্বীকার কুরআন হাদীসকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা এবং এই দু'টির সঙ্গে কুফরীর নামান্তর।[১২৫]

যাকাত একটি সুবিদিত হক

ইসলামী দর্শনে যাকাত একটি হক অথবা ধনীদের কাঁধে অর্পিত অসহায় ও হকদার লোকের জন্য বরাদ্দ ঋণ। এর হার ও পরিমাণ নির্দিষ্ট। যাদের উপর যাকাত ফরয তারা তা জানে। যাদের জন্য যাকাত বরাদ্দ করা হবে তারাও জানে। এটি যিনি নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করেছেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। তিনি আল্লাহভীরু ও সৎকর্মশীল বান্দার উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

অর্থ ঃ আর তাদের সম্পদে যাচনাকারী ও বঞ্চিতের জন্য হক রয়েছে।[১২৬]

অন্য সূরায় তিনি জান্নাতে সম্মানের যোগ্য তাঁর নেক বান্দাদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

---

১২৫. আল-মুগনী, খণ্ড ঃ ২, পৃষ্ঠা ঃ ৫৭৩।

১২৬. সূরা যারিয়াত ঃ ১৯।

www.pathagar.com

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

অর্থ ঃ আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে যাচনাকারী ও বঞ্চিতের জন্য।[১২৭]

ইমাম শাফিয়ী অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, যাকাত এমন একটি হক যা মূল সম্পদের সঙ্গেই সম্পর্কিত। তাই সম্পদের মালিকের জন্য এটি যথেচ্ছা ব্যবহার করা জায়েয নয়। যাকাতযোগ্য সম্পদে দরিদ্র ব্যক্তি মালিকের অংশীদার বিবেচিত হবে। কাজেই মালিক যদি এক বছর পর যাকাত বের করার পূর্বেই যাকাতের সম্পদ বিক্রি করে ফেলে তাহলে যাকাতের অংশের বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। এমনকি দরিদ্র ব্যক্তি যদি বণ্টিত হওয়ার পর তা করায়ত্ত করার পূর্বেই মারা যায় তাহলে তার অংশটি তার উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

এই হক নির্ধারণ ও নির্দিষ্টকরণে বিস্ময়ের কিছু নেই, যদি আমরা ইসলামী দর্শনে মানুষের সম্পদের অধিকারী হওয়ার স্বরূপ জানতে পারি। ইসলাম তো 'ইস্তিখলাফ' বা উত্তরাধিকার দর্শন হিসেবে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ.

অর্থ ঃ এবং আল্লাহ তোমাদের যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় কর।[১২৮]

এ বিষয়ে আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

মানুষ সম্পদের সত্যিকার মালিক নয়। সে কেবল প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে রক্ষক। প্রকৃত মালিক আল্লাহ। তিনি সম্পদের মালিক। সৃষ্টিকর্তা জীবিকাদাতা...। মানুষের কর্তব্য হলো, এই স্রষ্টা ও জীবিকাদাতা যে নির্দেশ দেন তা মেনে চলা এবং এই সম্পদে কম-বেশি যে হক তিনি নির্ধারণ করেছেন তা প্রদান করা।

যাকাত যদি এমন এক সুবিদিত হক হয়ে থাকে যা আল্লাহ দরিদ্র, মিসকীন এবং সকল হকদারের জন্য ওয়াজিব করেছেন, তাহলে এর দাবি হলো, (এটি তো অবশ্যই ওয়াজিব ও অপরিহার্য) শত বছর অথবা তারচেয়েও বেশি সময়

---

১২৭. সূরা মায়ারিজ ঃ ২৪-২৫।

১২৮. সূরা হাদীদ ঃ ৭।

www.pathagar.com

অতিক্রম করলেও এটি আদায় এবং এর হকদারদের প্রদান ব্যতীত এ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে আবূ মুহাম্মাদ ইবনে হাযম বলেন, যে ব্যক্তির সম্পদে দুই অথবা ততোধিক বছরের যাকাত একত্র হবে, অথচ সে জীবিত, প্রতি বছর যে পরিমাণ তার উপর ফরয হয়েছে সে অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। চাই এই অবস্থা তার সম্পদ নিয়ে পলায়নের কারণে হোক অথবা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যাকাত সংগ্রহকারীর বিলম্বের কারণে হোক অথবা তার না জানার কারণে হোক অথবা অন্যকোন কারণে হোক। এক্ষেত্রে অর্থ, শস্য ও গবাদি পশুর একই হুকুম। চাই যাকাত তার সকল সম্পদে আসুক অথবা না আসুক।[১২৯]

প্রচলিত আইন অনুযায়ী কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে অনাদায়ী 'কর' বা 'ভ্যাট' মওকুফ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অনাদায়ী যাকাত মুসলিমের কাঁধে এমন এক ঋণ হয়ে থাকবে যা থেকে সে অব্যাহতি লাভ করবে না। তার ইসলাম এবং ঈমান পূর্ণাঙ্গতা পাবে না যতক্ষণ না সে তা আদায় করবে। বহু বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তার ঈমান সত্যিকারের ঈমান হবে না। ইবনে হাযম প্রমুখের মতে এটি এমন একটি অপরিহার্য ঋণ, যা সকল ঋণের উপর অগ্রগণ্য। কারণ এতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য একত্র হয়েছে। এটি আল্লাহর হক, দরিদ্রের হক, গোটা সমাজের হক। এমনকি সম্পদের মালিকের মৃত্যুতেও তার অনাদায়ী যাকাত রহিত হবে না। তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে যাকাত বের করতে হবে। যদিও সে এর ওয়াসিয়ত না করে থাকে।

এটি আতা, হাসান, যুহরী, কাতাদাহ, মালিক, শাফিয়ী, আহমাদ, ইসহাক, আবূ সাওর ও ইবনুল মুনযির এর-উক্তি।[১৩০]

ইবনু হাযাম যে দলিলের ভিত্তিতে যাকাতের দেনাকে মানুষের সকল দেনার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন সেটি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে বললো, আমার মা মারা গেছেন। তার উপর এক মাসের রোযা ছিল। আমি কি তার পক্ষ থেকে ওগুলো কাযা করবো? তখন তিনি বললেন, তোমার মায়ের জিম্মায় যদি কোন ঋণ থাকতো তাহলে কি তুমি তা পরিশোধ করতে? সে বললো, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ সবচেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য।

এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, যার উপর যাকাত ফরয হয়েছে সে মারা গেলে তার যাকাত রহিত হবে না। যদিও সে আল্লাহর পথে লড়াই ও শাহাদাতের মাধ্যমে

---

১২৯. আল মুহাল্লা, খণ্ড ঃ ৬, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭।

১৩০. আল মুগনী, ইবনে কুদামাহ, খণ্ড ঃ ২, পৃষ্ঠা ঃ ৬৮৩।

www.pathagar.com

মারা যায়। এর প্রমাণ হলো ইবনে উমর থেকে বর্ণিত মুসলিমের হাদীস। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল পাপ ক্ষমা করা হয়।

এর মধ্যে যাকাতের দেনা বা ঋণও অন্তর্ভুক্ত। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ প্রমুখ আলিমগণ এরকমই উল্লেখ করেছেন।[১৩১]

এসব কিছুতেই নিশ্চিত হয়ে যায় যে, ইসলামে যাকাত একটি মৌলিক স্থায়ী অধিকার। কালের আবর্তন ও মৃত্যু একে রহিত করবে না। এটি (যাকাত) রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য উক্তি মতে এটি সকল হক ও ঋণের উপর অগ্রাধিকারযোগ্য। এর মাধ্যমে ইসলাম আধুনিক কর আইনকে ছাড়িয়ে গেছে।

এই হচ্ছে যাকাতের প্রকৃতি। ইসলাম একে এভাবেই শরীয়তসম্মত করেছে। এটি একটি সুবিদিত অধিকার। যিনি একে হক হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন, নির্ধারণ করেছেন, তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা যিনি মানুষের স্রষ্টা এবং অর্থ-সম্পদদাতা।

পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রীরা এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে চরমপন্থা অবলম্বন করলো এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করলো। তারা দরিদ্রকে বললো, তোমার অর্থ-সম্পদ চুরি করা হচ্ছে যে চুরি করছে সে হচ্ছে ধনী ব্যক্তি। তারা ধনীর প্রতি দরিদ্রকে ক্ষেপিয়ে তুলল। তখন সে (দরিদ্র) তার হিংসা করতে লাগল। সে ন্যায় বা অন্যায়ভাবে তার অর্থ সম্পদের ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা করতে লাগল। বাস্তবতা এই যে, প্রত্যেক দরিদ্র ব্যক্তি চুরির শিকার নয় আবার প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিও চোর নয়। প্রত্যেক দরিদ্রের পাপ ধনীর কাঁধে চাপবে না। কারও কারও পাপ নিজ স্কন্ধেই চাপবে। ড. ইবরাহীম সালামাহ (র)-এর মতে, সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে যারা মধ্যপন্থী তাদের সর্বশেষ মতবাদ হলো, তারা ইসলামী দর্শনের কাছাকাছি ফিরে এসেছেন কিন্তু এখনো ইসলামী দর্শনে পৌঁছতে পারেননি।

তারা বলেন, ধনী ও দরিদ্রের মাঝে এক নৈকট্য চুক্তি রয়েছে। যা কাগজে লিখিত নয় যা লিখিত রয়েছে বস্তুর প্রকৃতিতে। দরিদ্র কাজ করবে আর ধনী ফল ভোগ করবে। ধনীর উপার্জন দরিদ্রের কাজের মাধ্যমে। তারা দুইজন শ্রমের সঙ্গে মূলধনের যুক্ত হওয়ার মতোই সংযুক্ত।

---

১৩১. মানারুস সাবীল, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ২৮৫।

www.pathagar.com

সমাজ ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের মাঝে যদি এই বিশাল বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ হলো, ধনী ব্যক্তি দরিদ্র ব্যক্তির নিকট তার ঋণ পরিশোধ করেনি। কালের পরিক্রমায় এই ঋণ বেড়ে স্তূপ হয়ে গেছে। অবশেষে দরিদ্র ব্যক্তি দারিদ্র্যের তাড়নায় তার দেনাদারের উপর চড়াও হয়েছে।

এ মতবাদ বা দর্শনে আপাতঃ দৃষ্টিতে কিছুটা বাস্তবতা রয়েছে। কিন্তু তা অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। এটি ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রকে উত্তেজিত করে তোলে এবং নৈকট্য চুক্তির নামে বলপ্রয়োগ করে ধনীর সম্পদ গ্রাস করার হুমকি দেয়।

ইসলামী দর্শন এবং এ কাল্পনিক (hypothetical) দর্শনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো ঃ

প্রথমতঃ ইসলামী দর্শনে দরিদ্রের অংশ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, এটি একটি 'হক' বা 'অধিকার'–চুক্তি নয় যা সুবিদিত, পরিমাণ নির্ধারিত। ইসলাম যাকাতকে আল্লাহর বান্দার জন্য অন্যতম হক হিসেবে অভিহিত করেছে। মানুষের এক ভাইয়ের উপর আরেক ভাইয়ের হক হিসেবে তা সাব্যস্ত করেছে।

অতএব এটি আল্লাহর হক–যিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা, জীবিকাদাতা, সম্পদের স্রষ্টা ও দাতা এবং নিজ আদেশবলে মানুষের সেবার জন্য বিশ্বের সবকিছুর নিয়ন্তা ও ব্যবস্থাপক । এটি ধনীর উপর অভাবী দরিদ্রের হক। তারা উভয়ে মানবিকভাবে বা আকীদাগতভাবে অথবা উভয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকার কারণে একে অন্যের ভাই।

ইমাম রাযী ধনীর সম্পদের সঙ্গে দরিদ্রের অধিকারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কয়েকটি যৌক্তিকতা পেশ করেছেন। এগুলি হলো ঃ

১. মানুষ যদি তার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ অর্জন করে তাহলে তাতে সে-ই বেশি হকদার। কারণ প্রয়োজনের বিচারে সে সকল অভাবীর সঙ্গে অংশীদার। ঐ সম্পদ অর্জনে প্রচেষ্টাকারী হিসেবে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র। সুতরাং ঐ সম্পদে তার কর্তৃত্ব অন্যের কর্তৃত্বের চেয়ে বেশি।

আর যখন অর্থ-সম্পদ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে এবং আরেকজন অভাবী এসে হাজির হবে, তখন এখানে দু'টি কারণ দেখা দিবে যাতে ধনী ও দরিদ্র উভয়ের মালিকানার পক্ষে যুক্তি রয়েছে। মালিকের অধিকারের পেছনে যুক্তি হলো সে তা অর্জনের চেষ্টা করেছে। এছাড়াও এর সঙ্গে তার মনের সম্পর্ক দৃঢ়। এই সম্পর্কটাও এক ধরনের অভাব। পক্ষান্তরে দরিদ্রের অভাবের কারণে এ অতিরিক্ত সম্পদের উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন এই দু'টি কারণ পাওয়া গেল তখন আল্লাহর হিকমতের দাবি হলো, যথাসম্ভব এই দুই কারণের প্রত্যেকটির প্রতি লক্ষ রাখা। অতএব মালিক তার উপার্জনের

www.pathagar.com

অধিকার লাভ করেছে এবং এর সঙ্গে তার মনের সম্পর্কের অধিকার লাভ করেছে। আর দরিদ্র তার চাহিদার অধিকার লাভ করেছে। আমরা মালিকের দিককে প্রাধান্য দিয়েছি। তাই তার জন্য বেশি রেখেছি। বিভিন্ন শরঈ দলীল-প্রমাণের মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করে এ থেকে সামান্য কিছু বরাদ্দ করেছি দরিদ্রের জন্য।

২. মানুষ যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ নিজ ঘরে কুক্ষিগত করে রাখে তখন সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। আর তা আল্লাহর উদ্দেশ্যকে বানচাল করারই অপপ্রয়াস। এটি অন্যায়ও বটে। তাই আল্লাহ এ থেকে কিছু অংশ দরিদ্রের জন্য বরাদ্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে এই হিকমত পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় না হয়ে পড়ে।

৩. দরিদ্র ব্যক্তি আল্লাহর পোষ্য। আর ধনীরা আল্লাহর ভাণ্ডার। কারণ তাদের হাতে যে অর্থ-সম্পদ আছে তা আল্লাহর অর্থ-সম্পদ...। সুতরাং মালিক কর্তৃক তার রক্ষককে এই কথা বলা অসম্ভব নয়। আমার পোষ্যদের মধ্যে যারা অভাবী তাদের জন্য এই কোষাগার থেকে কিছু অংশ ব্যয় কর। [১৩২]

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম সুষমভাবে অর্থ-সম্পদের যাকাত নির্ধারণ করেছে। এতে ধনীর প্রচেষ্টা এবং দরিদ্রের অধিকারের প্রতি লক্ষ রেখেছে। ধনীকে নির্মূল করেনি, আবার দরিদ্রের অভাবও উপেক্ষা করেনি।

ইবনুল কায়্যিম (ابن القيم) যাকাতের ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, যাকাতের সময়, পরিমাণ, নিসাব, কার উপর ফরয, বরাদ্দের খাত প্রভৃতি বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকনির্দেশনা সব দিক বিবেচনায় পূর্ণাঙ্গ। তিনি এক্ষেত্রে অর্থ-সম্পদের মালিক এবং মিসকীন বা কপর্দকহীনদের স্বার্থ বিবেচনায় এনেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যাকাতকে অর্থ-সম্পদ ও তার মালিকের পবিত্রকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ধনীদের এই নিয়ামত দেয়ার কথা বলেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি যাকাত দিবে তার এই নিয়ামত অব্যাহত থাকবে বরং এই অর্থ-সম্পদ তাকে সংরক্ষণ করবে, এগুলোর প্রবৃদ্ধি ঘটাবে, তার বিপদাপদ দূর করবে এবং তার জন্য এগুলোকে বহুমুখী করবে।

এরপর তিনি তা বছরে একবার ফরয করেছেন। ফল ও ফসলের ক্ষেত্রে যাকাত দিতে হয় যখন ফল ও ফসল তোলার সময় আসে। এটিই অধিক ন্যায়সঙ্গত। কারণ তা প্রতিমাসে অথবা প্রতিসপ্তাহে ফরয হলে অর্থসম্পদের মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর জীবনে একবার ফরয হলে মিসকীনরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

---

১৩২. আত্তাফসীরুল কাবীর, ইমাম রাযী, খণ্ড ঃ ১৬, পৃষ্ঠা ঃ ১০৩।

www.pathagar.com

এরপর তিনি সম্পদের মালিকদের প্রচেষ্টা, অর্জন, সরলতা ও জটিলতার অনুপাতে ফরযের পরিমাণে পার্থক্য করেছেন। মানুষ যে অর্থ-সম্পদ আকস্মিকভাবে গচ্ছিত অবস্থায় পায় তাতে এক পঞ্চমাংশ ফরয করেছে। এটি হচ্ছে 'রিকায' বা ভূগর্ভে প্রাপ্ত ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে। ইসলাম এক্ষেত্রে বছরপূর্তিকে বিবেচনায় নিয়ে আসেনি বরং এতে এক পঞ্চমাংশ ফরয করেছে। এভাবে 'উশর' (দশ ভাগের এক ভাগ) ফরয করেছে, যেখানে সম্পদের অর্জনে এর চেয়ে বেশি কষ্ট ও ক্লান্তি হয়। এটি হচ্ছে ফল-ফসলের ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে ভূমিকর্ষণ, সেচ ও বীজ বপনের কাজ করতে হয়। আল্লাহ নিজেই এতে পানি বর্ষণ করেন। বান্দাকে কোন কষ্ট করতে হয় না। পানি কিনতে হয় না। কোন কূপ খনন করতে হয় না।

পক্ষান্তরে বান্দা যেখানে কষ্ট করে পানির পাম্প প্রভৃতির সাহায্যে ভূমি সেচ করে সেখানে বিশভাগের একভাগ ফরয করেছে। আবার চল্লিশভাগের একভাগ ফরয করেছে ঐ ক্ষেত্রে যেখানে ফসলের উৎপাদন সম্পদের মালিকের অব্যাহত প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। কখনো ভূপৃষ্ঠে ক্রমাগত বিচরণ, কখনো পরিচালনা আবার কখনো দুর্যোগ মোকাবিলার মাধ্যমে অর্জিত হয়। সন্দেহ নেই যে, এ কাজের ক্লেশ ফল-ফসলের ক্লেশের চেয়ে বেশি। আবার ফল-ফসলের ফলন ব্যবসার প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি ও প্রকাশমান। তাই এর দায়িত্ব ব্যবসার দায়িত্বের চেয়ে বেশি। বৃষ্টি এবং নদীর পানি দিয়ে যে জমিতে সেচ দেয়া হয় তার ফলন পাম্পের সাহায্যে যেখানে সেচ দেয়া হয় তার ফলনের চেয়ে বেশি। ভূগর্ভ থেকে সংগৃহীত সম্পদের প্রবৃদ্ধি সবগুলোর চেয়ে বেশি। এরপর যেহেতু প্রতিটি সম্পদ থেকে (অল্প পরিমাণে হলেও) দান করার অবকাশ নেই তাই যে সম্পদে দান করার অবকাশ আছে তাতে একটি অংশ (ইসলাম) বরাদ্দ করেছে। এক্ষেত্রে দানের পরিমাণ এমন হবে যা সম্পদশালীদের গলা কেটে ফেলবে না এবং তাদেরকে দরিদ্রদের স্তরে নামিয়ে আনবে না।

মহান প্রভু নিজেই যাকাত বণ্টনের দায়িত্ব নিয়েছেন। একে আটভাগে ভাগ করেছেন। এ আটটি খাতকে সংক্ষেপে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ ১. যে ব্যক্তি অভাবের কারণে গ্রহণ করবে। অভাবের তীব্রতা কমবেশী হতে পারে। এই শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে ফকীর ও মিসকীন, মুক্তিকামী দাস-দাসী ও মুসাফির। ২. যাদেরকে দান করলে উম্মাহরও উপকার হয়। এই শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে–যাকাত সংগ্রহকারী, যাদের অন্তরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয় তারা, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ও আল্লাহর পথের যোদ্ধা। আর যদি যাকাতপ্রার্থী অভাবী না হয় এবং এতে মুসলমানের কল্যাণও নিহিত না থাকে তাহলে যাকাতে তার কোন অংশ নেই।[১৩৩]

---

১৩৩. যাদুল মা'আদ, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৬-৩০৮।

www.pathagar.com

যাকাতের বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব

যাকাত একটি সুনির্ধারিত স্থায়ী অধিকার। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ. অর্থ ঃ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত। কিন্তু এটি ব্যক্তির মর্জির উপর ছেড়ে দেয়া অধিকার নয় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে সফলতার প্রত্যাশী ব্যক্তিই তা আদায় করবে; আর আখিরাতের প্রতি যার বিশ্বাস দুর্বল হয়ে গেছে এবং আল্লাহর ভয় যার মধ্যে কমে গেছে সে তা ছেড়ে দিবে।

যাকাত কোনভাবেই ব্যক্তিগত অনুকম্পা বা ইহসান নয় বরং এটি একটি সামাজিক বিধান যা রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে সুশৃঙ্খল একটি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভুক্ত থাকবে। এই প্রতিষ্ঠান সেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে। যাদের উপর যাকাত প্রদান করা আবশ্যক তাদের নিকট থেকে তা আদায় করবে এবং যারা প্রাপ্য তাদের মধ্যে তা ব্যয়-বণ্টন করবে।

কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণ

এ সংক্রান্ত বিষয়ে সবচাইতে স্পষ্ট দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা যাকাতের দায়িত্ব পালনকারীদের কথা আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাদেরকে العاملين عليها 'যাকাতের দায়িত্ব পালনকারীগণ' নামে অভিহিত করেছেন এবং তাদের জন্য খোদ যাকাতের মালের একটি অংশ নির্ধারণ করেছেন। জীবিকার নিরাপত্তা বিধান এবং সুচারুরূপে দায়িত্ব পালনের স্বার্থে তাদেরকে তাদের বেতন-ভাতার জন্য অন্যকোন কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী করা হয়নি ।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

অর্থ ঃ সাদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসত্ব মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।[১৩৪]

---

১৩৪. সূরা তাওবা ঃ ৬০।

www.pathagar.com

আল্লাহর কিতাবের এই সুস্পষ্ট ভাষ্যের পর এ বিষয়ে কোন শিথিলকারীর শিথিলতার বা ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যার বা কোন ধারণাকারীর ধারণার সুযোগ নেই, বিশেষকরে উক্ত আয়াতে এই শ্রেণীবিভাগ ও এর নির্দিষ্টকরণকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধিবদ্ধ করে দেয়ার পর। আর আল্লাহ তা'আলা যে বিধানকে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন তা বাতিল করার সাহস কার রয়েছে?

যে সূরাতে যাকাতের খাতসমূহের বিবরণ উল্লেখ রয়েছে সে সূরাতেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ.

অর্থ ঃ তাদের সম্পদ থেকে 'সাদকা' গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। তুমি তাদের জন্য দু'আ করবে। তোমার দু'আ তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।[১৩৫]

প্রাচীন ও বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুসলিমের মতে এই আয়াতে 'সাদাকা' দ্বারা 'যাকাত' উদ্দেশ্য করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং পরবর্তীতে মুসলমানদের প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে সম্বোধন করে তা আদায় করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সুন্নাহ থেকে প্রমাণ

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে একটি বিখ্যাত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়ায (রা)-কে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় তাঁকে এ বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين الله حجاب.

১৩৫. সূরা তাওবা ঃ ১০৩।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সাদাকা ফরয করেছেন–যা ধনবানদের নিকট থেকে আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বিলি করা হবে। যদি তারা তোমার এই কথা মান্য করে তাহলে তুমি তাদের অতি পছন্দনীয় সম্পদ নেয়া থেকে বিরত থাকবে। আর অত্যাচারিতের বদ-দু'আকে ভয় করো। কারণ তাদের বদ-দু'আ ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই।

এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একদল বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীসে আমরা আবশ্যকীয় সাদাকা (যাকাত) সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী লক্ষ্য করলাম, যা ধনবানদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিলি করা হবে। হাদীসের মর্ম হলো, এই যাকাত কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত আদায়কারী (দল/বিভাগ) আদায় করবে এবং বণ্টনকারী (দল/বিভাগ) বণ্টন করবে। এ বিষয়টি কোনক্রমেই যাকাত প্রদানকারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া যাবে না।

শায়খুল ইসলাম হাফেজ ইবনে হাজার (ابن حجر) বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম (সরকারপ্রধান) ব্যক্তিগতভাবে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে যাকাত আদায় এবং তা ব্যয় করার দায়িত্ব নেবে। যে ব্যক্তি যাকাত দিতে অস্বীকার করবে তার নিকট থেকে তা জোর করে আদায় করা যাবে।[১৩৬] আল্লামা শাওকানী (الشوكاني) 'নাইলুল আওতার' নামক গ্রন্থে এই উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেছেন।[১৩৭]

কাওলী সুন্নাহ বা উক্তিবাচক সুন্নাহ থেকেও তাই প্রমাণিত হয়। আমলী সুন্নাহ বা কর্মবাচক সুন্নাহও এই মতকে দৃঢ় করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদীন ও তৎপরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক বাস্তবতাও তাই ছিল।

এজন্য আলিমগণ বলেছেন, যাকাত সংগ্রহ করার জন্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করা ওয়াজিব (আবশ্যক), কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদীন যাকাত সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট সংগ্রহকারী পাঠিয়েছিলেন। সমাজে এমন সম্পদশালী লোক রয়েছে যে জানে না যে, তার কি কর্তব্য রয়েছে। আবার এমন লোকও আছে যে কৃপণতা করে। সুতরাং যাকাত সংগ্রহের জন্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করা আবশ্যক।[১৩৮]

---

১৩৬. ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৩১।

১৩৭. নাইলুল আওতার, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১২৪।

১৩৮. আল মাজমু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৮।

www.pathagar.com

আর জনগণের মধ্যে যারা ধনবান তাদের উচিত এসকল সংগ্রহকারীদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করা, আরোপিত যাকাত তাদের নিকট জমা দেয়া এবং তাদের যাকাতযোগ্য সম্পদের কিছুই গোপন না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণ এভাবেই যাকাত ব্যবস্থাপনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত জাবির বিন আতিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'শীঘ্রই তোমাদের নিকট গোস্বা উদ্রেগকারী প্রতিনিধিদল আসবে। তারা যখন তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদেরকে স্বাগত জানাবে এবং তারা যা নিতে চাইবে তাই তাদেরকে দিবে। তারা যদি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি অন্যায় আচরণ করে তাহলে তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। আর তোমাদের যাকাতের পূর্ণতা হলো তাদের সন্তুষ্টি। সুতরাং তাদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দাও।'[১৩৯]

যাকাত আদায়কারীগণকে এই হাদীসে গোস্বা উদ্রেগকারী বলা হয়েছে। কারণ তারা ধন-সম্পদ সংগ্রহ করতে চায় অথচ মানুষ হলো লোভী ও কৃপণ। যেমন সূরা বনী ইসরাঈলের ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا. অর্থ ঃ আর মানুষ হলো অতি কৃপণ।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো আমি যদি আপনার প্রতিনিধির নিকট যাকাত প্রদান করি তাহলে কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট থেকে দায়মুক্ত হবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি আমার প্রতিনিধির নিকট তা প্রদান করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট থেকে তুমি দায়মুক্ত হবে। তুমি উত্তম প্রতিদান পাবে, আর যদি সে তা এদিক সেদিক করে তাহলে সে নিজেই পাপী হবে।

সাহাবীগণের ফাতওয়া

সাহল বিন আবু সালেহ তার বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয়েছে। আমি সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস, ইবন উমর, আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আমার যাকাত নিজেই বিলিয়ে দিবো, নাকি সুলতান (বাদশাহ)-এর নিকট প্রদান করবো? তারা সবাই আমাকে তা সুলতানের নিকট প্রদান করতে নির্দেশ দিলেন। এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি।

---

১৩৯. আবু দাউদ (নাইলুল আওতার) ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৫।

www.pathagar.com

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমি তাদেরকে বললাম, এই সুলতান যা করছে তা তো দেখছেন, (এটি ছিল বনী উমাইয়ার যুগ) তাদের নিকট কি আমার যাকাত প্রদান করা সমীচীন হবে? তারা সবাই বললো, হ্যাঁ প্রদান করতে পারেন। এ বর্ণনাটি ইমাম সাঈদ বিন মানসুর তার সুনান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৪০]

ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের সাদাকাসমূহ (যাকাত) তোমাদের দায়িত্বশীল শাসকদের নিকট প্রদান করো। তাদের মধ্যে যিনি ন্যায়ভাবে তা বিতরণ করেন তা তার জন্য কল্যাণকর হবে, আর যে ব্যক্তি অন্যায় করবে তা তার জন্য অকল্যাণকর হবে। বাইহাকী সহীহ বা হাসান ইসনাদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মুগীরা বিন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তার গোলামকে বললেন–যিনি তায়েফে তার সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন, আমার সম্পদের যাকাত কোন পদ্ধতিতে প্রদান করো।

গোলাম বললো, কিছু অংশ আমি নিজে বিতরণ করি, আর কিছু অংশ সুলতানের (সরকার) নিকট প্রদান করি।

–তুমি এমনটি করছো কেন (অর্থাৎ নিজে থেকেই এরূপ ভাগ করছো কেন)?

–তারা (সরকার) এই যাকাতের মাল দিয়ে জমি কিনছে এবং মহিলাদেরকে বিয়ে করছে।

–তুমি তাদের নিকটই দিবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন তাদের নিকট দেয়ার জন্য। সুনানুল কাবীর-এ বাইহাকী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১৪১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত এ স্পষ্ট হাদীসসমূহ এবং সাহাবায়ে কিরামের অকাট্য ফাতওয়া (মতামত) আমাদের মধ্যে এই বিশ্বাসকেই দৃঢ় করে যে ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি হলো, মুসলিম সরকারই যাকাতের বিষয়ে দায়িত্বশীল। সরকার ধনীদের নিকট থেকে তা আদায় করবে এবং হকদারদের মধ্যে তা ব্যয় করবে। আর উম্মাহর দায়িত্ব হলো আইন-শৃঙ্খলার স্বীকৃতি ও মুসলমানদের বাইতুলমাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) শক্তিশালী করার স্বার্থে সরকার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে এ বিষয়ে সহযোগিতা করা।

---

১৪০. ইমাম আহমাদ-এর সূত্রে 'মুনতাকা'তে বর্ণিত হয়েছে।

১৪১. ইমাম নববী, মাজমু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৬২-১৬৪।

www.pathagar.com

যাকাত আদায় ও বণ্টন রাষ্ট্রের দায়িত্বভুক্ত করার শারঈ কারণ

কেউ বলতে পারে যে ধর্মের কাজ হলো অন্তরকে জাগ্রত করা এবং মানুষের সামনে উন্নত আদর্শ স্থাপন করা, অতঃপর তাদেরকে আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান পাওয়ার বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা বা তার শাস্তি থেকে ভীতি প্রদর্শন করা। আর পার্থিব জীবনে শাস্তি দেয়া এবং শৃঙ্খলাবিধান করার দায়িত্ব তো শাসকবর্গের কাজ। এটা ধর্মের কাজ নয়।

এর উত্তর হলো, এ ধারণা অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে কিন্তু তা ইসলামের বেলায় সঠিক নয়। কারণ ইসলাম হলো বিশ্বাস ও বিধান, চরিত্র ও আইন এবং আইন ও প্রশাসনের সমন্বয়।

ইসলামে মানুষ দু'টি অংশে বিভক্ত নয় যে, এক অংশ ধর্মের জন্য আর অন্য অংশ দুনিয়ার জন্য। জীবনও দু'টি ভাগে বিভক্ত নয় যে, এক অংশ শাসকগোষ্ঠীর জন্য আর কিছু অংশ আল্লাহর জন্য। বরং পুরো জীবন, সব মানুষ ও সারাজগত পরাক্রমশালী এক আল্লাহর জন্য। ইসলাম পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদানকারী বার্তা নিয়ে এসেছে যার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সম্মান এবং সমাজের স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌভাগ্য আনয়ন, বিভিন্ন জাতি ও সরকারসমূহকে সত্য ও কল্যাণের দিকে দিকনির্দেশনা প্রদান এবং পুরো মানবতাকে আল্লাহর দাসত্ব করতে, তার সঙ্গে কাউকে শরীক না করতে এবং আল্লাহকে ছাড়া পরস্পরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ না করতে আহ্বান জানানো।

ইসলামের এই কাঠামোকে বাস্তবে রূপদানের জন্যই 'যাকাত' এসেছে। এটিকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি বরং তা ইসলামী সরকারের দায়িত্বভুক্ত করা হয়েছে। তাই ইসলাম যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের দায়িত্ব অর্পণ করেছে রাষ্ট্রের উপর। আর এর পেছনে অনেকগুলো যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। যথা ঃ

প্রথমতঃ অনেক মানুষ রয়েছে যাদের বিবেক মরে যায় অথবা নিজের প্রতি এবং দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক ভালোবাসার কারণে বিবেক অসুস্থ হয়ে যায়। দরিদ্রদের অধিকারের বিষয় এ ধরনের ব্যক্তিদের নিকট ছেড়ে দেয়া হলে দরিদ্রদের কোন নিরাপত্তা থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ দরিদ্র ব্যক্তি তার অধিকার সরাসরি ধনী ব্যক্তির নিকট না চেয়ে সরকারের নিকট চাইলে তাতে তার ব্যক্তিত্ব ও সম্মান উভয়-ই রক্ষা হয়, হাত পাতার লজ্জা থেকে বাঁচতে পারে এবং গঞ্জনা ও কষ্টের হাত থেকেও রক্ষা পেতে পারে।

www.pathagar.com

তৃতীয়তঃ যাকাতের বিষয়টি ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেয়া হলে এর বিলি-বন্টন হবে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। এর ফলে হতে পারে একই দরিদ্র ব্যক্তিকে একাধিক ধনী ব্যক্তি যাকাত প্রদান করেছে অথচ কোন কোন দরিদ্র ব্যক্তি কিছুই পাচ্ছে না। হতে পারে বঞ্চিত ব্যক্তিটি সবার চেয়ে বেশি দরিদ্র।

চতুর্থতঃ যাকাতের বিলি-বন্টন শুধুমাত্র দরিদ্র, নিঃস্ব ও মুসাফিরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যেসব খাতে সাধারণ মুসলমানের কল্যাণের স্বার্থে যাকাত ব্যয় করা হয় তা কোন ব্যক্তি নির্ধারণ করতে পারে না বরং তা কর্তৃত্বশীল ও রাষ্ট্রের মজলিসে শুরা (জাতীয় সংসদ) তা নির্ধারণ করবেন। যেমন 'মুআল্লাফাতু কুলুবুহুম' বা চিত্তাকর্ষণের জন্য ব্যয় করা, আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ব্যয় করা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের আহ্বান ও শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার জন্য দা'য়ী (ইসলাম প্রচারক)-দেরকে প্রস্তুত করা।

পঞ্চমতঃ ইসলাম হলো ধর্ম ও রাষ্ট্র এবং কুরআন ও ক্ষমতার সমন্বয়। সুতরাং এই ক্ষমতা ও রাষ্ট্রের জন্য সম্পদ প্রয়োজন যার মাধ্যমে এর বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং আইন-কানুন বাস্তবায়ন করা যায়। এই অর্থেরও যোগান থাকা দরকার। আর যাকাত হলো রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা ইসলামের বাইতুলমালের স্থায়ী উৎস।

যাকাতের বাইতুলমাল

ইসলামী মূল বিধি-বিধানের অন্যতম হলো যাকাতের জন্য এমন একটি আলাদা বাজেট থাকতে হবে যেখান থেকে সুনির্দিষ্ট ব্যয়ের খাতসমূহে ব্যয় করা হবে। এ খাতসমূহ বিশেষ ধরনের মানবিক ও ইসলামী খাত। এগুলি রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী প্রকল্পসমৃদ্ধ, সাধারণ বাজেটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

সূরা 'তাওবা'তে উল্লিখিত যাকাতের খাত বর্ণনাকারী আয়াতটি এই মূলনীতির দিকেই ইংগিত করছে, যেখানে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে যাকাতের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ যাকাতের মাল থেকেই তাদের বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করবে। এর অর্থ হলো এর জন্য আলাদা একটি বাজেট বা ফান্ড থাকতে হবে এবং এর নিজস্ব পরিচালনায় তা থেকে ব্যয় করা হবে।

প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ এমনটিই বুঝেছিলেন। তারা যাকাতের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাইতুলমাল বা কোষাগার থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। তাই তো ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারসমূহকে তারা চারটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন ঃ

১. **'যাকাত' সংক্রান্ত বাইতুলমাল।** এখানে যাকাত থেকে প্রাপ্ত আয় জমা হয় এবং প্রয়োজনের তীব্রতা অনুসারে যাকাতের খাতসমূহে ব্যয় করা হয়।

www.pathagar.com

২. **'জিযিয়া' ও 'খিরাজ' সংক্রান্ত বাইতুলমাল।** 'জিযিয়া' হলো এমন সম্পদ যা মুসলিম দেশে বসবাসকারী অমুসলিমদের নিকট থেকে নেয়া হয়। এর মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করা হয় এবং তাদেরকে প্রতিরক্ষা কার্যক্রমের গুরুভার থেকে মুক্ত রাখা হয়। মুসলমানদের নিকট যাকাত ও অন্যান্য সাদাকাসমূহ যেমন সাদাকাতুল ফিতর, বিভিন্ন অপরাধের কাফফারা ও ইবাদাতের ভুল-ত্রুটি ইত্যাদি কারণে যে সাদাকা নেয়া হয়, 'জিযিয়া' তার বিকল্প স্বরূপ। আর 'খিরাজ' হলো বার্ষিক 'কর' ব্যবস্থা যা সামর্থ্য অনুযায়ী জমির উপর ধার্য করা হয়, যেমনটি উমর (রা) ইরাকের জনসাধারণসহ অন্যান্য অঞ্চলে ধার্য করেছিলেন।

৩. **'গনীমত' ও খনিজসম্পদ সংক্রান্ত বাইতুলমাল।** তাদের মতানুসারে, যারা বলে থাকেন যে এগুলি যাকাতযোগ্য নয় এবং এগুলি যাকাতের খাতসমূহে ব্যয় করা যাবে না।

৪. **পরিত্যক্ত সম্পদ সংক্রান্ত বাইতুলমাল।** এমন সম্পদ এই কোষাগারের আওতাভুক্ত যার মালিক জানা নেই এবং যে সম্পদের কোন উত্তরাধিকারী নেই।[১৪২]

এখানে আমাদের নিকট যা গুরুত্বপূর্ণ তাহলো ইসলামে যাকাত কোন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইহসান নয় এবং তা ব্যক্তির বিবেকের উপর ছেড়ে দেয়া ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতাও নয় বরং তা অবশ্য পালনীয় বিধান–যা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হবে। রাষ্ট্র এর সংগ্রহ ও বন্টনের ব্যবস্থা করবে। এটি রাজস্বের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ইবাদত বা এমন একটি রাজস্ব ব্যবস্থা যার মধ্যে ইবাদাতের রূহ (চেতনা) রয়েছে। এর মাধ্যমে এর সংরক্ষণ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে দু'ধরনের রক্ষাকবচ রয়েছে। এক ধরনের রক্ষাকবচ হলো বহিঃস্থ, তা হলো, মুসলিম সরকার ও সমগ্র মুসলিম সমাজের তত্ত্বাবধান। আর অন্য ধরনের রক্ষাকবচ হলো অভ্যন্তরীণ যা মুসলিমের অন্তর, মহান প্রভুর প্রতি তার ঈমান, তাঁর রহমতের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয় থেকে উদগত।

আর যদি দরিদ্রদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রথম খলিফা আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের আদলে প্রতিষ্ঠিত সরকার না থাকে তাহলে দরিদ্র ব্যক্তি ইসলামী বিবেকের অভিভাবকত্বে থাকবে, যে বিবেক আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা রাখে ও তাকে ভয় করে এবং যার ঈমান প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে নিজে পেট পুরে খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না।

---

১৪২. দেখুন, আল মাবসূত, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৮।

www.pathagar.com

যাকাতের হকদার 'ফকীর' ও 'মিসকীন' কারা

কুরআনুল কারীম যাকাতের উৎস ও কোষাগার সংক্রান্ত বিষয়ের চেয়ে যাকাত বণ্টনের খাতসমূহের বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ ক্ষমতাসীনদের পক্ষে বিভিন্ন উপায়ে যাকাত সংগ্রহ করা হয়ত সহজ হতে পারে কিন্তু তা যথাযথভাবে প্রকৃত হকদারদের নিকট পৌছে দেয়া আসলেই কঠিন। আর এজন্যই কুরআনুল কারীম যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ নির্ধারণ করার দায়িত্ব কোন শাসকের মতামত যা খেয়াল-খুশির উপর ছেড়ে দেয়নি বা কোন অর্থলিপ্সুর আকাঙ্ক্ষার উপর ছেড়ে দেয়নি, যে অন্যায়ভাবে তা দখল করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারে। তাই আল্লাহর কিতাব কোন্ কোন্ ব্যক্তির জন্য বা কোন্ কোন্ খাতে যাকাত ব্যয় করতে হবে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। আর এটা ঐ সকল মুনাফিকদের জন্য চপেটাঘাত স্বরূপ, যারা অন্যায়ভাবে যাকাতের অর্থ দাবি করেছিল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এজন্য দোষারূপ করেছিল যে তিনি তাদেরকে অবহেলা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ অন্যায় আবদার গ্রহণ করেননি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ.

অর্থ ঃ এদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সাদাকা বন্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে। অতঃপর এর কিছু অংশ তাদেরকে দেয়া হলে তারা পরিতুষ্ট হয়, আর না দেয়া হলে তৎক্ষণাৎ তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।[১৪৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

অর্থ ঃ সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও যাকাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য,

১৪৩. সূরা তাওবা ঃ ৫৮।

www.pathagar.com

ঋণভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১৪৪]

আবু দাউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো, আমাকে সাদাকার (যাকাতের) মাল থেকে কিছু দিন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা যাকাতের মাল বণ্টনের বিষয়ে কোন নবী বা অন্যকারো নির্দেশের প্রতি সন্তুষ্ট নন তাই তিনি নিজেই এ বিষয়টি ফয়সালা দিয়েছেন এবং একে আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। তুমি যদি সেই আট ভাগের কোনটির অন্তর্ভুক্ত হও তাহলে তোমার হক তোমাকে বুঝিয়ে দিবো।

যাকাতের অর্থ ব্যয়ের আটটি খাতের মধ্যে যে খাতদু'টি আমাদের এই গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ তাহলো 'ফকীর' ও 'মিসকীন'। যাকাতের অধিকারী হওয়ার প্রশ্নে এ দু'টি খাতকে আল্লাহ তা'আলা অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

ফকীর ও মিসকীনের পরিচয় এবং এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণে ফকীহ ও মুফাসসিরগণ বিভিন্নধর্মী মত প্রকাশ করেছেন। জানার বিষয় হলো, উভয়ের মধ্যে কারা বেশি সঙ্কটাপন্ন। অবশ্য এই মতপার্থক্য যাকাতের বিধানের উপর কোন প্রভাব ফেলে না, যেহেতু সবাই একমত পোষণ করে বলেছেন যে, ফকীর ও মিসকীন উভয়েই এক জাতিভুক্ত দু'ধরনের জনগোষ্ঠী এবং এরা সকলেই অভাবগ্রস্ত।

ফকীর ও মিসকীনের অধিক যুক্তিযুক্ত সংজ্ঞা হলো, যেসব অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি ভিক্ষা করে না তারা 'ফকীর', আর যারা ভিক্ষা করে, মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘোরে তারা 'মিসকীন'।

অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন, 'ফকীর' 'মিসকীনের' চেয়ে বেশি সঙ্কটাপন্ন।

তাদের কেউ কেউ বলেছেন, 'ফকীর' হলো যার কিছুই নেই অথবা নিজের ও অধীনস্থদের প্রয়োজনের অর্ধেকেরও কম আর্থিক সামর্থ্য যার রয়েছে। আর 'মিসকীন' হলো, যার প্রয়োজনের অর্ধেক বা প্রয়োজনের বেশির ভাগ আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে কিন্তু পরিপূর্ণ আর্থিক সামর্থ্য নেই।

প্রচারবিমুখ ও নিজের অভাব গোপনকারী যাকাতের বেশি হকদার

ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেকেই ধারণা করে যে, যাকাতের হকদার ফকীর ও মিসকীন হলো তারাই, মানুষের নিকট চাওয়া যাদের পেশায় পরিণত হয়ে গেছে এবং যারা তাদের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বকে জাহির করে

১৪৪. সূরা তাওবা ঃ ৬০।

www.pathagar.com

বেড়ায় এবং জনসমাগমে, বাজারে ও মসজিদের দরজায় বসে লোকজনের নিকট হাত পাতে। সম্ভবতঃ দারিদ্র্যের এই চিত্র প্রাচীনকাল থেকে মানুষের ধারণার মধ্যে ছিল এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও। তাই তিনি লোকজনকে প্রকৃত অভাবীদের বিষয়ে সতর্ক করতেন, যারা প্রকৃতপক্ষে সমাজের সাহায্য পাবার অধিকারী, যদিও অনেকেই তাদের বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে বলেছেন, সে ব্যক্তি প্রকৃত অভাবী নয় যাকে তোমরা একটি বা দু'টি খেঁজুর দাও অথবা এক মুষ্ঠি বা দু'মুষ্ঠি খাবার দাও বরং প্রকৃত অভাবী হলো যে নিজের অভাবকে গোপন রাখে। তোমরা ইচ্ছা করলে (আল্লাহর কালামের এই আয়াতটি) পড়ে দেখতে পারো, لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا. অর্থ ঃ তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে ভিক্ষা করে না।

এর অর্থ হলো, তারা চাওয়ার সময় জোর জবরদস্তি করে না এবং যা তাদের প্রয়োজন নেই তা তারা চায় না। কেননা যে ব্যক্তির প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও যাচনা করে সেই নাছোড়বান্দা।

এটা দরিদ্র মুহাজিরদের বৈশিষ্ট্য, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। যাদের ধন-সম্পদ ও আয়-উপার্জন বলতে তেমন কিছুই ছিল না।[১৪৫]

আল্লাহ তা'আলা তাদের গুণাবলী বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا.

অর্থ ঃ এটি প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে দেশময় ঘোরাফিরা করতে পারে না। যাচনা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে। তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাচনা করে না।[১৪৬]

---

১৪৫. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২২৪।

১৪৬. সূরা বাকারা ঃ ২৭৩।

www.pathagar.com

এ ধরনের লোকজনই সাহায্য পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোল্লিখিত হাদীসে বর্ণনা করেছেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে ব্যক্তি প্রকৃত মিসকীন নয় যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং তাকে তোমরা এক মুষ্ঠি বা দু'মুষ্ঠি খাবার দাও অথবা একটি-দু'টি খেজুর দাও। কিন্তু প্রকৃত মিসকীন হলো যার চলার মতো সচ্ছলতা নেই এবং তার অসহায়ত্ব বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তাকে সাহায্য দেয়া হয় কিন্তু সে লোকজনের নিকট হাত পাতে না।[১৪৭]

এ ধরনের মিসকীনই হলো সাহায্য পাওয়ার বেশি অধিকারী যদিও লোকজন তার খোঁজ-খবর রাখে না বা তার কথা জানে না। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে নাড়া দিয়েছেন। এদের মধ্যে এমন অনেক ঘর-বাড়ির মালিক ও যাচনাবিমুখ পরিবারের কর্তাগণ রয়েছেন যারা বয়সের ভারে ন্যুব্জ অথবা অক্ষমতা যাদের বসিয়ে দিয়েছে অথবা যাদের আর্থিক সামর্থ্য কমে গেছে অথচ তাদের পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেড়ে গেছে এবং আয়-উপার্জন তাদের যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনকে পূরণ করতে পারছে না।

ইমাম হাসান বসরী (র)-কে এক ব্যক্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যার বাড়ি আছে এবং তার একজন চাকরও আছে, সে কি যাকাতের হকদার? তিনি জবাব দিলেন, অভাবী হলে নিতে পারে, এতে দোষ নেই।[১৪৮]

ইমাম আহমাদ (র)-কে এক ব্যক্তির বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যার জায়গা-জমি (স্থাবর সম্পত্তি) আছে যা সে ভোগ করছে অথবা যার একটি বাগানবাড়ি আছে যা দশহাজার দিরহাম মূল্যের সমান অথবা তারচেয়ে কম-বেশি কিন্তু এটি তার অভাব পূরণ করতে পারে না বা তা তার জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, সে যাকাত থেকে সাহায্য নিতে পারে।[১৪৯]

শাফেয়ীগণ বলেছেন, যদি কারো স্থাবর সম্পত্তি থাকে কিন্তু তার আয় তার জন্য যথেষ্ট হয় না, তবে সে 'ফকীর' বা 'মিসকীন'-এর পর্যায়ভুক্ত। তার প্রয়োজন পুরোপুরি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে যাকাত দেয়া যাবে এবং তাকে তার সম্পত্তি বিক্রয়ে বাধ্য করা যাবে না।[১৫০]

---

১৪৭. বুখারী ও মুসলিম।

১৪৮. আবু উবাইদ, আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ৫৬৬, আবু শাইবা, আমওয়াল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪০।

১৪৯. আল-মুগনী (শরহুল কাবীর সমেত), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫২৫।

১৫০. আল-মাজমু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯২।

www.pathagar.com

মালিকীগণ বলেন, পরিবার-পরিজনের সংখ্যা বেশি থাকলে নিসাব পরিমাণ বা তারচেয়ে বেশি সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিকেও যাকাত দেয়া যাবে। যদিও তার চাকর-বাকর ও তার জন্য মানানসই বাড়ি থেকে থাকে।[১৫১]

হানাফীগণ বলেন, যার বাড়ি, আসবাবপত্র, চাকর, ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র, কাপড়-চোপড়, বই-পত্র ইত্যাদি আছে তাকে যাকাত প্রদানে কোন সমস্যা নেই। তারা হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত কথার মাধ্যমে দলীল পেশ করেন। তিনি বলেছেন, সাহাবীগণ ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র, চাকর-বাকর ও ঘর-বাড়ি ইত্যাদিসহ দশহাজার দিরহামের মালিক ব্যক্তিকেও যাকাত দিতেন। কেননা এসব বস্তুসমূহ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয়। এগুলি থাকা না থাকা সমান।[১৫২]

সুতরাং যাকাতের উদ্দেশ্য এই নয় যে তা শুধুমাত্র নিঃস্ব দরিদ্রকে দিতে হবে। বরং এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো যার কিছু আর্থিক সামর্থ্য আছে অথচ তাতে তার পুরোপুরি অভাব পূরণ হয় না, তাকে সচ্ছল করে দেয়া।

যাকাতে সবল ও উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তির কোন অংশ নেই

যাকাতের হকদার হওয়ার বিষয়টি যেহেতু ব্যক্তি ও তার পরিবারের প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল তাই প্রশ্ন জাগে, নিজের কাজ ও উপার্জনের মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম সুস্থ-সবল ব্যক্তি যদি অলসতা করে সমাজের বোঝা হয়ে থেকে সাদাকা ও সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে জীবন ধারণ করে, এমন পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে কি যাকাত দেয়া বৈধ হবে?

এই বিষয়টিতে অনেকেই ভুল বুঝেছেন। তারা ধারণা করেছেন যে, যাকাত হলো বেকারত্বকে উৎসাহ প্রদান করা এবং অলস ও অকর্মণ্যদের অনুপ্রেরণা যোগানো। কিন্তু ইসলামের দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতিসমূহ অন্য ফয়সালা প্রদান করে।

সুতরাং প্রত্যেক শক্তিমান ও কর্মক্ষম ব্যক্তির উচিত কাজ করা এবং তার কাজের পথকে সহজ করার চেষ্টা করা। এর মাধ্যমে সে তার নিজের পরিশ্রম ও কপালের ঘামের দ্বারা নিজের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। হাদীস শরীফে আছে, কোন ব্যক্তি নিজের হাতে উপার্জন করা আহারের চেয়ে উত্তম আহার কখনোই ভক্ষণ করে না।[১৫৩]

---

১৫১. শরহুল খারশী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২১৫।

১৫২. আল-বাদাঈ আস্-সানাঈ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৮।

১৫৩. বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আত্তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খণ্ড, কিতাবুল বুয়ু।

www.pathagar.com

এজন্যই আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলতে দেখেছি, কোন সচ্ছল ও কর্মক্ষম সুস্থ মানুষের জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়।[১৫৪]

তবে শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যই শুধু যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি কাজও থাকতে হবে। কারণ কেবল শারীরিক শক্তি দ্বারা মানুষ ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারে না। ইমাম নববী বলেছেন, উপার্জনকারী যদি উপার্জনের ক্ষেত্র খুঁজে না পায় তাহলে তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা বৈধ। কারণ সে অক্ষম।[১৫৫]

উপরোল্লিখিত হাদীসে যদিও 'কর্মক্ষম সুস্থ ব্যক্তি' কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু অন্য হাদীসে এটিকে আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং সেখানে শক্তির সঙ্গে উপার্জনের বিষয়কে সম্পর্কিত করা হয়েছে। ওবায়দুল্লাহ বিন আদী আল খিয়ার থেকে বর্ণিত, দু'জন ব্যক্তি তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তারা দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সাদাকা (যাকাত) চাইতে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন, এবং দুজনকেই শক্তিশালী দেখলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা চাইলে তোমাদেরকে দিতে পারি তবে এতে (যাকাতে) সচ্ছল ও উপার্জনক্ষম শক্তিমানদের কোন অংশ নেই।[১৫৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'জনকে যাকাত গ্রহণ করা না করার বিষয়ে ইখতিয়ার দিয়েছেন, কারণ, হতে পারে যে তারা আপাত দৃষ্টিতে শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী অথচ বাস্তবে উপার্জনক্ষম নয় অথবা তাদের উপার্জন তাদের জন্য যথেষ্ট নয়।

আলিমগণ এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, যাকাত বণ্টনের দায়িত্বশীল বা যাকাত দানকারীর উচিত, যাকাতগ্রহীতার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানা না থাকলে তাকে উপদেশ দেয়া এবং বলে দেয়া যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী যাকাত সচ্ছল ও উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়।[১৫৭]

আর উপার্জন বলতে এখানে 'যথেষ্ট পরিমাণ উপার্জন' উদ্দেশ্য নতুবা সে ব্যক্তি যাকাতের হকদার হবে। সুতরাং যাকাতের হকদার হওয়ার জন্য একেবারে অক্ষম হওয়া শর্ত নয় এবং শুধুমাত্র বৃদ্ধ, রোগী ও অক্ষমদের জন্য যাকাত নির্দিষ্ট করাও সহীহ নয়।

---

১৫৪. ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন।

১৫৫. আল মাজমু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯১।

১৫৬. আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ। এছাড়াও 'আল-মাজমু' নামক কিতাবের ৬ষ্ঠ খণ্ডে ১৮৯ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

১৫৭. নাইলুল আওতার, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৭০।

www.pathagar.com

ইমাম নববী বলেছেন, যে উপার্জন ব্যক্তির অবস্থা ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই সেটাই এক্ষেত্রে গণ্য। আর যদি উপার্জন মানানসই না হয় তাহলে তা অক্ষমতার মতই।[১৫৮]

'কর্মক্ষম সুস্থ মানুষের' জন্য যাকাত হারাম হওয়ার হাদীস ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যে সক্ষম যুবক প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তার মতো লোকের জন্য মানানসই উপার্জনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে বেকারত্বকে জিইয়ে রাখে।

মোদ্দা কথা প্রত্যেক উপার্জনক্ষম ব্যক্তির নিকট শরীয়তের দাবি হলো নিজেই নিজের জীবন-যাপনের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য কাজ করা। যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত দুর্বলতা যেমন নাবালকত্ব, নারীত্ব, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, বার্ধক্য, পঙ্গুত্ব ও রোগ-ব্যাধির কারণে উপার্জনে অক্ষম অথবা উপার্জনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তার মতো লোকের জন্য মানানসই হালাল উপার্জনের পথ পায়নি অথবা তা পেলেও তার উপার্জন দ্বারা তার নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন পূরণ হয় না, আর হলেও তা পুরোপুরি পূরণ হয় না, এ অবস্থায় তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল হবে। আল্লাহর দ্বীনে তার জন্য এটা দোষের কিছু নয়।

এটাই হলো ইসলামের স্পষ্ট শিক্ষা, যার মধ্যে আদল, ইহসান ও রহমতের সমন্বয় ঘটেছে। আর বস্তুবাদীদের মূলনীতি 'যে কাজ করবে না সে খাবে না' হলো একটি স্বভাব, নৈতিকতা ও মানবতা বিরোধী নীতি। বরং পশু-পাখির মধ্যেও অনেক প্রজাতি রয়েছে যাদের শক্তিশালীরা দুর্বলদের আহারের দায়িত্ব বহন করে থাকে এবং সক্ষমরা অক্ষমদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। মানবজাতি কি এ সকল পশুদের স্তরেও পৌঁছতে পারবে না?

ইবাদতে নিয়োজিত ব্যক্তির যাকাত প্রাপ্য নয়

ফকীহবৃন্দ এ বিষয়ে যা উল্লেখ করেছেন তা সত্যিই চমৎকার। তারা বলেছেন, যদি উপার্জনে সক্ষম কোন ব্যক্তি কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত করে তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না।[১৫৯] কেননা সে কাজ করতে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছোটাছুটি করতে আদিষ্ট। আর ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই। এই অবস্থায় সহীহ নিয়তের সাথে আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলে জীবিকা অর্জন করলে তা সর্বোত্তম ইবাদত বলে গণ্য হবে।

---

১৫৮. আল-মাজমু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯০।

১৫৯. আর রাওদুল মুরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪০০।

www.pathagar.com

জ্ঞানান্বেষণে নিয়োজিত ব্যক্তির যাকাত প্রাপ্য

যদি কেউ উপকারী জ্ঞান অন্বেষণে নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত করে এবং অর্থ উপার্জন ও জ্ঞান অন্বেষণ একই সঙ্গে চালিয়ে যেতে অপারগ হয় তাহলে দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজন পূরণের জন্য তাকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ-সম্পদ যাকাত ফান্ড থেকে দেয়া যাবে। এর মধ্যে বই-পত্রও অন্তর্ভুক্ত হবে যা তার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য অপরিহার্য।[১৬০]

জ্ঞান অন্বেষণে নিয়োজিত ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে এজন্য যে সে 'ফারযে কিফায়া' পালন করছে। আর তাঁর ইলম বা জ্ঞানের উপকারিতা শুধু তার নিজের জন্যই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা সমগ্র উম্মাহর জন্য নিবেদিত। সুতরাং সে ব্যক্তি যাকাত থেকে সাহায্য পেতে পারে। কারণ সে ঐ দুই ব্যক্তির একজন, হয়তো সে একজন মুখাপেক্ষী মুসলমান অথবা তার কাজের দিকে মুসলমানরা মুখাপেক্ষী। আর জ্ঞান অন্বেষণকারীর ক্ষেত্রে এ উভয় বিষয়ই প্রযোজ্য।

তবে কোন কোন ফকীহ এক্ষেত্রে শর্তারোপ করে বলেছেন যে, জ্ঞান অন্বেষণে নিয়োজিত ব্যক্তিকে মেধাবী হতে হবে।[১৬১] যার মাধ্যমে জাতি উপকৃত হবে নতুবা সে যাকাত প্রাপ্য হবে না। যেহেতু সে উপার্জনে সক্ষম, এটাই গ্রহণযোগ্য রীতি যা আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ মেনে চলছে। তারা মেধাবী ও স্ট্যান্ডধারীকে লেখাপড়ার বিশেষ সুযোগ করে দিচ্ছে অথবা অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক বৃত্তি প্রদান করছে।

ফকীর ও মিসকীনকে কতটুকু যাকাত দেয়া যাবে

আমাদের চোখের সামনে যাকাতের সঠিক রূপ এবং দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এর প্রভাব পুরোপুরি স্পষ্ট হওয়ার স্বার্থে আমাদেরকে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান দিতে হবে, তাহলো ফকীর ও মিসকীনকে কতটুকু যাকাত দেয়া যাবে।

এর উত্তর দেয়া এই কারণে গুরুত্বপূণ যে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের একটি ধারণা যে, ফকীর বা দরিদ্র ব্যক্তি যাকাত থেকে সামান্য কিছু টাকা বা কয়েক মুষ্ঠি ধান-গম বা কয়েক টুকরো রুটি পাবে–যার মাধ্যমে সে কোনমতে বেঁচে থাকবে অথবা কয়েক দিন, একমাস বা দু'মাস চলবে...।

---

১৬০. শরহু গাইয়াতিল মুনতাহা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৭।

১৬১. আল-মাজমু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯০-১৯১।

www.pathagar.com

অতঃপর অভাবী ও নিঃস্ব অবস্থায় অভাবের মধ্যে থেকেই দিন কাটাবে। সে চিরকাল সাহায্যের আশায় মানুষের নিকট হাত পাততে থাকবে। অর্থাৎ যাকাত যেন কার্যকরী ওষুধ সেবনের মাধ্যমে ব্যাধি নির্মূল না করে ব্যথানাশক টেবলেটের মাধ্যমে সাময়িকভাবে ব্যথার উপশম করার চেষ্টা মাত্র।

এরপর আমরা এ বিষয়ে ইসলামের দলীল-প্রমাণাদি ও ফকীহবৃন্দের মাযহাব বা মতামত বর্ণনা করে প্রমাণ করবো যে, সাধারণ মানুষের নিকট প্রচলিত ধারণাটি ভ্রান্ত এবং ইসলামী শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

প্রথম মাযহাব ঃ দরিদ্রকে সারাজীবনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দান করা

এ সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামের দলিল-প্রমাণ ও যুক্তির নিকটবর্তী মাযহাব হলো, দরিদ্রকে এমনভাবে যাকাত দিতে হবে যা তার দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন করবে, দারিদ্র্যের কারণসমূহের সমাপ্তি ঘটাবে এবং স্থায়ীভাবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। ফলে দ্বিতীয়বার আর যাকাত নেয়ার প্রয়োজন হবে না।

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয় মাসআলা হলো ফকীর ও মিসকীনকে যাকাত প্রদানের পরিমাণ সম্পর্কে।

আমাদের ইরাকী সাথীবৃন্দ এবং অনেক খোরাসানী ফকীহ বলেছেন যে, তাদের এমনভাবে দিতে হবে যাতে তাদের আর ধনীদের দ্বারস্থ হতে না হয় এবং স্থায়ী আর্থিক নিরাপত্তা অর্জিত হয়। এটা হলো ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উদ্ধৃতি। তাঁর সাথীগণও কুবাইসা বিন আল-মাখারিক আল হিলালী (রা)-এর হাদীসের ভিত্তিতে তাকে সমর্থন করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া আর কারো জন্য হাত পাতা বৈধ নয় ঃ

১. যে ব্যক্তি ঋণের বোঝা বহন করছে তার জন্য হাত পাতা বৈধ, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা থেকে মুক্ত না হবে। অতঃপর সে তা থেকে বিরত থাকবে।

২. যে ব্যক্তি দুর্ঘটনা বা দুর্যোগের শিকার হয়েছে এবং এতে তার সেসব ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়েছে যার মাধ্যমে সে জীবন ধারণ করতে পারে।

৩. এবং যে ব্যক্তি অত্যধিক অনটনে পড়েছে এবং তার বংশের তিন জন নির্ভরযোগ্য লোক এসে বলেছে, অমুক লোক অভাব-অনটনে পড়েছে। তখন জীবন ধারণের জন্য তার হাত পাতা হালাল হবে। এছাড়া যদি কেউ হাত পাতে তাহলে তা অবৈধ এবং তা ভক্ষণকারী অবৈধ সম্পদ ভক্ষণকারী হিসেবে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

আমাদের সাথীরা বলেছেন, অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজন পূরণ হওয়া পর্যন্ত চাওয়া বৈধ বলেছেন। সুতরাং আমাদের পূর্বোল্লিখিত অভিমত প্রমাণিত হলো।

তারা আরও বলেছেন, যাকাতপ্রার্থী যদি পেশাজীবী হয় তাহলে তার পেশাগত কর্ম চালিয়ে নেয়ার জন্য বা তার পেশাগত উপকরণ ক্রয় করার জন্য (এর মূল্য কম বা বেশি যা-ই হোক না কেন) যাকাত দেয়া যাবে। আর এর পরিমাণ এমন হতে হবে যে, এর মাধ্যমে অর্জিত লভ্যাংশ তার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় যথেষ্ট হয়। যাকাত প্রদানের এই পরিমাণ পেশা, দেশ, কাল ও ব্যক্তির বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আমাদের একদল সাথী এ বিষয়ে এক সিদ্ধান্তে বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি শাক-সব্জি বিক্রি করে তাকে পাঁচ থেকে দশ দিরহাম পরিমাণ যাকাত দেয়া যেতে পারে।

যার পেশা অলংকার বিক্রি করা তাকে (উদাহরণ স্বরূপ) দশ হাজার দিরহাম পরিমাণ যাকাত দেয়া যেতে পারে, যদি এর কম পরিমাণ অর্থ তার জন্য যথেষ্ট না হয়।

আর যে ব্যক্তি অন্য ধরনের ব্যবসায়ী যেমন–রুটি প্রস্তুতকারী, আতর বিক্রেতা বা মুদ্রা বিনিময়কারী তাকেও তার জন্য যথেষ্ট হয় এমন পরিমাণ যাকাত দিতে হবে।

দর্জি, কাঠমিস্ত্রী, ধোপা, কসাই ও অন্যান্য পেশার লোকদেরকে এমন পরিমাণ যাকাত দিতে হবে যা দিয়ে সে তার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে।

কোন ব্যক্তি যদি কৃষিজীবী হয় তাহলে তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জমি ক্রয় করা যায় এমন পরিমাণ যাকাত দিতে হবে।

আমাদের সাথীরা বলেছেন, কেউ যদি কোন ধরনের পেশাজীবী না হয় এবং কোন কিছু ভালোভাবে তৈরি করতে না জানে বা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কোন ধরনের জীবিকা উপার্জন করতে অক্ষম হয় তাহলে দেশের প্রচলন অনুযায়ী এ ধরনের লোকের সারাজীবনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হবে, শুধুমাত্র এক বছরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দেয়া যাবে না।[১৬২]

উদাহরণ স্বরূপ, তাদের এমন পরিমাণ অর্থ দিতে হবে যার মাধ্যমে তারা একখণ্ড জমি কিনতে পারে যা থেকে প্রাপ্ত ভাড়া তার জন্য যথেষ্ট হয়। ইমাম

১৬২. আল মুহাযযাব, আল মাজমু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৩-১৯৫।

www.pathagar.com

শাফেয়ী (র) ও তার অনুসারীরা এই মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ (র)-এর পক্ষ থেকেও এরূপ মত বর্ণিত হয়েছে যে, দোকান বা পেশা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বা উপকরণ অথবা এ ধরনের যথেষ্ট পরিমাণে স্থায়ী জীবনোপকরণ সংগ্রহ করার জন্য গরীব ব্যক্তি যাকাত নিতে পারে। এই বর্ণনাটি তাঁর মাযহাবের কোন কোন আলিম (জ্ঞানী) সমর্থন করেছেন।[১৬৩]

কথাগুলো আমরা নিজেরা বলিনি বরং ইসলামের দলিল-প্রমাণ, মূলনীতি ও সাধারণ চেতনার ভিত্তিতে ইসলামের ইমাম ও ফকীহগণই বলেছেন। কথাগুলোর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্রকে যাকাতের মাধ্যমে সচ্ছল করে দেয়ার বিষয়ে ইসলামের উদ্দেশ্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যখন দান করবেন সচ্ছল করে দিন

এই মাযহাব উমর ফারুক (রা)-এর মতামতের মতো। আমরা উমর (রা) -এর সঠিক পলিসি প্রত্যক্ষ করেছি–যা এই হিকমতপূর্ণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ঘোষণা করেছেন, যখন দান করবেন, সচ্ছল করে দিন।[১৬৪]

উমর (রা) যাকাতের মাধ্যমে অসচ্ছলকে সচ্ছল করে দেয়ার জন্য কাজ করতেন, কয়েক মুষ্ঠি চাল-ডালের মাধ্যমে কেবলমাত্র ক্ষুধা নিবারণ বা অল্প কিছু টাকার মাধ্যমে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য নয়।

এক ব্যক্তি উমর (রা)-এর নিকট এসে তার আর্থিক সংকটের কথা জানালে তিনি তাকে তিনটি উট দিলেন। তাকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার জন্যই তিনি এটা করেছিলেন। তখনকার সময় আরবদের নিকট উট ছিল সবচেয়ে উপকারী ও পছন্দনীয় সম্পদ। তাই তিনি যাকাত বন্টনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাকাতের হকদারদের বারবার যাকাত দাও, যদিও প্রত্যেকে একশত করে উট পায়।

দারিদ্র্য দূরীকরণে তাঁর পলিসি তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বলেছিলেন, আমি তাদের বারবার যাকাত দিবো যদিও প্রত্যেকে একশত করে উট পায়। [১৬৫]

সম্মানিত ফকীহ তাবেয়ী 'আতা (عطاء) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলিম পরিবারকে তার সম্পদের যাকাত প্রদান করে এবং তাদের সন্তুষ্ট করে তাহলে এটি আমার নিকট খুবই পছন্দনীয় কাজ বলে মনে হয়। [১৬৬]

---

১৬৩. আল-ইনসাফ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৮।

১৬৪. আবু উবাইদা, আল আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৮।

১৬৫. আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ৫৬৫।

১৬৬. আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ৫৬৬।

www.pathagar.com

'আল-ফিকহুল মাল' (সম্পদ সংক্রান্ত ফিকহ) বিষয়ে 'ইমামুল হুজ্জা' বা প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব আবু উবাইদ আল-কাসিম বিন সালাম (ابو عبيد بن القاسم بن سلام) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-আমওয়াল' (الأمـــوال)-এ উপরোল্লিখিত মাযহাবকে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

দ্বিতীয় মাযহাব ঃ এক বছরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দেয়া

এই মাযহাবের প্রবক্তা মালিকী মাযহাবের আলিমগণ, হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ অনুসারী এবং অন্যান্য মাযহাবের কিছুসংখ্যক ফকীহ। তারা বলেছেন, ফকীর ও মিসকীনকে এমন পরিমাণ যাকাত দিতে হবে যা তার পুরো এক বছরের ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট হয়।

এই মাযহাবের অনুসারীগণ কাউকে সারাজীবনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ যাকাত দেয়া প্রয়োজন মনে করেননি। আবার এক বছরের জন্য যথেষ্ট নয় এই পরিমাণ যাকাত দিতেও বলেননি।[১৬৭]

দরিদ্রকে এক বছরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ যাকাত দেয়ার এই পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে কারণ, তাদের মতে, এটাই হলো কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবন ধারণের জন্য প্রার্থিত সাহায্যের মধ্যম পরিমাণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনেও এ সম্পর্কে অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য এক বছরের খাদ্য মজুদ করে রেখেছিলেন।

তাছাড়া যাকাতের মাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বার্ষিক ভিত্তিতে আদায় করা হয়। সুতরাং সারাজীবনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দান করার কোন কারণ নেই। আর প্রতিবছরই তো যাকাতের উৎসসমূহ থেকে নতুন আয় আসবে তখন হকদারের জন্য সেখান থেকে ব্যয় করা যাবে। এই মাযহাবের লোকজনের মতে এক বছরের জন্য কি পরিমাণ সম্পদ যথেষ্ট তা নির্দিষ্ট নয়। এটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের মাধ্যমে সবার জন্য সমানভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। বরং তা অভাবী ব্যক্তির অভাব অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে।

যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তি এমন হয় যে, তাকে নগদ টাকা-পয়সা, জমি-জমা, গবাদি পশু ইত্যাদির সমন্বয়ে যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদের বেশি পরিমাণ সম্পদ দেয়া না হলে তার এক বছর চলার জন্য যথেষ্ট হয় না

---

১৬৭. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

তাহলে তাকে সেই পরিমাণ সম্পদই দিতে হবে, যদিও এর ফলে সে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে পড়ে, কেননা তাকে দান করার সময় সে যাকাতের হকদার দরিদ্র ছিল।[১৬৮]

বিয়ের ব্যবস্থা করাও পুরোপুরি অভাব পূরণের অন্তর্ভুক্ত

বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকার যে মুসলিম বিদ্বানগণ এ বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। শুধুমাত্র পানাহার ও পোশাক-আশাকই মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা নয় বরং মানুষের অন্যান্য কামনা-বাসনাও রয়েছে–যা পরিতৃপ্ত করার জন্য সে প্রতিনিয়ত তাড়িত হয়। এর মধ্যে একটি হলো যৌনচাহিদা যা পৃথিবীকে আবাদময় রাখার উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে দান করেছেন। আর এরই মধ্যে রয়েছে তাঁরই ইচ্ছায় পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্ব টিকে থাকার উপাদান। ইসলাম এই কামনাকে অস্বীকার করে না বরং একে সুশৃঙ্খল করে এবং এর চর্চাকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক চালিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে পরিসীমা নির্ধারণ করে।

ইসলাম অবিবাহিত থাকা এবং যৌন কামনাকে নিষ্ক্রিয় করা (খাসী হওয়া) নিষেধ করেছে এবং বিয়ে ও ভরণ-পোষণে সক্ষম সবাইকে বিয়ে করতে নির্দেশ দিয়েছে। এ লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার সক্ষমতা আছে সে যেন বিয়ে করে, কেননা এটি দৃষ্টিকে সংযত রাখার এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করার সর্বোত্তম মাধ্যম। সুতরাং বিয়ের মোহর ও অন্যান্য ব্যয়ভার বহনে অক্ষম ব্যক্তি বিয়ে করতে আগ্রহী হলে তাকে সাহায্য করার জন্য শরীয়তে বিধান প্রণীত হবে এটাই স্বাভাবিক।

এটাও আশ্চর্যের বিষয় নয় যখন আলিমগণ বলেন যে, যে দরিদ্র ব্যক্তির কোন স্ত্রী নেই অথচ তার বিয়ে করা প্রয়োজন সে ব্যক্তি বিয়ে করার জন্য যাকাতের মাল থেকে যা গ্রহণ করে তা অবশ্যই তার পুরোপুরি অভাব পূরণের মধ্যে গণ্য হবে।[১৬৯]

আবু উবাইদ (রা) বর্ণনা করেছেন, উমর (রা) তাঁর ছেলে আসেমকে বিয়ে দিয়েছেন এবং এক বছর পর্যন্ত আল্লাহর সম্পদ (যাকাত) থেকে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেছেন।[১৭০]

---

১৬৮. শরহুল খারশী, আলা মাতনি খালিল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২১৫।

১৬৯. হাশিয়াতুর রাওদিল মুরী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪০০।

১৭০. আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ২৩২।

www.pathagar.com

খলিফা উমর বিন আব্দুল আযীয (র) একদল লোককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যারা প্রতিদিন লোকজনকে এই বলে আহ্বান জানাতো, ফকির-মিসকীনরা কোথায়? ঋণগ্রস্তরা কোথায়? বিয়ে করতে ইচ্ছুক কারা? ইয়াতীমরা কোথায়? শেষ পর্যন্ত তিনি সবাইকে সচ্ছল করে দিলেন।[১৭১]

এ বিষয়ে মূল দলীল হলো আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, আমি এক আনসার মহিলাকে বিয়ে করেছি।

তিনি বললেন, কত মোহরের বিনিময়ে বিয়ে করেছো?

তিনি বললেন, চার 'উকিয়া' (তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রাবিশেষ)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, চার উকিয়া? মনে হয় যেন এই পাহাড়ের গা কেটে রৌপ্য তৈরি করছো? তোমাকে দেয়ার মতো আমাদের কিছুই নেই। তবে আশা করি যে তোমার জন্য অন্যকোন ব্যবস্থা করতে পারবো।[১৭২]

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এ সকল অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সাহায্য প্রদানের বিষয়টি জানা ছিল। তাই তো তিনি লোকটিকে বললেন, আমাদের নিকট তোমাকে দেয়ার মতো কিছুই নেই–তা সত্ত্বেও তিনি অন্য উপায়ে তার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

বই-পুস্তকের ব্যবস্থা করাও পুরোপুরি অভাব পূরণের অন্তর্ভুক্ত

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা বুদ্ধিকে গুরুত্ব দেয়, জ্ঞানের দিকে আহ্বান জানায়, বিদ্বানদের মান-সম্মান ও অবস্থানকে উচ্চে স্থান দেয় এবং জ্ঞানকে ঈমান বা বিশ্বাসের চাবিকাঠি ও কাজের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করে। তবে অন্ধ অনুসারী ও মূর্খের ইবাদতের ক্ষেত্রে তা গণ্য করা হয় না। কুরআনুল কারীম স্পষ্টভাবে বলছে ঃ

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ.

অর্থ ঃ যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?[১৭৩]

আর জ্ঞানী ও মূর্খের পার্থক্য বর্ণনায় কুরআনুল কারীম আরও বলছে ঃ

---

১৭১. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২০০।

১৭২. নাইলুল আওতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩১৬।

১৭৩. সূরা যুমার ঃ ৯।

www.pathagar.com

وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (١٩) وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ.

অর্থ ঃ অন্ধ ও দৃষ্টিমান এবং অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে না।[১৭৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক।[১৭৫]

কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল উপকারী জ্ঞান যা মানুষের পার্থিব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তা শিক্ষা করা 'ফরযে কিফায়া' বা এমন অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় বিধান যা কিছুসংখ্যক মুসলিমের অবশ্যই আদায় করতে হবে। ইমাম গাযযালী, শাফেয়ী ও অন্যান্য অনেক আলিম এ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, ফকীহগণ যাকাতের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে জ্ঞানচর্চায় একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত ব্যক্তিকে দান করার অনুমোদন দিয়েছেন। অথচ ইবাদাতের জন্য একনিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য তা হারাম। এটা এজন্য যে ইসলামে ইবাদাতের জন্য সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন আত্মনিয়োগ করার প্রয়োজন নেই। যেমনটি জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য প্রয়োজন। ইবাদতকারীর ইবাদাত ব্যক্তির নিজের জন্য, আর জ্ঞান অন্বেষণকারীর জ্ঞান সমগ্র মানবজাতির জন্য।[১৭৬]

মাযহাব দু'টির মধ্যে কোনটি উত্তম

উল্লিখিত দু'টি মাযহাবের একটি বলছে, দরিদ্রকে সারাজীবনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ এককালীন সাহায্য দিতে হবে, আর অন্যটি বলছে, পুরো বছরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো এ দু'টি মাযহাবের মধ্যে কোনটি বেশি অনুসরণযোগ্য? অথচ দু'টি মাযহাবেরই আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি ও দলিল-প্রমাণ রয়েছে–বিশেষকরে সরকার যখন যাকাত প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে।
এ প্রসঙ্গে আমার মত হলো, এ দু'টি মাযহাবেরই নিজস্ব ক্ষেত্র আছে যেখানে তা কার্যকর করা যেতে পারে। কারণ সমাজে দু'ধরনের ফকীর ও মিসকীন দেখা যায়।

এক ধরনের ফকীর-মিসকীন হলো যারা কাজ-কর্ম করতে পারে এবং নিজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উপার্জন করতে পারে, যেমন শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও চাষী।

---

১৭৪. সূরা ফাতির ঃ ১৯ ও ২০।

১৭৫. ইবনু আব্দিল বার্ 'ইলম' অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৭৬. আল-মাজমু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯০।

www.pathagar.com

কিন্তু তাদের উৎপাদনের উপাদানসমূহে বা ব্যবসায়ের মূলধনে বা কৃষিজমি ও চাষাবাদের উপকরণের ঘাটতি রয়েছে। এ ধরনের লোকদেরকে যাকাত থেকে এমন পরিমাণ দান করা ওয়াজিব যার ফলে তারা সারাজীবনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উপার্জনে সক্ষম হয় এবং দ্বিতীয়বার যাকাত নেয়ার প্রয়োজন না পড়ে। আমাদের এ যুগে যাকাতের মাল দিয়ে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে কর্মক্ষম দরিদ্রদেরকে এর মালিকানা দিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

অন্য ধরনের ফকীর-মিসকীন হলো উপার্জনে অক্ষম, যেমন দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত, অন্ধ, অতিশয় বৃদ্ধ, বিধবা ও শিশু। এ ধরনের লোকের প্রত্যেককে এক বছরের জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ যাকাত দেয়া যেতে পারে অর্থাৎ তাদেরকে প্রতিবছরের জন্য একবার ভাতা দেয়া যেতে পারে। বরং কোন দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষ থেকে অপচয় ও অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ব্যতীত অর্থ নষ্ট করার আশংকা থাকলে মাসিকভিত্তিক বণ্টন করাও সহীহ হবে। আমাদের যুগে এ ধরনের পন্থাই অনুসরণ করা উচিত যেমন চাকরিজীবীদের প্রতি মাসে বেতন দেয়া হয়।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমি ফকীর ও মিসকীনের এই বিভাজন করার পর হাম্বলী মাযহাবের কিছু পুস্তকে একই পন্থা উল্লিখিত দেখতে পেলাম। যে ব্যক্তি এমন ভূ-সম্পত্তির মালিক যে তা থেকে তার দশ হাজার দিরহাম বা দিনার পরিমাণ আয় হয় কিন্তু তা তার জন্য যথেষ্ট হয় না, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রা)-এর মতামত উল্লেখ করার পর 'গাইয়াতুল মুনতাহা ওয়া শারহুহু' (غاية المنتهى وشرحه) নামক পুস্তকে বলা হয়েছে, সে যাকাত থেকে তার জন্য যথেষ্ট হয় এমন অর্থ নিতে পারে। আরও বলা হয়েছে, তাকে তার পেশার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণের মূল্য পরিমাণ যাকাত দেয়া যাবে তা যত বেশিই হোক না কেন। ব্যবসায়ীকে তার জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি দেয়া যাবে। এছাড়া অন্যান্য ফকীর-মিসকীনকে তাদের নিজেদের ও তাদের পরিবারের এক বছরের জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ যাকাত প্রতিবছর দেয়া যাবে।[১৭৭]

জীবনযাত্রার উপযুক্ত মান সংরক্ষণ

আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, দরিদ্রকে অল্প কয়েকটি টাকা-পয়সা দান করাই যাকাতের আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং এর আসল উদ্দেশ্য হলো জীবনযাত্রার উপযুক্ত মান বজায় রাখা, যা ব্যক্তির জন্য মানানসই।

---

১৭৭. মাতালিবু উলিন্ নুহা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৬।

www.pathagar.com

কারণ মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করেছেন এবং পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং যেহেতু মানুষ ন্যায় বিচার ও ইহসানের ধর্ম ইসলামের অনুসারী 'মুসলিম' হিসেবে পরিচিত এবং একটি সর্বোত্তম জাতির অন্তর্ভুক্ত, যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। যার মাধ্যমে এই মানবিক মর্যাদা সামান্য হলেও রক্ষা হয় তা হলো দরিদ্র ব্যক্তি ও তার পরিবারের জন্য মানানসই পানাহারের ব্যবস্থা করা, শীত-গ্রীষ্মের পোশাকের ব্যবস্থা করা এবং তার সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

এ মতামত ইবনে হাযাম (ابن حزم) (র) 'মুহাল্লা' (المحلى) নামক কিতাবে এবং ইমাম নববী 'মাজমু' (المجموع) কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং এছাড়াও অনেক আলিম তা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম নববী 'কিফায়া' বা যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ যা না থাকলে মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ে তার সীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন, আহার, পোশাক, বাসস্থান এবং অপচয় ও কৃপণতামুক্ত থেকে ব্যক্তির নিজের ও পোষ্যদের জন্য তার সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সব আবশ্যকীয় জিনিসপত্র।[১৭৮]

আমাদের যুগে কোন ব্যক্তির জন্য যা অত্যাবশ্যক তাহলো, তার সন্তানদের দ্বীনের (ধর্মের) বিধি-বিধান ও আধুনিক জ্ঞান-সংস্কৃতির শিক্ষা দেয়া যা তাদের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করবে, তাদের জন্য সম্মানজনক জীবন চলার পথ সুগম করবে এবং ধর্মীয় ও পার্থিব দায়িত্ব পালনে তাদের সহায়তা করবে।

ফকীহগণ মুসলমানদের মৌলিক প্রয়োজনের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, মুসলমানদের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন হলো তার মূর্খতা দূর করা। কেননা এটা হলো সাংস্কৃতিক মৃত্যু এবং অন্তর্গত ধ্বংস যা আমাদের এ যুগে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। যাতে সে নিজে বা তার পরিবারের লোকজন অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করা তার পক্ষে সহজ হয় এবং নিজেকে আক্রান্ত করার জন্য রোগ-ব্যাধিকে সুযোগ করে না দেয়। এটা হলো নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া। হাদীস শরীফে আছে ঃ

يا عباد الله تداووا فإن الذي خلق الداء خلق الدواء.

অর্থ ঃ হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা ওষুধ ব্যবহার করো, কারণ যিনি রোগ সৃষ্টি করেছেন তিনি ওষুধও সৃষ্টি করেছেন।[১৭৯]

---

১৭৮. আল-মাজমু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯১।

১৭৯. বুখারী।

www.pathagar.com

আর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

অর্থ ঃ তোমরা নিজেদের হাত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।[১৮০]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

অর্থ ঃ তোমরা নিজেদের ধ্বংস কোর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর অত্যন্ত দয়াবান।[১৮১]

স্থায়ী ও নিয়মিত সাহায্য

কর্মহীন ও উপার্জনে অক্ষম নিঃস্ব ও অভাবীকে যাকাত দেয়ার উদ্দেশ্য হলো তার ও তার পরিবারের উপযুক্ত জীবনযাত্রার মান রক্ষা করা এবং এজন্য তাকে পূর্ণ এক বছরের জন্য সম্পূর্ণভাবে যথেষ্ট পরিমাণ যাকাত দিতে হবে। এ মতামতের সঙ্গে আমরা এ কথা যুক্ত করতে চাই যে এই শ্রেণীর লোকের জন্য যাকাত হলো স্থায়ী ও নিয়মিত সাহায্য যাতে সচ্ছলতার মাধ্যমে দারিদ্র্য, সক্ষমতার মাধ্যমে অক্ষমতা এবং উপার্জনের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর হয়।

এ প্রসঙ্গে আবু উবাইদা (ابو عبيدة) সূত্রে বর্ণিত একটি ঘটনা বর্ণনা করা হলো ঃ

একদিন উমর (রা) দুপুরবেলা গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুইন মহিলা আসলো। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। উমর (রা)-কে লক্ষ করে মহিলাটি বললো, আমি একজন দরিদ্র নারী, আমার সন্তানাদি রয়েছে। আমিরুল মুমিনীন উমর বিন খাত্তাব (রা) মুহাম্মাদ বিন মুসলিমাকে যাকাত সংগ্রহকারী ও বণ্টনকারীরূপে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সে আমাদের যাকাত দেয়নি। আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, তুমি যদি তার নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করতে!

উমর (রা) উচ্চস্বরে তাঁর খাদেম 'ইয়ারফা'-কে নির্দেশ দিলেন মুহাম্মদ বিন মুসলিমাকে ডেকে আনার জন্য।

মহিলাটি বললো, তুমি আমাকে তার নিকট নিয়ে চলো, তাহলে আমার অভাব পূরণ হতে পারে।

---

১৮০. সূরা বাকারা ঃ ১৯৫।

১৮১. সূরা নিসা ঃ ২৯।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ সে তার দায়িত্ব পালন করবে।

অতঃপর 'ইয়ারফা' মুহাম্মদ বিন মুসলিমাকে উমর (রা)-এর নিকট নিয়ে এসে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমিরুল মুমিনীন!

মহিলাটি লজ্জাবোধ করলো। কারণ তখন সে বুঝতে পারলো যে সে এতক্ষণ স্বয়ং উমর (রা)-এর সঙ্গে কথা বলেছে।

উমর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদানে ত্রুটি করি না। তোমার ঘুম আসে কিভাবে, আল্লাহ তা'আলা যদি এই মহিলাটি সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করেন তাহলে তুমি কি জবাব দিবে?

মুহাম্মদ বিন মুসলিমার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়লো।

অতঃপর উমর (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠালেন, আমরা তাঁকে সত্য বলে মেনে নিলাম, তার অনুসরণ করলাম। তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুসারে তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা করলেন। তিনি সাদাকা (যাকাত)-কে এর হকদারদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন যাতে অভাবীরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একসময় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিয়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আবু বকরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। তিনি তাঁরই সুন্নাহ অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনা করলেন এবং একসময় আল্লাহ তা'আলা তাঁকেও নিয়ে গেলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন, আমি তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদানে ত্রুটি করিনি। আমি যদি তোমাকে (আবার) তাদের নিকট প্রেরণ করি তাহলে এই মহিলাকে এবছরের সাদাকা এবং আগামী বছরের সাদাকা দিবে। হতে পারে তোমাকে না-ও পাঠাতে পারি।

অতঃপর উমর (রা) তাকে একটি উট এবং আটা ও তেল দিয়ে বললেন, এখন এগুলি নিন। খাইবারে আবার আমাদের সঙ্গে দেখা করুন।

মহিলাটি খাইবারে উমর (রা)-এর নিকট আসলো। তখন তিনি তাকে আরো দু'টি উট দিয়ে বললেন, এগুলি নিন। এতে আপনি আরো কিছুদিন চলতে পারবেন, ততক্ষণে মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা আপনাদের নিকট চলে আসবে, আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি আপনাকে এ বছরের (বাকি সময়ের জন্য) এবং আগামী বছরের পাওনা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য।[১৮২]

এ ঘটনা ও কথোপকথন দ্বারা কি বোঝা যায়?

এটি সত্যিকার অর্থেই অনেক উন্নত নীতি ও মৌল আদর্শের নির্দেশ করে। এর মাধ্যমে ইসলামী শাসনাধীন প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি একজন মুসলিম শাসকের দায়িত্বানুভূতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে মানানসই জীবন-যাপনের

---

১৮২. আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯৯।

www.pathagar.com

অধিকারের বিষয়ে মুসলিম রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য কতটুকু সচেতনতা সৃষ্টি করেছে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঘটনাটির মাধ্যমে এটাও বুঝা যায় যে, যাকাত ছিল সহমর্মিতাপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের প্রথম ভিত্তি।

এটাও বুঝা যায় যে যাকাত ছিল স্থায়ী ও নিয়মিত সাহায্য। যদি কোন হকদারের নিকট তা না পৌঁছে তাহলে সে এ জন্য অভিযোগ দায়ের করতে পারবে।

এটাও প্রমাণিত হয় যে, উমর (রা)-এর কৌশল ছিল এমন পরিমাণ দান করা যা হকদারের জন্য যথেষ্ট হয় এবং সে সচ্ছল হয়ে যায়। তাই তিনি মহিলাকে প্রথমে আটা ও তৈলবোঝাই একটি উট দিলেন। এরপর আবার দু'টি উট দিলেন এবং মুহাম্মদ বিন মুসলিমা আসা পর্যন্ত এ সবকিছুকে সাময়িক সাহায্য হিসেবে গণ্য করলেন। পরে তিনি মহিলাকে দু'বছরের যাকাত প্রদান করলেন, গত বছরের এবং চলতি বছরের।

সর্বোপরি এটা প্রমাণিত হয় যে, উমর (রা) এ কৌশল নিজে আবিষ্কার করেননি বরং তা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর খলিফা আবু বকর (রা)-এর নির্দেশিত পথ।

যাকাতের সম্পদ বিতরণে ইসলামের নীতি

যাকাত বিতরণে ইসলামের বিজ্ঞানসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত কৌশল রয়েছে যা আমাদের যুগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি-নিয়মের ক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তারচেয়ে আরও উন্নত ও আধুনিক, যা দেখে অনেকের মনে হতে পারে যে এসব নীতিমালা ও বিধি-বিধান নতুন ও অনন্য। আরবদের ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে এবং ইউরোপের অন্ধকার যুগে মানুষ দেখতে পেয়েছে যে, শারীরিক পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনের ক্লান্তি সহ্য করে, রাত্রি জেগে কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোকজন যে শুল্ক ও কর প্রদান করে সেই ঘাম-রক্ত-অশ্রুমিশ্রিত সম্পদ কিভাবে সম্রাট, রাজা-বাদশাহ বা আমীরদের চাকচিক্যপূর্ণ রাজধানীতে চলে যায় এবং তারা তা তাদের ক্ষমতা পোক্তকরণ, শান-শওকত এবং তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গ ও অনুসারীকে উদারহস্তে সুবিধা দানের জন্য ব্যয় করেছে। এরপর যদি কিছু অতিরিক্ত থাকতো তাহলে তারা তা শহর বিস্তৃতকরণ, সৌন্দর্যবৃদ্ধিকরণ এবং শহরের অধিবাসীদের খুশি করার জন্য ব্যয় করতো। তারপরও যদি অতিরিক্ত থাকতো তাহলে মহারাজ-এর নিকটবর্তী অন্যান্য শহরের জন্য ব্যয় করা হতো। এক্ষেত্রে

www.pathagar.com

সেই প্রত্যন্ত জনপদের কঠোর পরিশ্রমী ও অসহায় গ্রামগুলো–মূলতঃ যেখান থেকে এই কর ও শুল্ক আহরণ করা হয়েছে–অবহেলিত থেকে যেতো।

কিন্তু ইসলাম এসে মুসলিমদের যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিলো এবং শাসকদের নির্দেশ দিলো ধনীর সম্পদের পবিত্রকরণ ও অভাবীকে দারিদ্র্যের অপমান থেকে মুক্ত করার স্বার্থে এই ট্যাক্স (যাকাত) সংগ্রহ করতে–যাতে মুসলিম সমাজে সহমর্মিতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলাম যেভাবে এই ব্যবস্থা নিয়ে এসেছে সেভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতের দায়িত্বশীল, সংগ্রহকারী ও বণ্টনকারীকে বিভিন্ন অঞ্চলে ও দেশে যাকাত সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছেন এবং তাদের নির্দেশ দিয়েছেন সে অঞ্চলের ধনীদের থেকে যাকাত সংগ্রহ করে সেখানকার দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য।

মু'আয বিন জাবাল (معاذ بن جبل) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয (রা)-কে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ধনীদের থেকে যাকাত সংগ্রহ করে সেখানকার দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য। মু'আয (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং ইয়ামানবাসীর যাকাত সেখানকার হকদারদের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন বরং তার অধীনস্ত প্রতিটি অঞ্চলের যাকাত সেখানকার অভাবীদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তিনি এক নির্দেশে বলেছিলেন, যদি কেউ তার বংশের লোকের এলাকা ছেড়ে (যে এলাকায় তার জমি-জমা ও ধন-সম্পদ রয়েছে) অন্য কোথাও বসবাস করে তাহলে তার যাকাত তার বংশের এলাকার জন্যই নির্ধারিত থাকবে।[১৮৩]

আবু জুহাইফা (ابو جحيفة) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি এসেছিলেন। তিনি আমাদের এলাকার ধনীদের থেকে যাকাত সংগ্রহ করলেন এবং তা আমাদের দরিদ্রদের দিলেন। তখন আমি ছিলাম একজন ইয়াতীম বালক, তিনি আমাকে একটি উটনী দিয়েছিলেন।

সহীহ বুখারীতে আছে, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিল, এর মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, তোমাকে কি

---

১৮৩. নাইলুল আওতার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৬১।

www.pathagar.com

দিয়ে পাঠানো হয়েছে? আল্লাহ কি তোমাকে আমাদের ধনীদের থেকে যাকাত নিয়ে দরিদ্রদের নিকট বিলি করতে নির্দেশ দিয়েছেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, হ্যাঁ।

আবু উবাইদ (ابو عبيد) খলিফা উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, উমর (রা) তাঁর ওসিয়াতে (মৃত্যুপূর্ব নির্দেশনামায়) বলেছেন, আমি পরবর্তী খলিফাকেও বেদুইনদের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার জন্য ওসিয়াত করছি। কারণ তারা আসল আরব এবং ইসলামের মূল। তিনি (পরবর্তী খলিফা) যেন তাদের ধনীদের নিকট থেকে সাদাকা সংগ্রহ করে তা তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করেন।[১৮৪]

উমর (রা)-এর জীবনেও এমন অনুশীলন ছিল। যেখান থেকে সাদাকা সংগ্রহ করা হতো সেখানেই তা বিলি করার ব্যবস্থা করতেন। আর যাকাত সংগ্রহকারীগণ মদীনাতে ফিরে আসতেন খালি হাতে। তারা তাদের সঙ্গে তাদের ঘোড়ার পিঠের জিন (যা দিয়ে ঘোড়ার পিঠকে ঢেকে রাখা হয়) এবং নিজেদের ছাড়া আর কিছুই বহন করে আনতেন না।

সাঈদ বিন আল-মুসায়্যিব (سعيد بن المسيب) থেকে বর্ণিত, উমর (রা) মুআযকে বনী কিলাব অথবা বনী সাদ বিন যুবইয়ান-এর নিকট যাকাত সংগ্রহকারী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যাকাত সংগ্রহ করে সেখানেই তা বণ্টন করে দেন, কিছুই রাখেননি। সম্পূর্ণ খালি হাতে ফিরে আসেন।[১৮৫]

ইয়ালা বিন উমাইয়্যার (يعلى بن أمية) সাথীদের একজন এবং যাদেরকে উমর (রা) যাকাতের কাজে লাগিয়েছিলেন তারা বলেন, আমরা যাকাত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বের হতাম। শেষ পর্যন্ত আমাদের লাঠি ছাড়া কিছুই নিয়ে আসতাম না।[১৮৬]

এই পদ্ধতিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন এবং তাঁর সুপথপ্রাপ্ত খলিফাগণ, ন্যায় বিচারক শাসকগণ, সাহাবী ও তাবেয়ীদের ফাতওয়া বিশেষজ্ঞগণ এই পথই অনুসরণ করেছেন।

ইমরান বিন হুসাইন (عمران بن حصين) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি যিয়াদ বিন আবীহ অথবা উমাইয়া যুগের অন্যকোন আমীরের পক্ষ থেকে যাকাতের দায়িত্বশীল নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি যখন যাকাতের দায়িত্বপালনশেষে ফিরলেন তখন তাকে তৎকালীন শাসক জিজ্ঞেস করলেন, ধন-সম্পদ কোথায়?

---

১৮৪. আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯৫।

১৮৫. আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯৬।

১৮৬. আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ৫১৮।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, আমাকে কি ধন-সম্পদের জন্য পাঠিয়েছেন? আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যে এলাকা থেকে যাকাত সংগ্রহ করতাম সে এলাকাতেই তা বিতরণ করে দিতাম।[১৮৭]

আবু উবাইদ বলেন, এইসকল হাদীস প্রমাণ করে যে প্রত্যেক বংশের দরিদ্র লোকজন তাদের ধনীদের সাদাকা পাওয়ার বেশি হকদার, যাতে তারা সচ্ছল হতে পারে। কারণ প্রতিবেশীর সম্মান করা এবং ধনীর সঙ্গে দরিদ্রদের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির জন্যই সুন্নাহ এই নির্দেশনা দিয়েছে।[১৮৮]

যদি সাদাকা প্রদানকারী নিজের এলাকায় যাকাত না দিয়ে তা অন্য এলাকায় নিয়ে যায় অথচ তার নিজের এলাকার লোকজন দরিদ্র তাহলে তা এই সাদাকা নিজের এলাকায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য ইমাম (শাসক) নির্দেশ প্রদান করবেন, যেমনটি উমর বিন আব্দুল আযীয (রা) করেছিলেন। সাঈদ বিন যুবাইর (রা) ও এরকম ফাতওয়া প্রদান করেছেন।[১৮৯]

তবে ইবরাহীম নাখয়ী (ابراهيم النخعي) ও হাসান বসরী (الحسن البصري) আত্মীয়দের উপকার হলে তাতে অনুমতি দিয়েছেন । আবু উবাইদ বলেন, এটা ব্যক্তিগত সাদাকা (নফল)-এর ক্ষেত্রে বৈধ হতে পারে, আর সাধারণ সাদাকা যা ইমাম (শাসক, নেতা) কর্তৃক পরিচালিত সে ক্ষেত্রে তা বৈধ হবে না।

ইবরাহীম নাখয়ী ও হাসান বসরীর মতামতের প্রতিফলন পাওয়া যায় 'হাদীসে আবুল আলিয়া' (ابو العالية)-তে। আবুল আলিয়া তার যাকাতকে শহরে নিয়ে যেতেন। আবু উবাইদ বলেন, আমি মনে করি যে তিনি তার নিকটাত্মীয় ও কৃতদাসদের জন্যই তা নিয়ে যেতেন।[১৯০]

যেহেতু এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, যে জনপদ বা এলাকা থেকে যাকাত সংগ্রহ করা হয় সে অঞ্চলেই তা বিলি করতে হবে সেহেতু এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, যদি কোন এলাকার লোকজনের মধ্যে যাকাতের হকদার না থাকার কারণে বা যাকাতের হকদার কমে যাওয়ার কারণে বা যাকাতের মাল বেশি হওয়ার কারণে যাকাতের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে হ্রাস পায় তাহলে তা অন্য এলাকায় বা ইমামের নিকট স্থানান্তর করা বৈধ হবে যাতে প্রয়োজনানুসারে সেই এলাকার জন্য বা পাশের কোন দেশের জন্য তা ব্যয় করা যায়।

---

১৮৭. নাইলুল আওতার, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৬১।
১৮৮. আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯৮।
১৮৯. আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯৮।
১৯০. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

এ বিষয়ে ইমাম মালিক (র)-এর অভিমত আমার নিকট চমৎকার মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন, যদি অন্য কোন এলাকার বা দেশের লোকজনের প্রয়োজন দেখা না দেয় তাহলে যাকাত স্থানান্তর করা বৈধ হবে না। সেক্ষেত্রে শাসক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে তা স্থানান্তর করবেন।[১৯১]

সাহনুন (سحنون) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শাসকের নিকট যদি এমন সংবাদ পৌঁছায় যে, কোন অঞ্চলে প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়েছে, তাহলে তিনি সে অঞ্চলে কিছু সাদাকা স্থানান্তর করতে পারেন। কারণ যখন অভাবীকে অভাবহীনের উপর প্রাধান্য দেয়া ওয়াজিব। কেননা এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই, সে তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে না এবং তার উপর অবিচার করবে না।[১৯২]

যাকাত ঃ বিশ্বের প্রথম সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা

সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যাকাতকে প্রথম সুবিন্যস্ত আইন হিসেবে গণ্য করা হয়। যা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যক্তিগত সাদাকা নয় বরং তা সরকারী নিয়মিত সাহায্য হিসেবে গণ্য। যে সাহায্যের লক্ষ্য হলো প্রত্যেক অভাবীকে সচ্ছল বানিয়ে দেয়া ব্যক্তির নিজের ও তার অধীনস্তদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও জীবনের সকল প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে অপচয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি পর্যায়ের ব্যবস্থা করা।

যাকাত শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না বরং মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরাও তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এটাই হলো সামাজিক নিরাপত্তা, যে সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্ব এই কিছুদিন পূর্বে ভাবতে শিখেছে। তাদের সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা ইসলামী ব্যবস্থার পর্যায়ে পৌঁছুতে পারেনি যা প্রত্যেক অভাবীকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং অভাবীর নিজের জন্য ও তার পরিবারের জন্য পূর্ণ সচ্ছলতা আনয়ন করে।

তবে পশ্চিমা বিশ্ব সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একনিষ্ঠভাবে চিন্তা করেনি বা দুর্বলের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে করেনি, বরং সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও সমাজতন্ত্রবাদী গ্রুপগুলোর আন্দোলনের ফলে এ ধরনের চিন্তা করতে তারা বাধ্য হয়েছে।

এই সামাজিক নিরাপত্তার প্রথম সরকারী প্রকাশ ঘটে ১৯৪১ সালে, যখন ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র জনগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি দিয়ে আটলান্টা চুক্তিতে মিলিত হয়।[১৯৩]

---

১৯১. আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯৫।

১৯২. আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৬।

১৯৩. আদ্ দামানুল ইজতিমাঈ, ড. সাদেক মাহদী, পৃষ্ঠা ঃ ১২৬।

www.pathagar.com

আশ্চর্যের বিষয় হলো সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম এই দেশগুলোর চেয়ে কয়েকশ বছর এগিয়ে রয়েছে। ইসলাম এ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, রাষ্ট্রকে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়েছে এবং ধনীদের থেকে দরিদ্রদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছে। এতদসত্ত্বেও কোন কোন লেখককে দেখা যায় সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব ইউরোপিয়ানদের দিতে সচেষ্ট। আর আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তারা বেমালুম ভুলে যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় 'আরব লীগ' ১৯৫২ সালে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল। এই সেমিনার সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য বিশেষায়িত ছিল। সেখানে অধিবেশনের পরিচালক মি. দানিয়েল সি. জর্জ সামাজিক নিরাপত্তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তার বক্তব্যে বলেন, অতীতকালে ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য অভাবীর সামনে ভিক্ষা করা বা সাদাকা গ্রহণ করা ব্যতীত কোন উপায় ছিল না। আর দরিদ্রকে সাহায্য করার জন্য সরকারী ব্যবস্থাপনার ইতিহাস তো সপ্তদশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছে। সে সময় স্থানীয় সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে দরিদ্র ব্যক্তির সাহায্যের জন্য প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।[১৯৪]

এ বক্তব্য ইসলামের ইতিহাস ও যাকাত ফরয হওয়ার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ, যে সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। সন্দেহ নেই যে, যাকাত এমন এক বিধান যার সংগ্রহ ও বণ্টনের উপর ইসলামী শাসন নির্ভরশীল। এটি ব্যক্তিগত অনুগ্রহ বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাদাকার মতো নয়, বরং অভাবীর জন্য তা স্থায়ী ও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত অধিকার। আর প্রদানকারীর জন্য অবশ্য প্রদেয় কর স্বরূপ। স্থায়ী বিধান হওয়ার কারণে এটি 'ট্যাক্স' থেকেও আলাদা বৈশিষ্ট্যের। সরকার যদি যাকাত আদায়ে অবহেলা করে তাহলেও নিজ প্রভুর সন্তুষ্টি, আত্মশুদ্ধি ও সম্পদের পবিত্রতার স্বার্থে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করা ছাড়া কোন মুসলিমের ইসলাম পরিপালন সহীহ হবে না, ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। এমতাবস্থায় সম্পদশালী মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য (ফরয) হলো সন্তুষ্ট চিত্তে যাকাত দিয়ে দেয়া এবং যাকাতগ্রহীতাকে খোটা দেয়া বা কষ্ট দেয়া থেকে মুক্ত থাকা। তখন যে অভাবী

১৯৪. হালাকাতুদ্ দিরাসতিল ইজতিমাইয়া, তৃতীয় অধিবেশন, পৃষ্ঠা ঃ ২১৭।

www.pathagar.com

ব্যক্তি এই যাকাত নেবে সে এই সম্পদকে আল্লাহর সম্পদের মধ্যে তার পাওনা মনে করেই নেবে। মুসলিম জাতিকে এই সুনির্দিষ্ট অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করতেও বলা হয়েছে।

মি. দানিয়েল সি. জর্জ আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তার প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে আরও বলেন, দরিদ্রের সাহায্য প্রদানের প্রাচীন ব্যবস্থার তুলনায় আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পসমূহের প্রধান পার্থক্য হলো এগুলি শুধুমাত্র দরিদ্র ব্যক্তির জন্যই নির্দিষ্ট নয় বরং যেকোন শ্রেণীর যেকোন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। এবং এ সাহায্য কিছু শর্তপূরণ সাপেক্ষে গ্রহণকারী ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবে গণ্য হয় এবং এগুলো আদায় ও বণ্টনের নির্দিষ্ট স্থায়ী হার ও পদ্ধতি রয়েছে। আর সাহায্য চাওয়া ও তা হাসিল করার মধ্যে যে অপমান ও লজ্জা জড়িত তা আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নেই। আর নাগরিক অধিকার হারানোর আশংকা–যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দরিদ্র ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা-ও এখন আর নেই।

মি. দানিয়েল আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে উপরিউক্ত যে বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, অতীতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার এরূপ বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব ছিল না তা ইউরোপের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে গ্রহণযোগ্য; কিন্তু আমাদের মুসলিম ইতিহাসের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

এই বৈশিষ্ট্যাবলী এবং এর চাইতে আরও বেশি বৈশিষ্ট্য ইসলামী যাকাতব্যবস্থায় সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে। আমরা বলেছি যে, ইসলাম একে সুনির্দিষ্ট অধিকার হিসেবে বিধিবদ্ধ করেছে। যে ব্যবস্থায় কোন খোটা বা কষ্ট দেয়ার সুযোগ নেই। রাষ্ট্র নিজেই তা আদায় করে বণ্টনের দায়িত্ব পালন করে। আর এই সম্পদ প্রত্যেক উপার্জনহীন মানুষের মধ্যে অথবা যার উপার্জন এতই কম যে তা দিয়ে সে পরিবার-পরিজন নিয়ে চলতে পারে না তাদের মধ্যে ব্যয় করা হয়। উপরন্তু এটি দরিদ্রকে স্থায়ীভাবে সচ্ছল করা, সম্পদের মালিক বানানো এবং ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান কমানোর জন্য ভূমিকা পালন করে। আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তার প্রবক্তাদের মাথায় এসব বিষয় এখনো আসেনি বরং এগুলি তাদের নিকট এখনও কল্পনা বৈ কিছুই নয়।

www.pathagar.com

চতুর্থ উপায়

বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে ইসলামী কোষাগারের পৃষ্ঠপোষকতা

পূর্বেই বলেছি যে, ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রথম ও প্রধান সরকারী উৎস হলো যাকাত। এর সঙ্গে একথাও যোগ করতে চাই যে, বাইতুলমালে অর্থ সরবরাহকারী সকল উৎসেরই দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পদ এবং জনসাধারণের সম্পদ রাষ্ট্র সরাসরি ব্যবহার বা ভাড়া দেয়া বা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে তা পরিচালনা করে এবং তত্ত্বাবধান করে, যেমন সাধারণ ওয়াকফ সম্পত্তি ও খনিজ সম্পদ সম্পর্কে ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে যে, এগুলি ব্যক্তিগতভাবে কেউ দখল করতে পারবে না, বরং তা রাষ্ট্রের মালিকানাধীন থাকবে, যাতে এই সম্পদের আয়-উৎপাদন থেকে উপকার লাভ করার ক্ষেত্রে সবাই অংশীদার হতে পারে।

আর গনীমতের এক পঞ্চমাংশ এবং ফাই ও খারাজসহ সকল ধরনের রাজস্বে অভাবী ও অসহায়দের অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.

অর্থ ঃ আরো জেনে রাখো, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করো তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের।[১৯৫]

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

অর্থ ঃ আল্লাহ জনপদবাসী থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের,

---

১৯৫ . সূরা আনফাল ঃ ৪১।

www.pathagar.com

যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ধন-সম্পদ আবর্তন না করে।[১৯৬]

অনেক ফকীহ যাকাতের ফান্ডে দরিদ্রের অধিকার সংরক্ষণ প্রসঙ্গে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। এমনকি জনসাধারণের জন্য গৃহীত বাজেটে যদি ঘাটতি দেখা দেয় তাহলেও যাকাত থেকে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বাংশ বা কিয়দাংশ জনস্বার্থে যেমন সৈন্যদের বেতন-ভাতাদি বা অন্যকোন ক্ষেত্রে খরচ করাকে অনুমোদন দেননি। তবে সাধারণ বাজেট ঋণগ্রস্ত হলে এবং যাকাতের বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকলে তা থেকে জনস্বার্থে ব্যয় করা যাবে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সহচর ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান বলেন, যদি কিছুসংখ্যক মুসলিমের অভাব দেখা দেয় এবং বাইতুলমালে কোন সাদাকা অবশিষ্ট না থাকে তাহলে শাসক তাদের 'খারাজের' মাল থেকে প্রয়োজন অনুসারে দান করবেন। এটি সাদাকার বাইতুলমালের পক্ষ থেকে পরিশোধ করতে হবে না। যেমন আমরা বর্ণনা করেছি 'খারাজ' ও এর অন্তর্নিহিত অর্থানুযায়ী তা মুসলিমের প্রয়োজনে (অর্থাৎ দরিদ্রদের জন্য) খরচ করা হবে, তবে শাসক তা থেকে প্রতিরক্ষা খাতে যা প্রদান করেন সেটা আলাদা বিষয়। সাদাকার বাইতুলমাল থেকে যে সম্পদ খারাজের বাইতুলমালে খরচ করা হয় তা খারাজের বাইতুলমালের উপর ঋণ হিসেবে বকেয়া থাকবে। কেননা সাদাকা তো ফকীর-মিসকীনদের অধিকার, তাই তা থেকে শাসক অন্য খাতে খরচ করলে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।[১৯৭]

বাইতুলমাল প্রত্যেক দরিদ্র ও অভাবীর সর্বশেষ আশ্রয়স্থল, কেননা এতে সবার মালিকানা রয়েছে, প্রতিরক্ষাবাহিনী বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মালিকানা এখানে স্বীকৃত নয়।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন, আমি প্রত্যেক মুসলিমের বিষয়ে তার নিজের চেয়ে বেশি হকদার। কেউ সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করলে তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে, আর কেউ ঋণ বা নিঃস্ব ইয়াতীম শিশু রেখে মারা গেলে এই ঋণ পরিশোধ করা এবং ইয়াতীমের লালন-পালনের দায়িত্ব আমার উপর।[১৯৮]

---

১৯৬. সূরা হাশর ঃ ৭।

১৯৭. আল-মাবসূত্, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৮।

১৯৮. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

ইমাম আহমাদ তার মুসনাদ নামক গ্রন্থে মালিক বিন আউস থেকে বর্ণনা করেন, উমর (রা) তিনটি বিষয়ে শপথ করতেন ঃ

১. আল্লাহর কসম! এ মালের উপর ('ফাই' ও জনসাধারণের সম্পদ) কারো চেয়ে কেউ বেশি হকদার নয়। এমনকি আমিও কারো চেয়ে বেশি হকদার নই।

২. আল্লাহর কসম! প্রতিটি মুসলিমেরই এ সম্পদে অংশ রয়েছে।

৩. এবং আল্লাহর কসম! আমি যদি তাদের মাঝে বেঁচে থাকি তাহলে ছান'আ পাহাড়ে অবস্থানরত রাখালকেও পশু চরানো অবস্থায় এই সম্পদ থেকে তার পাওনা বুঝিয়ে দিবো।

আল্লামা শাওকানী বলেন, উমর (রা)-এর এই বাণী থেকে প্রমাণ হয় যে, জনসাধারণের সম্পদে অন্যসব মানুষের মতো শাসকেরও অন্যদের উপর অগ্রাধিকার নেই। তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রের ছায়ায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তির অবস্থান যতই দূরে হোক বা তার মর্যাদা যতই কম হোক না কেন, তাকে বাইতুলমাল থেকে তার অধিকার ও প্রয়োজন অনুসারে তার প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে দেয়া ইমামের অবশ্য কর্তব্য।[১৯৯]

এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা শুধুমাত্র দরিদ্র মুসলিমের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম অধিবাসীদেরও মুসলিমদের মতো বাইতুলমাল থেকে নিরাপত্তা ও সাহায্য লাভের অধিকার রয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ তার 'আল-খারাজ' নামক গ্রন্থে ইরানের হিরাবাসী খ্রিস্টানদের সঙ্গে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) যে চুক্তি করেছিলেন তার ভাষ্য উল্লেখ করেছেন। এই রাজনৈতিক চুক্তিতে অমুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি ও বৃদ্ধাবস্থার নিরাপত্তার বিষয়টি স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় কোষাগার 'বাইতুলমাল' এই নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের দায়িত্ব নেবে। কোন বিজয়ী সেনাপতির সঙ্গে আপোসরফায় আগ্রহী কোন গ্রুপকে তাদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এ ধরনের নিরাপত্তা প্রদানের এ ঘটনাকে ইতিহাসে প্রথম সামাজিক নিরাপত্তা বলে গণ্য করা হয়।

---

১৯৯. নাইলুল আওতার, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৭৯।

www.pathagar.com

'সাইফুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) বর্ণিত এই ভাষ্যে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, আমি তাদের জন্য যা করেছি তাহলো, যদি কোন বয়স্ক ব্যক্তির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় বা বিপদ-আপদে আক্রান্ত হয় অথবা কেউ ধনী ছিল কিন্তু দরিদ্র হয়ে গেছে এবং তার ধর্মীয় লোকদের সাদাকার মুখাপেক্ষী হয়ে গেছে তাহলে তাকে 'জিযিয়া' দিতে হবে না বরং সে দারুল হিজরা ও দারুল ইসলামে (ইসলামী রাষ্ট্র) যতদিন অবস্থান করবে ততদিন পর্যন্ত তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে মুসলমানের বাইতুলমাল থেকে ভরণ-পোষণ দিতে হবে। তবে তারা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের চৌহদ্দির বাইরে চলে যায় তাহলে রাষ্ট্রের উপর তাদের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থাকবে না। [২০০]

খলিফা আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে খালিদ বিন ওয়ালিদ (خالد بن الوليد) এই বিধান জারি করেন যা অনান্য মুজাহিদ সাহাবী সমর্থন করেছেন। এমনিভাবে সমর্থন করেছেন প্রথম খলিফা আবু বকর (রা) ও তাঁর সমসাময়িক শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ। তাদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন বিরোধিতা পাওয়া যায়নি। এই ধরনের কার্যক্রম, যা কোন সাহাবী কর্তৃক সম্পাদিত হয়, সাহাবীদের নিকট প্রচার হয় এবং কারো পক্ষ থেকে বিরোধিতা না আসে, তাকে অনেক ফকীহ 'ইজমা' হিসেবে গণ্য করেন।

দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা)-এর যুগে অমুসলিমদের জীবন-যাপনের নিরাপত্তার স্বীকৃতি সংক্রান্ত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে–যা একটি অনুসরণীয় সুন্নাহ। কেননা খোলাফায়ে রাশেদীন বা সুপথপ্রাপ্ত খলিফাগণ যে সুবিচারপূর্ণ রাজনীতি ও সঠিক নীতিমালা চালু করেছেন তা এই দ্বীনের (ইসলামের) অংশ হিসেবে গণ্য। এর প্রতি গুরুত্ব দেয়া এবং তা অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতপার্থক্য দেখতে পাবে। সুতরাং আমার পর তোমাদের আমার সুন্নাহ ও 'খোলাফায়ে রাশেদীন'-এর সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে, তোমরা একে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে।[২০১]

সুপথপ্রাপ্ত খলিফা উমর বিন আব্দুল আযীয (রা) বসরার শাসক 'আদী বিন আরতার (عدي بن أرطاة) নিকট একটি পত্র লিখে তাকে অবশ্য পালনীয় কিছু নির্দেশ দিলেন। পত্রটির গুরুত্বের কারণে বসরার লোকজনের সামনে এটি পাঠ করা হয়েছিল। এই পত্রে ছিল ঃ

---

২০০. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৪।

২০১. আবু দাউদ এবং তিরমিযী, হাসান-সহীহ।

www.pathagar.com

তুমি তোমার পক্ষ থেকে লক্ষ্য রাখবে, আহলে জিম্মার (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম) কেউ বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছে কি না, শক্তিহীন হয়ে গেছে কি না, উপার্জনহীন হয়ে পড়েছে কি না। হয়ে থাকলে মুসলমানদের বাইতুলমাল থেকে তাদের জন্য মানানসই অনুদান প্রদান করো। কারণ আমি জানতে পেরেছি যে এক সময় আমিরুল মুমিনীন উমর বিন খাত্তাব (রা) আহলে জিম্মার একজন বৃদ্ধলোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে ভিক্ষা করছিল। উমর (রা) বললেন, আমরা যদি তোমার যৌবনকালে তোমার নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করে থাকি অথচ তোমার বৃদ্ধাবস্থায় তোমাকে অবহেলা করছি তাহলে তো আমরা তোমার উপর ইনসাফ (ন্যায় বিচার) করছি না! অতঃপর তিনি তাকে বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করেন।[২০২]

ইসলামী কোষাগারের আয়ের উৎসসমূহ যদি ফকীর-মিসকীনদের যথেষ্ট সচ্ছলতা আনয়নে সক্ষম না হয় এবং মুসলিম সমাজের লোকজনও মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও মমত্ববোধের দাবি অনুযায়ী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের দরিদ্রদের যথেষ্ট সচ্ছলতা আনয়নে উদ্যোগী না হয়, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানের দায়িত্ব হলো ধনীদের সম্পদে এমন পরিমাণ কর ধার্য করা যা দরিদ্রদের মৌলিক অভাব পূরণে যথেষ্ট হয়।

এতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো ইতিবাচক, ব্যাপক ও সর্বব্যাপী। শুধুমাত্র জনগণের স্বাধীনতা ও তাদের মালিকানা রক্ষা করার মধ্যেই তাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়।

পক্ষান্তরে এডাম স্মিথ এবং অন্যান্য ব্যক্তিতান্ত্রিক ও মুক্ত অর্থনীতির প্রবক্তাদের মতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, 'নিরাপত্তা রক্ষা' অর্থাৎ অবৈধ হস্তক্ষেপ ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখা। অতঃপর মানুষকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া, যাকে তারা 'প্রাকৃতিক বিধি' (Natural Rule) বলে অভিহিত করেছেন, আর দুর্বল ও দরিদ্রদের এই বিধির স্বয়ংক্রিয়তার মধ্যে ছেড়ে দেয়া যাতে তারা পথ হারিয়ে ফেলে এবং ধ্বংস হয়ে যায়।

তারা আরও বলেছেন, রাষ্ট্রের প্রথম কথা হলো যারা ধন-সম্পদের মালিক তাদের নিঃস্বদের হাত থেকে রক্ষা করা।

ঐ সকল ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের অনুসারীদের দাবি অনুযায়ী উৎপাদনের সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সুবিধা ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কই সমাজের লোকজনকে একত্রিত করতে পারে না–এ দাবি কোনভাবেই ঠিক নয় এবং সমাজের

---

২০২. আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ৪৬।

www.pathagar.com

ব্যক্তিবর্গ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উপাদান নয় বরং ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ হলো বিভিন্ন ব্যক্তি ও গ্রুপের মধ্যে অর্থনৈতিক উৎপাদনের সম্পর্কের চাইতে গভীর ও শক্তিশালী সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ একটি পরিবার, যার ভিত্তি হলো ঈমান (বিশ্বাস) ও ইসলাম যা সবাইকে একই উদ্দেশ্যে এবং একই আচরণ পদ্ধতিতে আবদ্ধ করেছে, এরই গুণে সবাই বিশ্বাস ও চিন্তার একত্ব, আবেগ-অনুভূতির একত্ব, বিধি-বিধানের একত্ব এবং নীতি ও পরিণামের একত্বের উপর মিলিত হয়েছে। এজন্যই ইসলাম এ সমাজকে একই দেহরূপে চিত্রায়িত করেছে। এই দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও স্নায়ুকোষ একই সূত্রে গাঁথা, একটি অন্যটিকে সহযোগিতা করে এবং সহযোগিতা গ্রহণ করে, উপকার করে এবং উপকার গ্রহণ করে, প্রভাব খাটায় এবং প্রভাবিত হয়, আর যে ইসলামী রাষ্ট্রের শীর্ষে থাকে 'ইমাম' (শাসক) সেই হলো এ সমাজদেহের মাথা। এ প্রতিষ্ঠানই লোকজনের মধ্যে এ সহমর্মিতা ও সম্পর্ক রক্ষা করে যাতে সমাজ এর সুফল পেতে পারে।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধুমাত্র ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অভ্যন্তরীণ অবৈধ হস্তক্ষেপ বা বহিঃস্থ আক্রমণ থেকে রক্ষা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা এর চাইতেও বেশি গভীর ও ব্যাপকতর। কেননা ইসলামে উম্মাহর ইমাম পরিবারের পিতার মতো। তাই তো বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে উভয়ের কথা একই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, আর শাসক একজন দায়িত্বশীল, তিনি তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। আর পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

যেমনি পিতার দায়িত্ব শুধু তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করাই নয়। বরং তাদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষা ও ন্যায়পন্থায় তাদের সকল অভাব-অভিযোগ পূরণ এবং তাদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠার বিষয়েও তিনি দায়িত্বশীল। তেমনি উম্মাহর শাসকও তার প্রজাদের বিষয়ে দায়িত্বশীল। এ যেন সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব। এমনকি উমর (রা) একথাও বলেছেন, যদি ফুরাত নদীর তীরে একটি উটও না খেয়ে মারা যায় তাহলে আমার ভয় হয় যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এর জন্য জিজ্ঞাসা করবেন।[২০৩]

জীব-জন্তুর প্রতি একজন ইমামের দায়িত্ব যদি এমন হয় তাহলে মানুষের প্রতি তার দায়িত্ব কেমন হবে !

---

২০৩. ত্বাবাকাতু ইবনে সাদ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৫।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকগণ উমর বিন আব্দুল আযীয (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তার স্ত্রী ফাতিমা বলেছেন, আমি একদিন তাঁর নিকট গিয়ে দেখতে পেলাম তিনি তার জায়নামাযে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। তার গাল বেয়ে চোখের পানি পড়ছে। আমি বললাম, আপনার কি হয়েছে?

তিনি বললেন, আফসোস! ফাতিমা, আমি এই উম্মাহর দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছি, তাই চিন্তা করছি ক্ষুধার্ত গরীবের কথা, বিধ্বস্ত রোগীর কথা, বিপদগ্রস্থ বস্ত্রহীনের কথা, অসহায় ইয়াতীমের কথা, একাকিনী বিধবার কথা, নিষ্পেষিত মজলুমের কথা, বন্দীদের কথা, বৃদ্ধদের কথা, বেশি সদস্যসম্বলিত পরিবারের অভিভাবকের কথা এবং তাদের মতো অসহায়দের কথা, যারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমি জানি যে আমার 'রব' আমাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পক্ষ হয়ে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবেন। আমি ভয় পাচ্ছি, তাঁর নালিশের সময় আমার পক্ষে কোন যুক্তি খাটবে না। তাই আমার অন্তর বিগলিত হয়েছে এবং আমি কাঁদছি।[২০৪]

লোকজন যখন তার নিকট 'বাইয়াত' (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করলো এবং তাঁর নামে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তিনি চিন্তাক্লিষ্ট অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন।

তখন তার গোলাম (চাকর, দাস) তাকে বললো, আপনাকে চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে কেন, এটা তো চিন্তান্বিত হওয়ার সময় নয়?

তখন তিনি বললেন, আফসোস! আমি কেনইবা চিন্তান্বিত হবো না! পৃথিবীর পূর্বাচল ও পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী এ উম্মাহর যেকোন সদস্য যদি আমার নিকট তার হক (অধিকার) দাবি করে তাহলে আমাকে তা আদায় করতে হবে, সে এ ব্যাপারে আমার নিকট লিখুক বা না-ই লিখুক, আবেদন করুক বা না-ই করুক।[২০৫]

এ সুপথপ্রাপ্ত খলিফা মনে করেন যে, তিনি উম্মাহর প্রতিটি ব্যক্তির বিষয়ে দায়িত্বশীল, সে পৃথিবীর পূর্বাঞ্চল বা পশ্চিমাঞ্চল যেখানেই অবস্থান করুক এবং তাঁর দায়িত্ব হলো তাঁর প্রাপ্য পৌছে দেয়া এজন্য সে লিখিতভাবে বা মৌখিকভাবে আবেদন করুক বা না-ই করুক। বিশেষকরে গরীব-দুঃখী, রোগগ্রস্ত, বৃদ্ধ, বিধবা, ইয়াতীম বা এ ধরনের দুর্বল শ্রেণীর লোকের ক্ষেত্রে।

---

২০৪. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২০১।

২০৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৮।

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, কল্যাণের দিকে আহ্বান জানানো, ভালো কাজের নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ থেকে বিরত রাখা। সমাজে অতিরিক্ত সম্পদের মালিক ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ থাকা সত্ত্বেও দুর্বল লোকজন অনাহারে থাকবে বা দরিদ্রদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন ভাত-কাপড়-বাসস্থান থেকে বঞ্চিত করা হবে এটা ন্যায় বিচার, কল্যাণ বা ভালো কাজ হতে পারে না।

ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো এমন উপায়-উপকরণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যার মাধ্যমে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করা যায়, দরিদ্রদের জন্য মানানসই জীবন-যাপন নিশ্চিত করা যায় এবং সমাজে সহমর্মিতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপায়-উপকরণ ও পদক্ষেপ সময়-কাল ও পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে বিভিন্নধর্মী হতে পারে। এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর চিন্তাশীল ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের চিন্তা ও গবেষণাকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মাত্র একটি উদাহরণ হিসেবে পেশ করছি ঃ

উমর (রা) মদীনার নিকটবর্তী 'রাবাযা' নামক একটি চারণভূমিকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেন অর্থাৎ একে সকলের মালিকানাভুক্ত সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করেন। তিনি শুধু এতেই ক্ষান্ত হননি বরং সর্বাগ্রে একে দরিদ্র শ্রেণী ও সীমিত আয়ের লোকজনের স্বার্থ রক্ষার জন্য নির্ধারণ করেন যাতে এই চারণভূমিটি তাদের পশু সম্পদ ও আয়-উপার্জন বৃদ্ধির উৎস হতে পারে এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়।

এই উদ্দেশ্যটি উমর (রা) কর্তৃক 'হানী' (هـني) নামক ব্যক্তিকে প্রদত্ত ওয়াসিয়াতে (নির্দেশাবলী) স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, যাকে উমর (রা) এই চারণভূমির তত্ত্বাবধান করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন।

তিনি তাকে বলেন, হে হানী, মানুষের প্রতি তুমি দয়াপরবশ হও, নির্যাতিত ব্যক্তির বদ-দু'আ থেকে বেঁচে থেকো, কেননা তা কবুল করা হয়, আর যাদের কমসংখ্যক উট ও বকরী রয়েছে তাদেরকে এখানে প্রবেশ করতে দিবে। ইবনে আফফান ও ইবনে আওফ-এর পশুসমূহ (অর্থাৎ ধনীদের উট ও বকরিসমূহ) প্রবেশ করতে দিবে না। কারণ তাদের পশুসমূহ ধ্বংস হয়ে গেলেও তাদের সমস্যা হবে না, তারা খেজুর বাগান ও চাষাবাদে ফিরে যেতে পারবে (অর্থাৎ তাদের আয়-উপার্জনের অন্য উৎস এবং সম্পদ রয়েছে)। আর এই অসহায় মিসকীনের পশুগুলি ধ্বংস হয়ে গেলে সে তার ছেলে-সন্তানকে নিয়ে চিৎকার করে বলবে, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি তাদেরকে ধ্বংস করতে চান, আমি

www.pathagar.com

আপনাকে পরোয়া করি না? স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা প্রদান করার চেয়ে 'ঘাস' প্রদান করা আমার জন্য সহজ নয় কি।[২০৬]

উমর (রা) এর এই নির্দেশ একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ বিধান ঘোষণা করছে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো ঃ

প্রথমতঃ স্বল্প সম্পদ ও নিম্ন আয়ের লোকের প্রতি গুরুত্ব দেয়া এবং তাদের সচ্ছলতা আনয়নের জন্য সুযোগ করে দেয়া মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব, যদিও তা ধনীদের সুবিধা কমিয়ে দিয়ে, তাদেরকে কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে অথবা দুর্বল শ্রেণীর লোকের আয়-উপার্জন বৃদ্ধির জন্য যে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তা থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমেও হয়।

যেমনটি উমর (রা) এর কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 'আর যাদের কমসংখ্যক উট ও বকরী রয়েছে তাদের প্রবেশ করতে দিবে। ইবনে আফফান ও ইবনে আওফা-এর পশুসমূহ (অর্থাৎ ধনীদের উট ও বকরিসমূহ) প্রবেশ করতে দিবে না।'

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির এই অধিকার রয়েছে যে, যদি তার আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং রিযিকের উৎস ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সে দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসকের সামনে উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তার সন্তানদের অধিকার দাবি করে চিৎকার করতে পারবে। তখন রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল শাসকের পক্ষে তার দাবি মঞ্জুর করে তার পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণ করা ব্যতীত কিছুই করার থাকে না।

এই প্রসঙ্গেই উমর (রা) বলেছেন ঃ এই অসহায় মিসকীনের পশুগুলি ধ্বংস হয়ে গেলে সে তার ছেলে-সন্তানদের নিয়ে এসে বলবে, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি কি তাদেরকে ধ্বংস করতে চান। আমি আপনাকে পরোয়া করি না?"

তৃতীয়তঃ সঠিক ও বিচক্ষণ কৌশল (Wise policy) কর্মক্ষম দরিদ্র ব্যক্তির কর্মসংস্থান এবং নিম্নবিত্তের আয়ের উৎস বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে থাকে যাতে তারা তাদের নিজেদের চেষ্টায় আয়-উপার্জন করে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া এবং রাষ্ট্রের বোঝা হওয়া থেকে বিরত থাকে। এটিই উমর (রা)-এর কথা থেকে বুঝা যায় , স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা প্রদান করার চেয়ে ঘাস প্রদান করা আমার জন্য অধিক সহজ।

---

২০৬. আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ২৯৯।

www.pathagar.com

পঞ্চম উপায়

যাকাত ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক খাত

যাকাত ছাড়াও এমন কিছু আর্থিক দায়িত্ব রয়েছে যা আদায় করা বিভিন্ন কারণে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের উপর বাধ্যতামূলক। এ সবই দরিদ্র ব্যক্তির সাহায্য-সহযোগিতা ও ইসলামী সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় হিসেবে গণ্য। এ ধরনের কিছু হক হলো ঃ

১. প্রতিবেশীর হক ঃ যা রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছেন এবং প্রতিবেশীকে সম্মান ও সহযোগিতা করা ঈমানের অংশ বানিয়ে দিয়েছেন। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া বা অবহেলা করা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।[২০৭]

প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে।[২০৮]

তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করো তাহলে প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে।[২০৯]

---

২০৭. সূরা নিসা ঃ ৩৬।

২০৮. বুখারী ও মুসলিম।

২০৯. ইবনে মাজাহ।

www.pathagar.com

জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে অনবরত উপদেশ প্রদান করতেন, তখন আমার এমন ধারণা হতো যে, তিনি তাদের আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।[২১০]

সে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন নয় যে পরিতৃপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে অথচ তার জানামতে, তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত ছিল।[২১১]

যদি কোন প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনের অধিবাসীদের কেউ ক্ষুধার্ত অবস্থায় উপনীত হয় তাহলে তাদের উপর থেকে আল্লাহর নিরাপত্তা চলে যায়।[২১২]

প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষার বিষয়ে 'আসার'-এ চমৎকার কথা বলা হয়েছে ঃ

তোমার প্রতিবেশীকে তোমার রান্না করা খাবারের ভাগ দিতে না পারলে তাকে খাবারের ঘ্রাণ দিয়েও কষ্ট দিও না। যদি ফল ক্রয় করো তাহলে তাকে তা থেকে কিছু দাও, আর যদি দিতে না পারো তাহলে চুপে চুপে ঘরে রেখে দাও যাতে তোমার সন্তান ফল নিয়ে বের হয়ে তার সন্তানকে রাগান্বিত করে না তোলে।[২১৩]

আবু যার (রা) বলেন, আমার বন্ধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়েছেন ঃ রান্না করার সময় বেশি করে ঝোল দিয়ে রান্না করো, অতঃপর তোমার অন্ততঃ কিছু প্রতিবেশীর দিকে দৃষ্টিপাত করো এবং তাদেরকে সেখান থেকে কিছু অংশ দাও।[২১৪]

ঘর ঘেঁষে যে বসবাস করে শুধুমাত্র সে-ই প্রতিবেশী নয়, যেমনটি কিছু লোকজন ধারণা করে। 'আসার'-এ বর্ণিত হয়েছে ঃ চল্লিশ ঘর প্রতিবেশীর মধ্যে গণ্য।[২১৫]

কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, চার দিকের প্রত্যেক দিকে চল্লিশ ঘর প্রতিবেশী। সুতরাং প্রত্যেক গোত্রের সবাই একে অন্যের প্রতিবেশী।

আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে তাদের একজনের দরজা আমার দরজার সামনাসামনি আর অন্যজনের দরজা আমার দরজার পাশে। হতে পারে, আমার নিকট যে খাবার

---

২১০. বুখারী ও মুসলিম।

২১১. ত্বাবারানী, বাইহাকী।

২১২. হাকিম।

২১৩. আল খারিতি, মাকারিমুল আখলাক এবং ইবনে আদী, আল-কামিল।

২১৪. মুসলিম।

২১৫. আবু দাউদ।

www.pathagar.com

আছে তাতে তাদের দু'জনের চলবে না তাহলে কে অগ্রাধিকার পাবে? তিনি বললেন, "যার দরজা তোমার সামনাসামনি।[২১৬]

ইসলাম চায় প্রতিটি জনগোষ্ঠী সহমর্মিতাপূর্ণ সামাজিক ইউনিটে পরিণত হোক, সুখে-দুঃখে একে অন্যের সহযোগী হোক, যাতে তারা তাদের দুর্বলদের সাহায্য করতে পারে, ক্ষুধার্তদের খাবার দিতে পারে এবং বস্ত্রহীনের পোশাকের ব্যবস্থা করতে পারে, নতুবা তাদের থেকে আল্লাহ ও তার রাসূলের নিরাপত্তা উঠে যায় এবং মুমিন সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকার অধিকার তাদের থাকে না।

ইসলামী শিষ্টাচারের সুন্দর দিক হলো, ইসলাম প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে যদিও সে অমুসলিম হয়ে থাকে।

মুজাহিদ বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা)-এর নিকট গিয়েছিলাম। তখন তার গোলাম বকরীর চামড়া ছাড়াচ্ছিল। তিনি বললেন, হে গোলাম .. চামড়া ছাড়ানো শেষ হলে আমাদের এই ইয়াহুদী প্রতিবেশীকে দিয়ে শুরু করো। একথা তিনি কয়েকবার বললেন। গোলামটি তাকে বললো, এক কথা আপনি কতবার বলছেন? আব্দুল্লাহ বিন উমর বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে সবসময় উপদেশ দিতেন এমনকি আমাদের আশংকা হতো যে তিনি তাদের আমাদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।[২১৭]

২. ঈদুল আযহাতে কুরবানী করা ঃ হানাফী মাযহাব অনুসারে ঈদুল আযহার দিন সচ্ছল মুসলিমের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করবে না, সে যেন ঈদগাহের নিকটে না আসে।[২১৮]

৩. শপথ ভঙ্গের কাফফারা ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.

অর্থ ঃ অতঃপর এর কাফফারা হলো দশ জন দরিদ্রকে মধ্যম মানের খাবার প্রদান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খেতে দাও, অথবা তাদের বস্ত্র দান করা কিংবা একজন দাসমুক্ত করা।[২১৯]

---

২১৬. বুখারী।

২১৭. আবু দাউদ ও তিরমিযী।

২১৮. আহমদ ও ইবনে মাজাহ।

২১৯. সূরা মায়িদা ঃ ৮৯।

www.pathagar.com

৪. 'জিহার'-এর কাফফারা ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য আমার 'মা' 'বোন' বা এ ধরনের নারীদের মতো (যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) তাহলে কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত তার স্ত্রী তার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। এর কাফফারা হলো, একটি গোলাম বা বাঁদী মুক্ত করে দেয়া, গোলাম বা বাঁদী না থাকলে বিরতিহীনভাবে দু'মাস সিয়াম (রোযা) পালন করা, আর এতেও সক্ষম না হলে ষাট জন মিসকীনকে খাওয়ানো।

৫. রমযানে দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস করার কাফফারা ঃ এর কাফফারা 'জিহার' -এর কাফফারার মতো। এই বিধান সহীহ হাদীসে প্রমাণিত।

৬.'ফিদইয়া' ঃ অতিশয় বৃদ্ধ, অক্ষম মহিলা এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোযা পালনে অক্ষম ব্যক্তি রমযান মাসে প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকীনের খাবারের সমপরিমাণ 'ফিদইয়া' দান করবে।

যেমন কুরআনুল কারীমে এসেছে ঃ

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.

অর্থ ঃ সিয়াম পালন করা যাদের জন্য অতিশয় কষ্টকর তাদের কর্তব্য হলো এর পরিবর্তে ফিদইয়া হিসেবে একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা।[২২০]

এভাবে কোন কোন ফকীহর মতানুসারে গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারী যদি তার নিজের ও সন্তানের ক্ষতির আশংকা করে তাহলেও সিয়াম পালনের পরিবর্তে 'ফিদইয়া' প্রদান করতে পারবে।

৭. হাদী ঃ হজ্জ বা উমরা পালনকারী ইহরামের সময় ঘটে যাওয়া কোন নিষিদ্ধ কর্মের কাফফারা স্বরূপ বা হজ্জে কিরান বা হজ্জে তামাত্তু করার জন্য যে উট, গরু, ছাগল ও অন্যান্য পশু কাবা শরীফে নিয়ে যায় তাকে 'হাদী' বলে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ.

অর্থ ঃ হে মুমিন! ইহরামে থাকাবস্থায় তোমরা শিকার-জন্তু হত্যা কোর না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা করলে, যা সে হত্যা করলো তার বিনিময় হচ্ছে গৃহপালিত পশু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের দু'জন ন্যায়বান

২২০. সূরা বাকারা ঃ ১৮৪।

www.pathagar.com

লোক-কাবাতে প্রেরিতব্য কুরবানী রূপে। অথবা এর কাফফারা হবে দরিদ্রকে খাবার দান করা।[২২১]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ.

অর্থ ঃ তখন তোমাদের যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরাহ করে লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে।[২২২]

শরীয়ত প্রণেতা (আল্লাহ) অভাবীকে গোশত খাওয়ানোর জন্য এ কুরবানী বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। এটা এমন কোন হিকমাত বা গুরুত্বের কারণে যা শরীয়ত প্রণেতা আল্লাহই জানেন যিনি হাদীর পরিবর্তে এর মূল্য পরিশোধ বা এর কয়েক গুণ মূল্য পরিমাণ সাদাকাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.

অর্থ ঃ এখান থেকে তোমরা খাও এবং দুঃস্থ অভাবীদেরকে আহার করাও।[২২৩]

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

অর্থ ঃ তোমরা তা থেকে আহার করো এবং ধৈর্যশীল অভাবী ও যাচনাকারী অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। এভাবে আমি এদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[২২৪]

৮. ফসল তোলার সময় ফসলের 'হক' ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.

---

২২১. সূরা মায়িদা ঃ ৯৫।
২২২. সূরা বাকারা ঃ ১৯৬।
২২৩. সূরা হাজ্জ ঃ ২৮।
২২৪. সূরা হাজ্জ ঃ ৩৬।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্নস্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন–এগুলি একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশ। যখন তা ফলবান হবে তখন এর ফল আহার করবে আর ফসল তোলার দিন এর হক প্রদান করবে।[২২৫]

একদল সাহাবী ও তাবেয়ী বলেছেন, এ 'হক' যাকাত থেকে আলাদা যা কৃষকের সদিচ্ছা এবং আশেপাশের দরিদ্র ব্যক্তির প্রয়োজনের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

তাই এই 'হক'-এর ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তারা (সাহাবীগণ) যাকাত ছাড়াও অনেক কিছু দান করতেন।[২২৬]

'আতা বলেন, ঐ সময় যারা উপস্থিত হয় তাদের যথাসম্ভব দেয়া প্রয়োজন, এটা 'যাকাত' হিসেবে নয়।[২২৭]

মুজাহিদ (র) বলেছেন, তোমার নিকট গরীব লোকজন আসলে তাদের কিছু দিয়ে দাও।[২২৮]

ইবনে কাসীর বলেন, যারা ফল-ফলাদি সংগ্রহ করার সময় সাদাকা করে না তাদের আল্লাহ তা'আলা নিন্দা করেছেন, যেমনটি সূরা 'ক্বালাম'-এ বাগানের মালিকদের সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে।[২২৯]

৯. ফকীর ও মিসকীনের যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়ার অধিকার ঃ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, কেননা ইসলামী সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির নিজের ও পরিবার-পরিজনের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ যোগান দেয়ার জন্য যাকাত ফান্ডের সঙ্গতি থাকলে খুবই ভালো, তখন আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের অন্য-কিছু দান করার চাপ থেকে মুক্ত রাখবেন।

আর যদি যাকাতের মাল বা বাইতুলমালে অর্থ যোগানদাতা অন্যান্য উৎসসমূহের ঐ সামর্থ্য না থাকে তাহলে তার জন্য ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের জন্য যাকাত ছাড়াও আরো 'হক' রয়েছে। ইমাম তিরমিযী ফাতিমা বিনতে ক্বাইস (فاطمة بنت قيس)-এর সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

২২৫. সূরা আনআম ঃ ১৪১।
২২৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৮১, ১৮২।
২২৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৮১, ১৮২।
২২৮. প্রাগুক্ত, ১৮১, ১৮২।
২২৯. প্রাগুক্ত, ১৮১, ১৮২।

www.pathagar.com

থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়াও অন্যান্য অধিকার রয়েছে। তিনি সূরা বাক্বারার এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

অর্থ ঃ পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই, পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতা, কিতাব ও নবীদের উপর ঈমান আনলে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবী, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীদের দাসত্বমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান করলে এবং ওয়াদা পূর্ণ করলে। অর্থসংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্যধারণ করলে। তারাই সত্যপরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী।[২৩০]

এই আয়াত আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও অন্যান্য অভাবীদের ধন-সম্পদ দান করাকে পুণ্য লাভের উপায় হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং একে নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে–যার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, আয়াতের প্রথম দিকে যে দান করার কথা বলা হয়েছে তা যাকাত থেকে আলাদা এবং তা পুণ্য ও তাকওয়া অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। এই আয়াতটি তা ওয়াজিব হওয়ার দলীল।

বিষয়টি এতই স্পষ্ট যে এর জন্য কুরআন বা হাদীসের দলীলের প্রয়োজন নেই। এর সমর্থনে যে যৌক্তিকতা রয়েছে তা প্রভাতের আলোর চেয়ে স্পষ্ট, কেননা পবিত্র কুরআনুল কারীমের মাক্কী ও মাদানী আয়াতসমূহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ ও হাসান হাদীসসমূহ ইসলামী সমাজে সহমর্মিতা, ও সহযোগিতাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে যা অবশ্যই পালন করতে হবে।

---

২৩০. সূরা বাকারা ঃ ১৭৭।

www.pathagar.com

এজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম সমাজকে এভাবে চিত্রায়িত করেছেন, এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য অট্টালিকার মত সহযোগী যার একাংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে।[২৩১]

তিনি আরও বলেন, পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে মুমিনদের উদাহরণ হলো একটি দেহের মতো, যখনই এর কোন অঙ্গ ব্যথাতুর হয় তখন সর্বাঙ্গ জ্বর ও অনিদ্রার মাধ্যমে সমবেদনা প্রকাশ করে।[২৩২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই সে তার উপর অবিচার করবে না তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে না।[২৩৩]

এর মানে হলো, তাকে অপদস্ত করবে না, তাকে এমনভাবে ছেড়ে দিবে না–যার ফলে তাকে এককভাবে বিপদ-মুসিবত ও কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করতে হবে অথচ কেউ তাকে সহযোগিতা করবে না বা তার হাত ধরবে না।

তিনি আরও বলেছেন, যদি কোন প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনের অধিবাসীদের কেউ ক্ষুধার্ত অবস্থায় সকালে উপনীত হয় তাহলে তাদের উপর থেকে আল্লাহর নিরাপত্তা চলে যায়।[২৩৪]

যারা মিসকীনকে অবহেলা করে এবং দরিদ্র ও বঞ্চিতদের প্রতি কঠোর ও নির্দয় আচরণ করে তাদের বিরুদ্ধে কুরআনুল কারীমে দুঃখ-দুর্দশার সতর্কবাণী এবং দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির হুমকি রয়েছে।

কুরআনুল কারীম প্রথমদিকে নাযিলকৃত 'সুরা মুদ্দাসসির'-এ আখিরাতের একটি দৃশ্য বর্ণনা করেছে, দক্ষিণপন্থী মুমিনগণ জান্নাতে অবস্থানকালে অবিশ্বাসী ও মিথ্যারোপকারী পাপীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। যাদের উপর ইতোমধ্যেই আগুনের শাস্তি আপতিত হয়েছে। তাদেরকে প্রশ্ন করবে যে, কি কারণে তাদের উপর এই শাস্তি নেমে এসেছে। তাদের স্বীকৃতি অনুযায়ী তাদের এই শাস্তির কারণ হলো নিঃস্বদের সম্পদ ধ্বংস করা এবং তাদেরকে ক্ষুধা ও বস্ত্রহীনতার থাবায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া এবং এ সময় তাদের দিকে ফিরে না তাকানো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

---

২৩১. বুখারী ও মুসলিম।
২৩২. বুখারী ও মুসলিম।
২৩৩. বুখারী।
২৩৪. হাকিম।

www.pathagar.com

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنْ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ.

অর্থ ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ, তবে দক্ষিণপন্থী ব্যক্তিগণ ছাড়া, তারা থাকবে জান্নাতে (উদ্যানে) এবং তারা অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তোমাদেরকে কিসে 'সাকার' (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা নামায আদায়কারী ছিলাম না এবং আমরা অভাবগ্রস্তদের খাবার দান করতাম না।[২৩৫]

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমের সূরা 'আল-ক্বালাম'-এ একটি বাগানের মালিকদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যারা ফসল সংগ্রহের দিন আহরিত ফসল থেকে কিছু অংশ পেতে অভ্যস্থ অভাবীদেরকে বঞ্চিত করার জন্য রাতে ফসল সংগ্রহের সময় নির্ধারণ করেছিল। এ কারণে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার তাৎক্ষণিক শাস্তি আপতিত হলো ঃ

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢٠) فَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ (٢١) أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (٢٢) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (٢٣) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (٢٤) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (٢٥) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (٢٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ.

অর্থ ঃ অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে এক বিপর্যয় হানা দিলো সেই উদ্যানে যখন তারা নিদ্রিত ছিল। ফলে তা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো। ভোরে তারা একে অন্যকে ডেকে বললো, তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চলো, অতঃপর নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে চললো, 'আজ যেন তোমাদের নিকট কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করতে না পারে।' অতঃপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম-এই বিশ্বাস নিয়ে

২৩৫. সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৩৮-৪৪।

www.pathagar.com

প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করলো, তখন বললো, 'আমরা তো দিশা হারিয়ে ফেলেছি। বরং আমরা তো বঞ্চিত'।[২৩৬]

তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটি বললো, আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই? এখনও তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছো না কেন? তারা বললো, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

অর্থ ঃ শাস্তি এমনই হয়ে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর। যদি তারা জানতো![২৩৭]

কুরআনুল কারীম অভাবীদেরকে খাবার দেয়া এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানানো এবং তাদের প্রতি অবহেলা ও তাদের সম্পদ ধ্বংস করার বিষয়ে সতর্ক করার মাধ্যমেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং এরচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তাই প্রত্যেক অভাবীর স্বার্থে মুমিনের কাঁধে এই দায়িত্ব অর্পণ করেছে যে, সে অন্য লোকদেরকে দরিদ্রদের খাবার খাওয়ানো ও তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনের বিষয়ে প্রেরণা যোগাবে। কুরআন এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করাকে মহান আল্লাহর প্রতি কুফরীর লক্ষণ এবং তাঁর অসন্তুষ্টি ও আখিরাতে জাহান্নামের আগুনের শাস্তির কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বাম পাশের লোকদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ(٢٥)
وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (٢٦) يَالَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ (٢٧) مَا أَغْنَى
عَنِّي مَالِيَهْ (٢٨) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ.

অর্থ ঃ কিন্তু যার 'আমলনামা' তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমাকে যদি আমার 'আমালনামা' দেয়া না হতো এবং আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম! 'আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসলো না। আমার ক্ষমতাও নষ্ট হয়েছে।'[২৩৮]

---

২৩৬. সূরা কালাম ঃ ১৯-২৭।
২৩৭. সূরা কালাম ঃ ৩৩।
২৩৮. সূরা হাক্কাহ ঃ ২৫-২৯।

www.pathagar.com

অতঃপর 'আহকামুল হাকিমিন' (সকল বিচারকের বিচারক) যথাযোগ্য শাস্তির মাধ্যমে ন্যায়ভাবে তার ফয়সালা প্রদান করবেন ঃ

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ.

অর্থ ঃ ফেরেশতাদের বলা হবে, 'ধর একে, তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর তাকে নিক্ষেপ করো জাহান্নামে। পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত করো সত্তর হাত লম্বা একটি শিকলে।[২৩৯]

আল্লাহ তা'আলা এই কঠিন শাস্তির কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (٣٣) وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ.

অর্থ ঃ সে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিল না এবং অভাবগ্রস্তকে খাবার দিতে উৎসাহ দিতো না।[২৪০]

অর্থাৎ সমাজের অন্যান্যদের দরিদ্র ব্যক্তিকে খাবার দিতে এবং তাদের অভাব পূরণ করতে উৎসাহ দিতো না।

এই আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলে অন্তর কেঁপে ওঠে, শরীর শিহরিত হয়। এই আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবন করেই আবু দারদা (রা)-এর মতো ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে একথা বলেছিলেন ঃ হে উম্মু দারদা, আল্লাহ তা'আলার একটি শিকল রয়েছে যার মাধ্যমে জাহান্নাম সৃষ্টি করার সময় থেকে সেখানে অনবরত বড়ো বড়ো কড়াই সেদ্ধ করা হচ্ছে, যা মানুষের গ্রীবাদেশ স্পর্শ করবে। মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনার কারণে তিনি আমাদেরকে এর অর্ধেক শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছেন সুতরাং অভাবীদের খাবার দেয়ার জন্য অন্যকে উৎসাহ দাও, হে উম্মু দারদা।[২৪১]

কুরআন নাযিলের পূর্বে পৃথিবী এমন কোন গ্রন্থ দেখেনি যা অভাবীদের খাবার দিতে উৎসাহ না দেয়াকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়া এবং বেদনাময় শাস্তির কারণ হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

---

২৩৯. সূরা হাক্কাহ ঃ ৩০-৩২।

২৪০. সূরা হাক্কাহ ঃ ৩৩-৩৪।

২৪১. আবু উবাইদ, আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ৩২২।

www.pathagar.com

সুরা 'আল-মাউন'-এ আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা এবং অভাবীকে খাবার দিতে উৎসাহ না দেয়াকে ইসলামের প্রতি মিথ্যারোপের লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢)
وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ.

অর্থ ঃ তুমি কি তাকে দেখেছো যে দ্বীন (ইসলাম)-কে অস্বীকার করে? সে তো ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবীকে খাবার দানে উৎসাহ দেয় না।[২৪২]

আল্লাহ তা'আলা অবিচারপূর্ণ জাহিলী সমাজকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

كَلاَّ بَل لاَ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلاَ تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ.

অর্থ ঃ না, কখনও নয়। বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না এবং তোমরা অভাবীদের খাবার প্রদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না।[২৪৩]

এই আয়াতে পারস্পরিক সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং অভাবীকে সহায়তা প্রদানে একে অন্যকে সহযোগিতা করার জন্য পুরো সমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু বামপার্শ্বস্থ, জাহিলী (অজ্ঞতাবাদী) ও দ্বীনের প্রতি মিথ্যারোপকারী লোকজন অভাবীদের খাবার প্রদানে উৎসাহ দেয় না এবং এতে আগ্রহ প্রদর্শন করে না। তাই বিশ্বাসী ও দ্বীনকে সত্যায়নকারী লোকের কর্তব্য হলো, নিঃস্ব ও অভাবীদের সাহায্য প্রদানের জন্য কাজ করা, যদিও তা অন্যদের থেকে সাহায্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে হয়, যাতে আল্লাহ তা'আলার সতর্কবাণী থেকে বাঁচা যায়।

এটাই হলো দাতব্য সংস্থা এবং দরিদ্রের সাহায্যার্থে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সংগঠনসমূহের কর্মপদ্ধতি। পবিত্র কুরআনুল কারীমে এ ধরনের আরো আয়াত রয়েছে যার মধ্যে এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এমনই বলেছেন।

---

২৪২. সূরা মাউন ঃ ১-৩।

২৪৩. সূরা ফাজর ঃ ১৭-১৮।

www.pathagar.com

'ইবনে হাযম'(র)-এর মতামত

যিনি এই অধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এর সমর্থনে কুরআনুল কারীম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের বক্তব্য থেকে প্রচুর দলিল-প্রমাণ উপস্থানের মাধ্যমে একে সুদৃঢ় করেছেন, তিনি হলেন জাহেরী ফকীহ ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযাম, যিনি তাঁর ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কোন ধরনের ব্যক্তিগত মতামত বা কিয়াস-এর স্বীকৃতি না দিয়ে কুরআন-হাদীসের ভাষ্যের বাহ্যিক দিকের প্রতি নির্ভর করতেন। তিনি এই অধিকার প্রমাণ করতে গিয়ে এমনসব সহীহ ভাষ্য পেয়েছেন, যেগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট এবং সংখ্যায় অধিক–যার মাধ্যমে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, সব দেশের সামর্থ্যবান ধনী ব্যক্তির উপর যাকাত ছাড়া অতিরিক্ত অধিকার (হক) আরোপ করা একটি দ্বীনি বাধ্যবাধকতা, যাতে সেদেশের দরিদ্র জনতা সচ্ছল হয়ে ওঠে, তাদের মৌলিক অভাব পূরণ হয় এবং যার ফলে তাদের জন্য তিনটি বিষয় সুনিশ্চিত হয় ঃ

১. সুস্থ ও সবলভাবে বেঁচে থাকতে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার।

২. ঠাণ্ডা, গরম, শীত ও গ্রীষ্মের কষ্ট প্রতিরোধক সতর আবৃতকারী মানানসই পোশাক।

৩. প্রচণ্ড গরম, বৃষ্টি ও পথচারীদের দৃষ্টি প্রতিরোধক মানানসই বাসস্থান।

কোন কোন ফকীহ 'ধনীর সম্পদে দরিদ্রের জন্য যাকাত ব্যতীত অন্যকোন হক (অধিকার) নেই,' বলে যে মত পোষণ করেছেন, ইবনে হাযাম তার বিপরীতে এমন অকাট্য জবাব দিয়েছেন যে, এরপর কারোরই তার মতামত গ্রহণ না করার কোন সুযোগ নেই।

ইবনে হাযাম 'মুহাল্লা' নামক গ্রন্থে বলেন, সকল দেশের ধনী ব্যক্তিদের আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো দরিদ্র জনতাকে সাহায্য করা। তারা যাকাত আদায় না করলে দেশের শাসক তাদের বাধ্য করতে পারবেন। যদি স্থানীয় পর্যায়ে আহরিত যাকাত, এমনকি সকল মুসলমানের প্রদত্ত যাকাতও তাদের অভাব পূরণে যথেষ্ট না হয় তাহলে সক্ষম ধনীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ আদায় করার মাধ্যমে তাদের অত্যাবশ্যকীয় খাবার, শীত-গ্রীষ্ম থেকে বাঁচার কাপড় এবং বৃষ্টি, গরম, সূর্যের তাপ ও পথচারীদের দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পারে এমন বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।[২৪৪]

---

২৪৪. ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫২, মাসআলা নং ৭২৫।

www.pathagar.com

কুরআন থেকে দলীল

এ বিষয়ে প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ.

অর্থ ঃ আত্মীয়-স্বজন, অভাবী ও মুসাফিরকে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও।[২৪৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

অর্থ ঃ এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবী, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।[২৪৬]

সুতরাং দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্যের সঙ্গে সঙ্গে অভাবী ও মুসাফিরের প্রাপ্য আদায় করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, অভাবী, প্রতিবেশী ও দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা ফরয (অত্যাবশ্যক) করেছেন। সদ্ব্যবহারের জন্য উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন আর সদ্ব্যবহার না করাটাই দুর্ব্যবহার তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ.

অর্থ ঃ তোমাদের কিসে 'সাকার' (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, 'আমরা নামায আদায়কারী ছিলাম না এবং আমরা অভাবগ্রস্তকে খাবার দান করতাম না।[২৪৭]

আল্লাহ তা'আলা অভাবীকে খাবার দান করার বিষয়টি নামায বাধ্যতামূলক হওয়ার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

---

২৪৫. সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬।

২৪৬. সূরা নিসা ঃ ৩৬।

২৪৭. সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৪২-৪৪।

www.pathagar.com

সুন্নাহ থেকে দলীল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অসংখ্য সহীহ সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না তাকে আল্লাহ তা'আলা দয়া করেন না।[২৪৮]

সুতরাং যার অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে অথচ তার এক মুসলিম ভাই ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন ও বাসস্থানহীন অবস্থায় দেখেও তাকে সাহায্য করেনি, সে নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি দয়া করেনি।

আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সিদ্দিক (রা) থেকে বর্ণিত আসহাবে সুফ্ফার লোকজন খুব দরিদ্র ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার নিকট দু'জনের খাবার আছে সে যেন তৃতীয় জনকে এতে শরীক করে এবং যার নিকট চারজনের খাবার আছে সে যেন পঞ্চম বা ষষ্ঠ ব্যক্তিকে এতে শরীক করে।[২৪৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অবিচার করবে না এবং তাকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দিবে না। [২৫০] ইবনে হাযাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে খাবার ও পোশাক দান করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাকে ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন অবস্থায় রাখলো সে যেন তাকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দিলো।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার অতিরিক্ত বাহন রয়েছে সে যেন, যার বাহন নেই তাকে তা দিয়ে দেয়, আর যার অতিরিক্ত পাথেয় রয়েছে সে যেন যার পাথেয় নেই তাকে দিয়ে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো কিছু খাতের উল্লেখ করলেন যাতে আমাদের মনে হলো যে অতিরিক্ত সম্পদের উপর আমাদের কারোরই অধিকার নেই।[২৫১]

ইবনে হাযাম বলেন ঃ এটা সাহাবীগণের 'ইজমা' বা ঐকমত্য যা আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেছেন।

আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ক্ষুধার্তকে খাবার দাও এবং সঙ্কটাপন্নকে মুক্ত করো।[২৫২]

এ বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের অসংখ্য দলীল রয়েছে।

---

২৪৮. বুখারী ও মুসলিম।
২৪৯. বুখারী।
২৫০. বুখারী।
২৫১. মুসলিম।
২৫২. বুখারী।

www.pathagar.com

'আসার' থেকে দলীল

শাকীক বিন আবু সালমা থেকে আবু ওয়াইল বর্ণনা করেছেন, উমর বিন খাত্তাব (রা) বলেন, আমি এখন যা দেখছি তা যদি আমার দায়িত্বের প্রথমদিকে দেখতে পেতাম তাহলে ধনীদের অতিরিক্ত সম্পদ নিয়ে নিতাম এবং তা দরিদ্র মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম।

আলী বিন আবু তালিব (রা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ধনীর উপর এমন পরিমাণ সম্পদ দান করা বাধ্যতামূলক করেছেন যা অভাবীদের অভাব পূরণে যথেষ্ট হয়। কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি ক্ষুধার্ত থাকে, বস্ত্রহীন থাকে বা কষ্টকর জীবন-যাপন করে, তাহলে তা ধনীর নেতিবাচক ভূমিকার কারণেই হয়। তাই কিয়ামতের দিন তাদের এ বিষয়ে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা এবং এ কারণে শাস্তি দেয়ার অধিকার আল্লাহ তা'আলা সংরক্ষণ করেন।

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাকাত ছাড়াও তোমার সম্পদে দরিদ্রের প্রাপ্য রয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা), হাসান বিন আলী (রা) এবং ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তারা সবাই এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, তুমি যদি বেদনাদায়ক রক্তপণ, ভীতিকর ঋণ বা শোচনীয় দারিদ্র্যের কারণে মানুষের নিকট চাও তাহলে তোমার চাওয়ার অধিকার রয়েছে।

আবু উবাইদা বিন আল-জাররা (ابو عبيدة بن الجراح)-সহ তিনশ' সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, একসময় তাদের খাদ্রদ্রব্য ফুরিয়ে গিয়েছিল তখন আবু উবাইদার নির্দেশে সবাই তাদের খাদ্যদ্রব্য একস্থানে এনে জমা করলেন। তখন তিনি সবার মাঝে তা সমানভাবে ভাগ করে দিলেন। এ বিষয়ে সাহাবীগণের অকাট্য ইজমা (ঐকমত্য) হয়েছে, যে বিষয়ে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেনি।

শাবী (شعبي), মুজাহিদ(مجاهد) , তাউস (تاؤوس) ও অন্যদের থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তারা সবাই বলেছেন, অর্থসম্পদে যাকাত ছাড়াও প্রাপ্য রয়েছে।

ইবনে হাযাম বলেন, এ বিষয়ে কেউ কোন ভিন্নমত পোষণ করেছে বলে আমরা জানি না।

তবে দাহ্হাক বিন মুযাহিম (دحاك بن مزاحم) এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, তিনি বলেছেন, যাকাতের বিধান প্রচলনের ফলে অর্থ-সম্পদে (দরিদ্রদের) অন্য সকল হক রহিত হয়ে গিয়েছে।

ইবনে হাযাম বলেন, দাহ্হাকের বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং তার অভিমত কেমন হবে?! আর আশ্চর্যের বিষয় হলো দাহহাকের কথা স্ববিরোধী, কারণ তিনি যাকাত ছাড়াও সম্পদে অন্যান্য অধিকারের কথা বলেছেন, যেমন দরিদ্র মা-বাবা, স্ত্রী, গোলাম, পশু-পাখি, ঋণ ও ক্ষতিপূরণের জন্য খরচ করা।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ উপায়

ঐচ্ছিক সাদাকা এবং ব্যক্তিগত দান

এই ফরয অধিকার এবং আবশ্যকীয় বিধি-বিধানের ঊর্ধ্বে উঠে ইসলাম পরোপকারী উদার দানশীল মন তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছে। যে মন তার নিকট যা চাওয়া হয় তারচেয়ে বেশি দান করবে, অত্যাবশ্যকীয় দানের চেয়ে বেশি দান করবে; বরং চাওয়া ও হাত পাতা ছাড়াই দান করবে, সুখে-দুঃখে, দিনে-রাতে, প্রকাশ্যে-গোপনে দান করবে। এ সে ব্যক্তি যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও পছন্দ করে বরং নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে, যদিও সে নিজে অভাবে দিন কাটায়।

এ সে ব্যক্তি যে অর্থ-সম্পদকে জীবন ধারণের উপায় হিসেবে গণ্য করে; চূড়ান্ত টার্গেট হিসেবে নয়। একে ব্যয়-নির্বাহ ও মানুষের কল্যাণের উপায় হিসেবে গণ্য করে। ফলে তার অন্তর কল্যাণের প্রস্রবণে সিক্ত হয়ে ওঠে, তার হাত দানের পশরা নিয়ে অকৃপণভাবে প্রসারিত হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রতিদানের আশায়, সুনাম সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষায় নয়, নয় কোন শাসকের শাস্তির ভয়ে।

যারা ধারণা করে, আইন-কানুন আরোপিত সিদ্ধান্ত ও বিধি-বিধানই মানব-জীবনের সবকিছু। এরা অগভীর জ্ঞানের অধিকারী, তারা মানুষের হাকীকত (বাস্তব অবস্থা) অনুধাবন করেনি। মানুষ এমন কোন যন্ত্র নয় যে তাকে ঘোরানো হলে ঘোরে এবং থামানো হলে থামে। বরং এটি একটি সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্র যা বস্তু ও আত্মা, শরীর ও মন, যুক্তি ও আবেগ, শিরা-উপশিরা ও বোধশক্তি এবং চিন্তা ও অনুভূতির সমন্বয়ে গঠিত। মানুষ এমন একটি জীব যে কল্পনা করে ও নির্দেশ প্রদান করে, বোঝে ও অনুধান করে, বিচার-বিবেচনা করে ও অগ্রাধিকার প্রদান করে, কাজ করে ও কাজ করা থেকে বিরত থাকে এবং প্রভাবিত হয় ও প্রভাবিত করে। সুতরাং মানুষের সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হবে যাতে তার চরিত্র ও মন যথাযথভাবে গঠিত হয়। ফলে সে আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা ও ঘাটতিকে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছাতে পারে।

অন্যদিকে ইসলাম একটি দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) হিসেবে মানুষের জীবনের এই উন্নত চরিত্রগত দিকটিকে অবশ্যই গুরুত্ব প্রদান করে এবং শুধু আইন-কানুন কর্তৃক স্বীকৃত এবং সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত হকসমূহ (অধিকারসমূহ) প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট মনে করে না। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে এ চরিত্রগত দিকটি

www.pathagar.com

শুধুমাত্র সমাজের লোকজনের সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠার উপায়ই নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতে আম্বিয়ায়ে কিরামের সাহচর্য লাভের উপযুক্ত সৎ ও যোগ্য মানুষ তৈরির ক্ষেত্রে এটি ইসলামের অন্যতম লক্ষ্যও বটে।

এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অনেক আয়াত এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলি সুসংবাদ, সতর্কতা, আগ্রহ ও ভীতি সম্বলিত, দান-সাদাকার উৎসাহ দানকারী, কৃপণতা থেকে সাবধানকারী এবং চমৎকার শৈল্পিক চিত্রাঙ্কিত এবং অত্যধিক সাহিত্যিক মানসম্পন্ন। যেগুলিতে উল্লিখিত সাবধানবাণী কঠিন অন্তরকে বিগলিত করে এবং পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি গুটানো হাতকে খুলে দেয়, ফলে মানুষ কল্যাণকর কাজে ব্রতী হয় এবং তাদের দানের হাত প্রসারিত হয়। আমরা এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের গুটিকয়েক উদাহরণ দিয়েই সমাপ্তি টানবো, যদিও এর সংখ্যা অনেক বেশি।

আল-কুরআন থেকে উদাহরণ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

অর্থ ঃ কে সে, যে আল্লাহকে করদে হাসানা (নিঃস্বার্থ ঋণ) প্রদান করবে? তিনি তার জন্য একে বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[২৫৩]

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١) الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلاَ أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ.

২৫৩. সূরা বাকারা ঃ ২৪৫।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা হলো একটি শস্যদানা, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যদানা হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে অতঃপর যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।[২৫৪]

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ.

অর্থ ঃ যারা রাত ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের পুণ্যফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[২৫৫]

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ.

অর্থ ঃ তোমরা দ্রুতবেগে অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের মতো, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে।[২৫৬]

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

অর্থ ঃ বলো, আমার প্রতিপালক তো বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযক্ বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযক্দাতা।[২৫৭]

---

২৫৪. সূরা বাকারা ঃ ২৬১-২৬২।

২৫৫. সূরা বাকারা ঃ ২৭৪।

২৫৬. সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৩-১৩৪।

২৫৭. সূরা সাবা ঃ ৩৯।

www.pathagar.com

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ.

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ তোমাদের যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় করো। তোমাদের যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।[২৫৮]

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ ঃ আর তারা অন্যদের নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয় যদিও নিজেরা অভাবগ্রস্ত থাকে। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত করা হয়েছে তারাই সফলকাম।[২৫৯]

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنْ الصَّالِحِينَ.

অর্থ ঃ আমি তোমাদের যে রিযক্ দিয়েছি তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকা করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণ হতাম।[২৬০]

وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا.

অর্থ ঃ তোমরা নিজেদের কল্যাণের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকট পাবে। সেটি উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর।[২৬১]

---

২৫৮. সূরা হাদীদ ঃ ৭।
২৫৯. সূরা হাশর ঃ ৯।
২৬০. সূরা মুনাফিকুন ঃ ১০।
২৬১. সূরা মুযযাম্মিল ঃ ২০।

www.pathagar.com

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا (٩) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا.

অর্থ ঃ খাবারের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবী, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার দান করে এবং বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের আহার দান করি, আমরা তোমাদের থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।[২৬২]

فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.

অর্থ ঃ সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেনি। তুমি কি জানো বন্ধুর গিরিপথ কি? এটা হচ্ছে দাসমুক্তি অথবা ইয়াতীম আত্মীয়কে অথবা দারিদ্র্য নিষ্পেষিত নিঃস্বকে দুর্ভিক্ষের দিনে খাবার দান। তদুপরি সে অন্তর্ভুক্ত হয় মুমিনদের এবং তাদের, যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয়, ধৈর্যধারণের এবং দয়া-দাক্ষিণ্যের, তারাই সৌভাগ্যশালী।[২৬৩]

হাদীস থেকে উদাহরণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা বলে আমার সম্পদ, আমার সম্পদ, আসলে তার সম্পদের মধ্যে শুধু তিন ধরনের সম্পদই তার, যা সে খেয়ে ফেলেছে, যা শেষ হয়ে গিয়েছে, অথবা যা পরিধান করেছে। অতঃপর তা ফুরিয়ে গিয়েছে, অথবা যা দান করেছে এবং তা মানুষকে সন্তুষ্ট করেছে। এতদ্ব্যতীত যে সম্পদ রয়েছে তা তো মানুষের জন্য পড়ে থাকবে।[২৬৪]

---

২৬২. সূরা দাহর ঃ ৭-১০।

২৬৩. সূরা বালাদ ঃ ১১-১৮।

২৬৪. আবু হুরাইরা সূত্রে মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার উত্তরাধিকারীর সম্পদ তার সম্পদের চাইতে প্রিয়? উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার নিকট নিজস্ব সম্পদ অধিক প্রিয় নয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে সম্পদ সে খরচ করে ফেলেছে তাই তার সম্পদ, আর যা রেখে গেছে তা তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ।[২৬৫]

তিনি আরও বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলবেন তখন উভয়ের মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। অতঃপর সে (বান্দা) ডানদিকে তাকাবে, তখন যা করে গেছে তা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না, অতঃপর বাম দিকে তাকাবে তখনও সে যা করেছে তাছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর যখন সামনের দিকে তাকাবে তখন আগুন ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং তোমরা আগুনকে ভয় করো, যদি আধটুকু খেজুর দান করার মাধ্যমেও হয়।[২৬৬]

'আধটুকু খেজুর' মানে হলো ঃ তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে দান করো, যদি তা সামান্য পরিমাণও হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ (খেজুরের মূল্য) সম্পদ সাদাকা করে (আল্লাহ তা'আলা পবিত্র বস্তু ছাড়া কিছুই কবুল করেন না), আল্লাহ তা'আলা তা ডান হাতে গ্রহণ করেন (সাদরে গৃহীত হওয়ার প্রমাণ হিসেবে), অতঃপর তা দানকারীর জন্য বৃদ্ধি করেন, শেষ পর্যন্ত তা পাহাড়সম আকার ধারণ করে যেমন তোমাদের কেউ তার সদ্যপ্রসূত ঘোড়ার শাবক সযতনে বড় করে তোলে।[২৬৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ সাদাকা গোনাহকে (ভুলত্রুটি) শেষ করে দেয় যেমন পানি নিভিয়ে দেয় আগুনকে। [২৬৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ মানুষের বিচার-ফয়সালা (শেষ বিচার) না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকেই সাদাকার ছায়ায় অবস্থান করবে (নিরাপদে থাকবে)। [২৬৯]

---

২৬৫. বুখারী ও মুসলিম।
২৬৬. বুখারী ও মুসলিম।
২৬৭. বুখারী ও মুসলিম।
২৬৮. আবু ইয়ালা জাবির থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।
২৬৯. আহমাদ, ইবনে খুযাইমা।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ এক দিরহাম একলক্ষ দিরহামকে ছাড়িয়ে গেছে। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, এটা কিভাবে সম্ভব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কোন ব্যক্তির অঢেল সম্পদ আছে, সে তা থেকে একলক্ষ দিরহাম নিয়ে সাদাকা করে দিয়েছে, আর অন্য এক ব্যক্তির সর্বসাকুল্যে দু'টি দিরহাম রয়েছে, সে তা থেকে একটি দিরহাম সাদাকা করে দিয়েছে।[২৭০]

পাঠক যেন কোনক্রমেই এ ধারণা পোষণ না করেন যে, এ সকল কুরআনের আয়াত ও হাদীস মুসলমানদের বাস্তব জীবনে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এ ধরনের ধারণা কোনভাবেই সঠিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে এগুলি কল্যাণমূলক কাজের অনুপ্রেরণাদায়ক এবং পরিশুদ্ধ অনুভূতি, মহৎ আবেগ ও সত্যিকারের দৃঢ়তা পোষণের ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা ও উদ্দীপক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

মুসলমানদের বাস্তব জীবনে কুরআন ও হাদীসের এই দলীল যে বরকতপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে তার প্রমাণ স্বরূপ আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস থেকে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করছি ঃ

মুফাসসিরগণ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যখন কুরআন শরীফের আয়াত ঃ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ.

অর্থ ঃ 'কে সে, যে আল্লাহকে করদে হাসানা প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন (সূরা বাক্বারা ঃ ২৪৫)' অবতীর্ণ হলো তখন আবু দাহদাহ আনসারী (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট 'করদে হাসানা' চান?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আবু দাহদাহ, আবু দাহদাহ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে আপনার হাতটি দেখান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাঁর হাতটি বের করে দেখালেন। আবু দাহদাহ বলেন, আমি আমার মহাসম্মানিত 'রব' (প্রতিপালক)-কে আমার বাগানটি করদে হাসানা দিলাম।

ইবনে মাসউদ বলেন, তার বাগানে ছয়শত খেজুর গাছ ছিল, সেখানে তার স্ত্রী উম্মু দাহদাহ ও তার পরিবার-পরিজন বসবাস করতো। তিনি বলেন, এরপর আবু দাহদাহ এসে উম্মু দাহদাহকে ডেকে বললেন, হে উম্মু দাহদাহ, তিনি

২৭০. নাসাঈ, ইবনে খুযাইমা।

www.pathagar.com

বললেন, এই তো হাজির! আবু দাহদাহ বলেন, বেরিয়ে এসো, আমি এটি আমার মহা সম্মানিত 'রব'-কে করদে হাসানা দিয়েছি।[২৭১]

ইমাম আহমাদ আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আবু তালহা ছিল মদীনার আনসারী সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী, তাঁর সবচাইতে পছন্দনীয় সম্পদ ছিল 'বীরহা' নামক একটি বাগান। এটি মসজিদের সামনাসামনি অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে প্রবেশ করতেন এবং সেখান থেকে ভালো পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন কুরআন শরীফের আয়াত ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.

'তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না... (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২)' অবতীর্ণ হলো তখন আবু তালহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তা'আলা বলছেন, 'তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না', আর আমার সবচাইতে প্রিয় সম্পদ হলো 'বীরহা', তাই এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাদাকা করলাম। আমি এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট পুণ্য ও পাথেয় আশা করি। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন সেভাবে আপনি তা গ্রহণ করুন।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বাহ! বাহ! এ তো লাভজনক সম্পদ, এ তো লাভজনক সম্পদ, আমি তোমার কথা শুনলাম, আমার মত হলো এটি তুমি নিকট আত্মীয়দের বণ্টন করে দাও।

অতঃপর আবু তালহা বলেন, হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল, আমি তাই করবো।

অতঃপর তিনি তার নিকটাত্মীয় ও চাচার বংশধরদের এটি ভাগ করে দেন।[২৭২]

এই দান-সাদাকা ও বদান্যতার ধারা সকল যুগে চালু ছিল। ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই মানুষ এ ধরনের উন্নত নমুনা (Model) ও উদাহরণ প্রত্যক্ষ করেছে। আর এক্ষেত্রে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই তাদের নিকট স্বর্ণ, রৌপ্য, টাকা-কড়ি ও পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসের চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল।

---

২৭১. তাফসীরে ইবনে কাসীর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৯৯।

২৭২. তাফসীরে ইবনে কাসীর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮১।

www.pathagar.com

ইমাম লাইছ বিন সাদ (ليث بن سعد) (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর সম্পদ থেকে দৈনিক একহাজার দিনার আয় হতো, তা সত্ত্বেও তাঁর উপর যাকাত দেয়া ওয়াজিব হতো না। কেননা তিনি বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত জমিয়ে রাখতেন না, বরং সকল আয় সাদাকা করে দিতেন এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতেন।

বর্ণনাকারী বলেন, লাইছ (রা) প্রতিদিন ৩৬০ জন অভাবীকে সাহায্য না করা পর্যন্ত কথা বলতেন না। বর্ণিত আছে যে, এক মহিলা তার নিকট 'মধু' ভিক্ষা চাইলো। তিনি মহিলাকে 'মধু' দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তখন তাকে বলা হলো, মহিলাটিকে অন্য কিছু দিলেও তো খুশি হতো। তিনি বললেন, মহিলাটি চেয়েছে তার প্রয়োজন অনুযায়ী, তাই আমরাও তাকে দান করবো আল্লাহ আমাদের যে পরিমাণ নিয়ামত দিয়েছেন সে অনুযায়ী।

এমনিভাবে আব্দুল্লাহ বিন জাফর (عبد الله بن جعفر) (রা) প্রয়োজনতাড়িত কোন প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতেন না, এমনকি এজন্য তার কোন কোন বন্ধু-বান্ধব তাকে ভর্ৎসনাও করেছেন। তিনি তাদেরকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার স্বার্থে নিজেকে একটি অভ্যাসে অভ্যস্ত করেছেন, আর আমিও তাঁর বান্দার স্বার্থে নিজেকে একটি অভ্যাসে অভ্যস্ত করেছি। তিনি আমাকে দান করতে অভ্যস্ত হয়েছেন, আর আমিও তাঁর বান্দাকে দান করতে অভ্যস্ত হয়েছি। তাই আমি আশংকা করছি, আমি যদি তাঁর বান্দাদেরকে দান করার অভ্যাস ত্যাগ করি তাহলে তিনি আমার প্রতি তাঁর দান করার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন।

'ওয়াকফ্' ব্যবস্থা

ইসলাম যে সকল দান-সাদাকা সম্পর্কে উৎসাহিত করেছে তার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো যা 'সাদাকা জারিয়া' (স্থায়ী সাদাকা) নামে পরিচিত। এর স্থায়ী প্রভাব ও উপকারিতার জন্য ইসলাম এ সাদাকার ক্ষেত্রে অন্যসব সাদাকার চেয়ে ভিন্ন ধরনের পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে। এর সাওয়াব (পুরস্কার) স্থায়ী ভিত্তিতে দেয়া হবে, যতদিন মানুষ এর ফলে উপকার পেতে থাকবে ততদিন সাদকাকারী তা পেতে থাকবে।

এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের মৃত্যুর পর তিনটি বস্তু ব্যতীত অন্যসব কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে যায় ঃ সাদাকা জারিয়া, উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং নেক সন্তান–যে তার জন্য দু'আ করবে।[২৭৩]

---

২৭৩. ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য একদল 'রাবী' এটি বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি খাইবার এলাকা থেকে একখণ্ড জমি পেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, আমি খাইবার থেকে একটি জমি পেয়েছি, এরচেয়ে ভালো সম্পদ আমি কখনো পাইনি, এ সম্পর্কে আপনি আমাকে কী করতে বলেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ইচ্ছা করলে তোমার মালিকানা অটুট রেখে একে সাদাকা করে দিতে পারো।

অতঃপর উমর (রা) এটি দরিদ্র, নিকটাত্মীয়, দাস-দাসী, দুর্বল ও মুসাফিরদের কল্যাণে সাদাকা করলেন এবং শর্তারোপ করলেন যে, এটি বিক্রয় করা যাবে না, কাউকে দান করা যাবে না এবং উত্তরাধিকার সূত্রে কেউ এর মালিকানা লাভ করবে না। তবে এর দায়িত্বপ্রাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণকারী ন্যায়ভাবে তা থেকে উৎপাদিত ফল-ফলাদি খেতে পারবে এবং অসচ্ছলকে খাওয়াতে পারবে।[২৭৪]

এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ওয়াকফ'-এর শরয়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ইসলামী সমাজে সকল যুগে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। যাকে মুসলমানদের মানবকল্যাণের আবেগের অকৃত্রিমতা ও কল্যাণকর কাজের প্রতি তাদের আগ্রহের গভীরতার সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। মুসলমানরা সমাজের এমন কোন প্রয়োজন বাকি রাখেনি যেক্ষেত্রে তাদের ধনী লোকজন তাদের সম্পদের একটি অংশ বরাদ্দ করেনি।

এই ওয়াকফসমূহ এতই ব্যাপক, বিশাল ও বৈচিত্র্যময় ছিল যে, এগুলি ইসলামী জীবনব্যবস্থার গর্বের বিষয় হয়ে ওঠে এবং অভাবী ও বঞ্চিত ব্যক্তি এসব ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সেবাশ্রমসমূহ থেকে তাদের অন্ন-বস্ত্র পেতে থাকে, হাসপাতালসমূহ থেকে বিভিন্ন রোগব্যাধির চিকিৎসা পেতে থাকে এবং যানবাহনসমূহ থেকে সফর ও দুর্গম মরুভূমি পাড়ি দেয়ার সাহায্যকারী বাহন পেতে থাকে।

মানুষের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ যতই ভারি বা হাল্কা হোক, মুসলমানগণ সেগুলি সমাধান করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং এজন্য 'ওয়াক্ফ' করেছে। এমনকি তারা রুগ্ন পশু-পাখির চিকিৎসার জন্যও ওয়াক্ফ করেছে এবং কেউ আবার অভিভাবকহীন কুকুরকে খাওয়ানোর জন্য ওয়াকফ করেছে।

অসভ্য পশু-পাখির জন্যই যদি তাদের এতটুকু দরদ থেকে থাকে তাহলে সম্মানিত মানুষের প্রতি তাদের কেমন দরদ ছিল!

---

২৭৪. একদল বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

আরো নানা ধরনের 'ওয়াকফ'-এর সন্ধান পাওয়া অস্বাভাবিক নয়, যেমন ইয়াতীম, পথহারা মানুষ, অন্ধ, কর্মহীন, সব ধরনের অক্ষম ও অভাবী প্রতিবন্ধীদের জন্য।

আমরা এখানে মিশরের মামালিক যুগের একটি ঐতিহাসিক দলিলের উদ্ধৃতি দেয়াটাই যথেষ্ট মনে করছি। এই দলিলটি হলো, 'কালাউন ওয়াক্ফ হাসপাতাল হুজ্জা'। 'হুজ্জা' হলো এক ধরনের সরকারী বন্ড বা পত্র বা স্ট্যাম্প যেখানে ওয়াকিফ (ওয়াক্ফকারী) তার ওয়াকফ রেজিস্ট্রি করতেন এবং সেখানে সীমা-পরিসীমা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করতেন। এই ওয়াকফ দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম নিযুক্ত হতেন যাকে 'নাযের' (তত্ত্বাবধায়ক) বলা হতো। এই 'হুজ্জা'-তে লেখা হয়েছে ঃ

এই 'বিমারিস্তান' (হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অসুস্থ মুসলিম নারী-পুরুষের চিকিৎসার জন্য। শ্রেণী ও গোত্রের বৈচিত্র্য এবং রোগ-ব্যাধির রকমফেরসহ কায়রো ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বসবাসকারী ধনী-দরিদ্র ও স্থায়ী-অস্থায়ী সবাই এর সেবা গ্রহণ করতে পারবে। যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সব বয়সের মানুষ এখানে প্রবেশ করতে পারবে। অসুস্থ ও দরিদ্র নারী-পুরুষ সুস্থতা লাভ করা পর্যন্ত এতে অবস্থান করবে। এই হাসপাতালের সকল সাজ-সরঞ্জাম চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা যাবে। কোন বিনিময়ের শর্তারোপ ছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী, পরিচিত ও অপরিচিত রোগীদের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে।

হাসপাতালের 'নাযের' (তত্ত্বাবধায়ক) এই ওয়াক্ফ থেকে প্রাপ্ত আয় খেজুরের ডালের বা কাঠের (তিনি যা ভালো মনে করেন) খাট বা তুলার লেপ ও বালিশ তৈরির কাজে ব্যয় করতে পারবেন। তিনি রোগীর অবস্থা এবং তার রোগের চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য বিছানা ও খাটের ব্যবস্থা করবেন, তাদের প্রত্যেকের বেলায় আল্লাহর ভয় ও তাঁর আনুগত্য বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করবেন এবং চেষ্টা-সাধনা ও সর্বাধিক কল্যাণে ব্রতী হবেন। তারা তাঁর দায়িত্বভুক্ত, আর প্রত্যেক দায়িত্বশীল তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

এই হাসপাতালের রন্ধনশালা রোগীদের জন্য রান্নাকৃত মোরগ, মুরগীর বাচ্চা ও গোশত পরিবেশন করবে, এবং প্রত্যেক রোগীর জন্য বিশেষ ধরনের পথ্য সরবরাহ করবে এবং তা ঢাকা অবস্থায় সকল রোগীর নিকট পৌঁছে দিবে যাতে তারা পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পারে এবং প্রত্যেকে দুপুর-রাত ও সকাল-সন্ধ্যার খাবার পরিপূর্ণভাবে লাভ করবে।

www.pathagar.com

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক এই ওয়াকফ থেকে প্রাপ্ত আয় দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তারদের জন্য খরচ করতে পারবেন, যারা সম্মিলিতিভাবে বা পালাক্রমে রোগীদের দেখাশোনা করবেন, তাদের হাল-হাকিকত জানবেন, তাদের রোগ-ব্যাধির হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে খবর রাখবেন, রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্র, পথ্য-পানীয়ের ব্যবস্থাপত্র লিখবেন, সম্মিলিতভাবে বা পালাক্রমে হাসপাতালে রাতের বেলায়ও দায়িত্ব পালন করবেন এবং তাদের সার্বিক চিকিৎসাসেবা দিবেন ও সহানুভূতি জানাবেন।

আর যে ব্যক্তি নিজ গৃহে অসুস্থ হয়ে পড়বে অথচ সে অভাবী, তার নিকট হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানীয়, ওষুধপত্র, মাখন ও অন্যান্য দ্রব্য অকৃপণভাবে পৌঁছে দিবেন।[২৭৫]

এটি এমন এক যুগের উজ্জ্বল প্রমাণ ও শুভ্র পত্র, যে যুগটিকে মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী রাষ্ট্রের সোনালী যুগের তুলনায় পশ্চাদপদ ও পতনের যুগ বলে গণ্য করা হয়।

২৭৫. মুহাম্মাদ আল গাযালী, লাইসা মিনাল ইসলাম, পৃষ্ঠা ঃ ২৪-২৫।

www.pathagar.com

সারসংক্ষেপ

যে ছয় উপায়ে ইসলাম দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করেছে আমরা এ পর্যন্ত তার ব্যাখ্যা করেছি। এগুলির একটিকে অন্যটির সঙ্গে সংযুক্ত করে সংক্ষেপে তিনটি উপায়ে প্রকাশ করা যেতে পারে ঃ

প্রথম উপায় ঃ দরিদ্র ব্যক্তির নিজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এটা হলো, সক্ষমতা ও সুযোগ থাকলে কাজ-কর্ম করার আবশ্যকতা। আর সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো তাকে অর্থ-সম্পদ ও প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে সহযোগিতা করা, যাতে সে উপযুক্ত কাজ পেতে পারে।

দ্বিতীয় উপায় ঃ এটি মুসলিম জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যারা ওয়াজিব হুকুম পালনের স্বার্থে বা আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে সাওয়াব পাওয়ার আশায় দরিদ্রের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে। এই নিরাপত্তাব্যবস্থা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে করা হয় ঃ

১. নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় করা। ২. প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণ করা। ৩. ফরয যাকাত প্রদান করা। ৪. সম্পদের উপর দৈবাৎ আরোপিত হক (প্রাপ্য) আদায় করা, যেমন কাফ্ফারা, মানত, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য প্রদান, অভাবীর পূর্ণ সচ্ছলতা আনয়ন ইত্যাদি। ৫. সাময়িক বা স্থায়ী ঐচ্ছিক সাদাকা, যেমন ওয়াক্ফ ব্যবস্থা।

তৃতীয় উপায় ঃ এটি ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যার শরয়ী দায়িত্ব হলো উপার্জনের উপায়হীন ও অভিভাবকহীন প্রত্যেক অভাবীর সচ্ছলতার জন্য উদ্যোগী হওয়া, সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় বসবাস করে। এ ধরনের রাষ্ট্রীয় অভিভাবকত্বের উৎসসমূহ হলো ঃ

১. যাকাত ঃ দারিদ্র্য বিমোচনে যা ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারের প্রধান স্থায়ী উৎস।

২. অন্যান্য উৎসসমূহ ঃ যেমন গনীমতের এক পঞ্চমাংশ, ফাই, খিরাজ, জিযিয়া, মালিকানাহীন সম্পদ, উত্তরাধিকারহীন সম্পদ এবং রাষ্ট্রের মালিকানাধীন স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ।

৩. অতিরিক্ত উৎসসমূহ ঃ ধনীর উপর আরোপিত পরিপূরক কর, যখন দরিদ্রের অভাব মোচনে যাকাতের মাল, এমনকি অন্যসব উৎসসমূহ যথেষ্ট না হয়।

www.pathagar.com

একটি অপরিহার্য শর্ত

ইসলামী আইন-কানুন ও ইসলামী সমাজ

যে উপায়সমূহ আমরা ইতোমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি এবং যে উপায়সমূহের মাধ্যমে ইসলাম দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করেছে এবং দরিদ্রদের সচ্ছলতা আনয়ন, মৌলিক অভাব পূরণ ও মানবিক সম্মান রক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছে সেগুলির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে পারে এবং সন্তোষজনকভাবে এর সুফল পাওয়া যেতে পারে শুধুমাত্র ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি ইসলামী সমাজের তত্ত্বাবধানে এ উপায়সমূহ বাস্তবায়িত হলে, যে সমাজ ইসলামী আইন-কানুন অনুসারে পরিচালিত এবং যার অর্থনৈতিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা মহান ইসলামী শরীয়াহর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

আর যে সমাজ ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা ও দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত অথবা যে সমাজ প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও উভয়ের মিশ্র অনৈসলামী বিধি-বিধানে শাসিত সে সমাজের দারিদ্র্যের সমাধান ইসলামের খণ্ডিত বিধানের মাধ্যমে করার চিন্তা করা কোনভাবেই আদল ও ইনসাফের কথা এমনকি সুস্থ ও যৌক্তিক হতে পারে না।

জীবন ও সমাজের জন্য ইসলামের বিধান অবিভাজ্য ও পূর্ণাঙ্গ, যাকে বিভাজন করা যায় না এবং যার কিছু অংশকে বাদ দিয়ে কিছু অংশকে গ্রহণ করা যায় না। তাই অনেক সময় এমন হতে পারে যে, যা বাদ দেয়া হয়েছে সেটা, যা গ্রহণ করা হয়েছে তার পরিপূরক বা শর্ত। তাই আল্লাহ তা'আলা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করার এবং এর সকল শর্ত অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً.

অর্থ ঃ হে বিশ্বাসীরা? তোমরা ইসলামে পুরোপুরিভাবে প্রবেশ করো।[২৭৬]

অর্থাৎ ইসলামের সার্বিক বিধি-বিধানে প্রবেশ করো, এমনভাবে নয় যেভাবে কিছু ইয়াহুদী তাদের কিছু পুরনো রীতি-পদ্ধতির উপর অটল থেকে ইসলামে প্রবেশ করতে চেয়েছিল।

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আহলি কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়) সম্পর্কে এই মর্মে সাবধান করেছিলেন যে তাঁরা তাঁকে এই দ্বীনের (ধর্মের) কিছু বিধি-বিধান থেকে দূরে সরিয়ে দিতে সচেষ্ট হতে পারে।

---

২৭৬. সূরা বাকারা ঃ ২০৮।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ.

অর্থ ঃ আর কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করো, তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কোর না এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছে তারা তা থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে।[২৭৭]

এজন্যই ইসলামের বিধানের কিছু অংশকে গ্রহণ করার মানে হলো ইসলামের বেষ্টনী থেকে বের হয়ে যাওয়া। ইসলাম বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করে। তাই ইসলামের কিছু অংশ মাত্র গ্রহণ করা হলে তা সমাজের ব্যাধিসমূহের মূলোৎপাটনে তেমন কাজে আসবে না।

খণ্ডিত ইসলাম পরিপূর্ণ সফলতা বয়ে আনবে না

আমরা বলেছি, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র হলো 'কাজ'। তাই সব মানুষের দায়িত্ব হলো নিজেকে সচ্ছল করার জন্য কাজ করে যাওয়া। কিন্তু ব্যক্তি যদি এমন কাজ করে যাতে সে দক্ষ নয়, অথবা এ কাজে সে দক্ষ কিন্তু তাতে ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক আসে না, অথবা ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক আসলেও এর মাধ্যমে তার প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতা বিকাশের সুযোগ দেয়া হয় না, আর কখনও কঠোর পরিশ্রম, সৃষ্টিশীলতা ও উৎকর্ষ প্রদর্শন করা হলেও তার উৎকর্ষকে যথাযথ পারিশ্রমিক ও উৎসাহ যোগানোর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয় না বরং প্রতিশোধ ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে হীন-অপদস্ত করা হয় এবং স্বজনপ্রীতি ও খামখেয়ালী করে কিছু ছোট মনের অধিকারী বড় মাথার লোককে সন্তুষ্ট করার জন্য অযোগ্য লোককে পদোন্নতি দেয়া হয়, তাহলে কাজের মাধ্যমে আশান্বিত সফলতা লাভ করা যাবে কি?

আবার কখনও ব্যক্তি তার পরিশ্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, কিন্তু তার পারিপার্শ্বিক সমাজ তাকে যে জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে বাধ্য করে তা তাকে তার উপার্জিত আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করতে বাধ্য করে যাতে তার নিজের ও সমাজের কোন কল্যাণ ও উপকার নেই। অর্থাৎ অনাবশ্যক

২৭৭. সূরা মায়িদা ঃ ৪৯।

www.pathagar.com

বিলাসসামগ্রী ও অনর্থক ভোগ বা ধ্বংসাত্মক যৌনতা, যেমন ফ্যাশন শো, প্রেম-পরকীয়া, ধূমপান, সিনেমা, নাইট ক্লাব, নৃত্যশালা ইত্যাদি মাকরুহ বা নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে যা ব্যক্তি বা পরিবারের প্রকৃত প্রয়োজন পূরণের কাজে খুব কমই আসে।

আবার কখনও ব্যক্তি এ ধরনের পথভ্রষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও এমন এক সমাজে বাস করে যেখানে মজুদদারী, মুনাফালোভী ও সুদের আধিপত্য বিরাজ করছে অথবা যেখানে স্বৈরাচারী শাসন চলছে এবং নৈরাজ্য বিস্তার লাভ করেছে, যেখানে লোকজনকে কালোবাজার থেকে দ্বিগুণ মূল্যে জিনিস-পত্র কিনতে হয়, ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয় না এবং সুদ ছাড়া কোন ঋণ পাওয়া যায় না।

যখন কেউ এমন হয় যে তার উপর বিপদ-আপদ আপতিত হয়েছে অথবা আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। একসময় কর্মক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অক্ষম হয়ে পড়েছে অথবা তার মূলধন শেষ হয়ে গিয়েছে যাকে পুঁজি করে সে হালাল উপার্জন করতো.., শেষ পর্যন্ত ঋণ করতে বাধ্য হয়েছে এবং 'ঋণগ্রস্ত' হয়ে পড়েছে, তখন তার অবস্থান এবং তার প্রতি সমাজের অবস্থান কী হবে? সমাজ কি তাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবে, নাকি এককভাবে ধ্বংসের পথে ছেড়ে দিবে?

এ সকল কারণ প্রমাণ করছে যে, অনৈসলামী সমাজেও অনৈসলামী কাজ-কর্ম ও চেষ্টা-সাধনা ব্যক্তির ভালো জীবন-যাপনের নিশ্চয়তার জন্য যথেষ্ট নয়।

ইসলামী সমাজের উদাহরণ

আর ইসলামী সমাজের ক্ষেত্রে–যার শৃঙ্খলাবিধান ও তত্ত্বাবধান করে ইসলামী রাষ্ট্র–কাজ ও কর্মীর অবস্থা হবে অন্য ধরনের। যথা ঃ

১. ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে যাতে যথাসম্ভব সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়।

২. সর্বোত্তম ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেক শ্রমিককে, সে যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং যে কাজে তার যোগ্যতা ও দক্ষতা রয়েছে সেক্ষেত্রে নিয়োগের চেষ্টা করবে।

৩. কম শ্রম ও সময়ে অধিক উৎপাদনের সহায়ক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে।

৪. শ্রমিকের পরিশ্রম ও প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, এর পরিমাণ যা-ই হোক না কেন। তেমনি তাকে এ পারিশ্রমিকের মালিকানা প্রদান করবে এবং পরবর্তীতে তার বংশধর এর উত্তরাধিকারী হবে।

www.pathagar.com

৫. যদি শ্রমিকের মজুরি বা তার লাভ বা তার কাজের ফল তার নিজের এবং তার পরিবারের জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে পুরোপুরি প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তার হক রয়েছে।

৬. যদি কেউ বিপদ-আপদে পড়ে বা অভাব-অনটনের শিকার হয়, যা তাকে ঋণের আশ্রয় নিতে বাধ্য করে, তাহলে যাকাতসহ রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অন্যান্য উৎসে যেমন 'গারিমীন' বা 'ঋণগ্রস্ত'দের অংশে তার হক রয়েছে।

৭. সহীহ ইসলামী জীবনধারায় মদ, অবৈধ নারী ও অশ্লীল নৈশ পার্টির কোন স্থান নেই এবং তা নিরর্থক ফ্যাশন শো, অন্যায়-অবিচার ও অনৈতিকতাকে স্বীকৃতি দেয় না, যা ফল-ফসল ও বংশধারাকে ধ্বংস করে এবং যা সৎ ও সরল সহজ জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের চাইতে বহুগুণ বেশি ব্যয় নির্বাহে বাধ্য করে...।

অনৈসলামী সমাজের উদাহরণ

ধরুন, একটি সমাজ, যেখানে ইসলাম এখন অচেনা অবস্থায় রয়েছে সে সমাজ এককভাবে যাকাতের বিধান বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছা করলো, তখন ফলাফল কি দাঁড়াবে? আমার মতে যে অবস্থাটি দাঁড়াবে তাহলো ঃ

১. এত কম পরিমাণ যাকাত আদায় হবে যে, তা ব্যাপক দারিদ্র্য ও এর ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় তা যথেষ্ট হবে না।

এই কম পরিমাণ যাকাত লাভের কারণসমূহ হলো ঃ

প্রথমতঃ অমুসলিমদের পরিচালিত চিন্তাগত আগ্রাসনের ফলে বিরাট সংখ্যক মানুষের নিকট দ্বীনি নিয়ন্ত্রণ ও ইসলামী অনুভূতির দুর্বলতা। তদুপরি লোকজন সরকারকে যাকাত দেয়া থেকে পালিয়ে বেড়াবে, কারণ অন্যান্য করের চাপ, সরকারের উপর আস্থাহীনতা (যেহেতু এ সরকার আল্লাহর বিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করে না) এবং এ বিশ্বাস যে, অধিকাংশ রাজস্বের মতো সরকার হয়তো যাকাতকে সঠিক খাতে ব্যয় করবে না। এক্ষেত্রে রাজনীতিই ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করে।

দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ জনগণের নিকট যাকাতের নিসাব পরিমাণ মূল্যবান ধন-সম্পদের মজুদ থাকবে না। কারণ এ যুগে মুসলমানরা খুবই ব্যয়বহুল জীবনধারা পরিচালনা করে। এটি হলো অমুসলিম ও অবিশ্বাসীদের জীবনধারা, যাদেরকে মুসলমানরা পদে পদে অনুসরণ করছে।

www.pathagar.com

এমনকি ওরা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে তাহলে তারাও সেখানে প্রবেশ করবে। এ ধরনের জীবনধারা বিলাস সামগ্রী, বাহ্যিক চাকচিক্য, বিভিন্নধর্মী আরাম-আয়েশ ও নিষিদ্ধ খেলাধুলায় অপচয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যার উপায়-উপকরণসমূহ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় আর নিজস্ব ধন-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ্য এমনভাবে ভোগ-বিলাসের মাধ্যমে নিঃশেষ করা হয় যা আমাদের দ্বীন-দুনিয়ার কোন উপকারে আসে না।

২. অফিসিয়াল কার্যক্রম ও বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে এ স্বল্প পরিমাণ সম্পদের একটি অংশ এ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিস-আদালত, উপায়-উপকরণ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ব্যয় করা হবে। ফলে দরিদ্রের নিকট পৌঁছার পূর্বেই সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ শেষ হয়ে যাবে।

৩. যাকাত আদায়কারী দায়িত্বশীলদের বা জনসাধারণের প্রকৃত প্রশিক্ষণের অভাব, ঈমানের দুর্বলতা এবং অন্তরের অসুস্থতার কারণে বিলি-বন্টনের সময় বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হবে, অনেক প্রকৃত হকদার বঞ্চিত হবে এবং যাকাত পাওয়ার অনুপযুক্ত অনেকে যাকাত নিয়ে নিবে।

৪. শেষ পর্যন্ত এ ফলাফল দাঁড়াবে যে, সাহায্যপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া যাকাত দরিদ্রদের সচ্ছলতা দিতে ব্যর্থ হবে। সঙ্গে সঙ্গে যাকাতের বিপক্ষে আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপিত হবে, জনসাধারণের ক্ষোভ জন্ম নিবে এবং যাকাতের কার্যকারিতা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।

সর্বোপরি, এটি ইসলামের সার্বিক বিধি-বিধানকে সন্দিহান করে তুলবে।

এ দু'টি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আধুনিক অনৈসলামী বিধি-বিধানকে খণ্ডিত করে এর কোন অংশকে ইসলামের শিক্ষা ও বিধান দ্বারা পরিচালনা করা হলেই সমস্যার মূলোৎপটন করা যাবে না এবং পুরোপুরি ব্যাধিমুক্ত করা যাবে না।

ইসলামী সমাজব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস করে

ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রকৃতিই অনিবার্যভাবে উম্মাহর (জাতির) উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং তাদের ধন-সম্পদ নষ্ট হওয়া বা ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করার উপর জোর দেয়। ইসলাম উম্মাহর শক্তি-সম্পদ রক্ষা করে যাতে তাদের সন্তানদের চেষ্টা ও সাধনা মদ, নেশা, খেলাধুলা, হাসি-তামাশা, অনর্থক ও নিষিদ্ধ পন্থায় রাত্রি জাগরণ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজ-কর্মের ফলে ধ্বংস হয়ে না যায়।

www.pathagar.com

ইসলাম উম্মাহর শক্তি-সম্পদকে এর আবশ্যকীয় বিধি-বিধান, দিকনির্দেশনা-মূলক উপদেশ ও বিচক্ষণ শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে রক্ষা করে এবং উম্মাহকে নিরাপদ ও সামর্থ্যবান করে তোলে যাতে সে কাজ-কর্মের মাধ্যমে উৎপাদন ও উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে পারে।

যে জাতি অতি প্রত্যুষে অযু করে নামায পড়ে প্রফুল্ল মনে প্রাণবন্ত হয়ে সচ্চরিত্র নিয়ে দিনকে স্বাগত জানায়, সন্দেহ নেই যে এই জাতির উৎপাদনশীলতা সেই জাতির উৎপাদনশীলতাকে ছাড়িয়ে যাবে যে জাতি তার অর্ধেক বা তার চাইতে বেশি রাত অশ্লীলতা, পাপাচার, হাসি-তামাশায় কাটিয়ে দেয়, আর যখন সকাল হয় তখন ঘুম থেকে ওঠে বাধ্য হয়ে কর্মস্থলের দিকে রওনা হয়, পঙ্কিল মন নিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত ও অলস অবস্থায়।

ইসলামী বিধি-বিধান সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা হলে সমাজের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, বেকার ও দরিদ্র লোকদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। আর যখনই কোন জাতির মধ্যে দরিদ্র লোকের সংখ্যা কমে আসে এবং অর্থ-সম্পদের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে এবং তাদের ধনী ব্যক্তিগণ ব্যয় ও ভোগের ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা অনুসরণ করে তখন দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করা সেখানে সহজ হয়, এমনকি এ ধরনের সমস্যার উদ্ভবই ঘটে না এবং এমন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না যা সমাজকে ধ্বংসোন্মুখ করে তোলে যেমনটি সামন্তবাদী পুঁজিবাদী সমাজে প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে বিদ্রোহ হয়েছে এবং ন্যায্য বা অন্যায়ভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে। যার ফলে ঐ অত্যাচারী মতবাদ (পুঁজিবাদ) এমন একটি মতবাদের জন্ম দিয়েছে যা সেটির চাইতেও বেশি অত্যাচারী এবং অধিক ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী। এটি হলো, বিলুপ্তপ্রায় সমাজতন্ত্র যা পুরনো দরিদ্রতাকে নতুন দরিদ্রতার মাধ্যমে সমাধান করেছে এবং মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাভোগী গোষ্ঠী ছাড়া সবার উপর দরিদ্রকে সমানভাবে চাপিয়ে দিয়েছে।

ইসলামের বিধি-বিধান পরিপূর্ণ ও অবিভাজ্য

বাস্তবে ইসলামী বিধি-বিধান তার বিভিন্ন দিক ও বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত পরিপূর্ণ একটি ইউনিট যেগুলিকে কোনভাবে আলাদা করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ, অর্থনীতিতে ইসলামী বিধি-বিধান ব্যক্তির উদ্দীপনার বিকাশ ঘটায় এবং তাকে কাজ ও সৃষ্টিশীলতার দিকে এগিয়ে দেয়। কারণ ইসলাম ব্যক্তি-মালিকানার বৈধতা প্রদান করে, তা রক্ষা করে, বিভিন্ন শর্তারোপের মাধ্যমে একে সীমালঙ্ঘনের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং মীরাসের অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করে যা তার পরবর্তী বংশধরকে নিরাপত্তা প্রদান করে। ফলে এই নিজস্ব সম্পদ ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের সমন্বয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্র তৈরি

www.pathagar.com

হয়। যার ফলে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে এবং সচ্ছলতা অর্জন করতে পারে। পরিণতিতে উৎপাদন ও উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হয়ে নিজে উপকৃত হয় এবং অন্যদেরও উপকার করতে পারে।

এভাবেই ব্যক্তির নিকট থাকা অর্থ-সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার হয়। আর এর মাধ্যমে সমাজে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উপকার হয় এবং দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ব্যক্তির জন্য পুঁজির সংস্থান হয়।

ইসলাম ব্যক্তিকে মালিকানার স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা ও সৃষ্টিশীলতার স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু সমাজের স্বার্থের কথা ভুলে যায়নি যেভাবে পুঁজিবাদ ভুলে গিয়েছিল। ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে যাতে প্রত্যেকে বাড়াবাড়ি ও কৃপণতা থেকে মুক্ত থেকে তার অধিকার বুঝে নিতে পারে এবং অন্যদের প্রতিও তার দায়িত্ব পালন করতে পারে।

ইসলামী বিধি-বিধান প্রকৃতপক্ষে সম্পদকে আল্লাহর সম্পদ হিসেবে গণ্য করে। আর সম্পদের প্রথাগত মালিককে 'প্রতিনিধি' (Representative) বা আমানতদার হিসেবে গণ্য করে। এতে তার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নেই, বরং সে প্রকৃত মালিকের নির্দেশ ও দিকনির্দেশনা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত। এই মালিক হলেন 'রাব্বুল ইবাদ' (বান্দাদের প্রতিপালক)। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার প্রভু তিনি। তিনি সন্তানের প্রতি মায়ের দয়ার চেয়ে বেশি দয়াবান। তাই তো 'রাব্বুল ইবাদ' সম্পদের সংরক্ষণ, বৃদ্ধি, বিনিময়, বিলি-বন্টন ও ব্যয়-ভোগের ক্ষেত্রে যে বিধি-বিধান জারি করেছেন তা ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবার স্বার্থ সমানভাবে রক্ষা করে। ইসলামের এই বিধান সম্পদ বিনষ্টকরণ, ক্ষতিসাধন এবং অপচয় ও অপব্যয় নিষিদ্ধ করেছে এবং অপব্যয়কারীকে 'শয়তানের ভাই' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ইসলাম এই সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং প্রত্যেক নির্বোধ ও অপব্যয়ীর নিকট অর্থ-সম্পদ রাখার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞামূলক বিধান জারি করেছে ঃ

وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا.

অর্থ ঃ তোমাদের সম্পদ, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধ মালিকের হাতে অর্পণ কোর না।[২৭৮]

ইসলাম বিলাসিতাকে নিষিদ্ধ করেছে যা জাতিসমূহকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। এর একাংশ মুষ্টিমেয় সুবিধাপ্রাপ্ত নির্জীব ও অলস শ্রেণী এবং অন্য অংশ

২৭৮. সূরা নিসা ঃ ৫।

www.pathagar.com

সংখ্যাগরিষ্ঠ বঞ্চিত, বিক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত শ্রেণী। যা তাদের হেদায়াত ও সংশোধনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যাদের স্লোগান হলো ঃ

إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ.

অর্থ ঃ তোমরা যা সহকারে প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।[২৭৯]

এই ভোগ-বিলাসের প্রসার শেষ পর্যন্ত জাতিকে অধঃপতন ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا.

অর্থ ঃ আমি যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন এর সমৃদ্ধশালীদের সৎকর্ম করতে নির্দেশ দেই, কিন্তু তারা সেখানে অসৎকর্ম করে। অতঃপর এর প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদান করা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি এটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করি।[২৮০]

এ মূলনীতিকে বাস্তবায়ন করার জন্য ইসলাম স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। কেননা এগুলি হলো অহংকারীদের গৃহে ভোগবিলাসের উপকরণ। এমনিভাবে পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ও রেশমের (সিল্কের) ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে ইসলাম। সম্পদের উন্নয়ন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলাম মজুদদারী ও সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কারণ এ দু'টি কাণ্ডের উপর ভর করেই অত্যাচারী পুঁজিবাদ দাঁড়িয়ে আছে।

কুরআনুল কারীম সুদখোরের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে, যদি তারা তাওবা না করে। আর যদি তাওবা করে তাহলে তারা মূলধন ফেরত পাবে এবং এর ফলে তারা অন্যদের উপর অন্যায়কারী হবে না এবং নিজেরাও অন্যায়ের শিকার হবে না। সন্দেহ নেই যে, মজুদদারী ও সুদ শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক দুর্বলদের রক্ত চোষার হাতিয়ার ছাড়া কিছুই নয়। ফলে ধনী আরও ধনী হয়, গরীব আরও গরীব হয়।

ইসলাম অর্থ-সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ এবং তা অলস অবস্থায় ফেলে রাখার বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করেছে, অর্থ সঞ্চয়কারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির হুমকি

---

২৭৯. সূরা সাবা ঃ ৩৪।

২৮০. সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৬।

www.pathagar.com

দিয়েছে এবং নিসাব পরিমাণ সকল নগদ অর্থের উপর যাকাত ধার্য করেছে, তা বর্ধনশীল হোক বা না হোক। এভাবে সম্পদশালীকে প্রত্যেক বিধিসম্মত খাতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেছে যাতে বছরে বছরে যাকাত দেয়ার ফলে তা শেষ হয়ে না যায়, বিশেষকরে ইয়াতীমের সম্পদের দায়িত্বশীলকে ইসলাম উত্তম পন্থায় এই সম্পদ বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ করতে নির্দেশ দিয়েছে যাতে ভরণ-পোষণ ও সাদাকা প্রদানের ফলে তা শেষ হয়ে না যায়।

ইসলামের বিধান মানুষের পারস্পরিক সকল লেনদেনে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা ও সুবিচার সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক করে দিয়েছে এবং মালিক-ভাড়াটিয়া, মালিক-শ্রমিক, ক্রেতা-বিক্রেতা ও উৎপাদনকারী-ভোক্তার মধ্যে সম্পর্ক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিধি-বিধান ও সর্বাধিক সুবিচারপূর্ণ মূলনীতি রচনা করেছে, যাতে প্রত্যেক হকদার তার হক বুঝে পায়, কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর বা কোন জনগোষ্ঠী অন্য জন-গোষ্ঠীর উপর সীমালঙ্ঘন করতে না পারে।

'অভাবী' বলে ইসলামে কোন শ্রেণী নেই

ইসলাম বিধি-বিধান ও দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে দারিদ্র্যকে ঝেটিয়ে বিদায় করে এবং দরিদ্রদের সচ্ছলতা আনার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করে। ইসলামী আইন-কানুনের ছায়াতলে অবস্থান করেও যদি কিছু লোক দরিদ্র থেকে যায় তাহলে তারা কোন অবস্থায়ই এমন শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়বে না যাদেরকে 'দরিদ্র' বলা যাবে। কারণ কোন একটি 'শ্রেণী' সৃষ্টি হওয়ার শর্ত হলো এটি আইনের বিধান ও রীতি রেওয়াজের মাধ্যমে স্থায়ীত্ব লাভ করবে এবং বংশ পরম্পরায় তা চলতে থাকবে।

ইসলামী আইন-কানুন এবং যুগযুগ ধরে চলে আসা মুসলমানদের ঐতিহ্য সমাজের কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর উপর কখনোই দারিদ্র্য চাপিয়ে দেয়নি যা কোন সন্তান পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। সুতরাং ইসলামী সমাজে দারিদ্র্য আদি ও স্থায়ী কোন বিষয় নয় বরং তা যাযাবরের মতো যা সময়ে সময়ে স্থান পরিবর্তন করে আবার কখনো আত্মগোপন করে এবং একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। ইসলামে 'দরিদ্র জনগোষ্ঠী' তো এমন কিছুসংখ্যক লোকজনের নাম যারা আজকের 'ফকীর' (অভাবী) আগামী দিনের ধনী। কারণ ইসলামের সুবিচারপূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থার সুযোগ এবং বিধিসম্মত আশা-আকাঙ্ক্ষা সবার জন্যই উন্মুক্ত।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

অর্থ ঃ তারা যদি দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহ তাদের তাঁর অনুগ্রহে সচ্ছল করে দিবেন।[২৮১]

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

অর্থ ঃ শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা কষ্টের পর স্বস্তি এনে দিবেন।[২৮২]

অভাবীর মান-সম্মান সংরক্ষিত

মুসলিম সমাজে 'দারিদ্র্য' কোন অবস্থায়ই দরিদ্র ব্যক্তির মান-সম্মান কমাতে পারে না এবং তাঁর অধিকার বিন্দুপরিমাণ নষ্ট করতে পারে না। ইসলাম মুসলিম সমাজের সদস্যদের (যাদের মধ্যে অভাবীরাও অন্তর্ভুক্ত) এ শিক্ষা দিয়েছে যে সমাজে মান-সম্মান ও উচ্চমর্যাদার মাপকাঠি ধন-সম্পদ, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও স্বর্ণ-রৌপ্যে নয় বরং ইলম (জ্ঞান), ঈমান (বিশ্বাস), তাকওয়া ও সৎকর্মই সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে সে-ই সবচাইতে মর্যাদাবান যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান (আল্লাহভীরু)।[২৮৩]

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ.

অর্থ ঃ যারা জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানী নয় তারা কি সমান হতে পারে?[২৮৪]

يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

অর্থ ঃ যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করেছেন।[২৮৫]

---

২৮১. সূরা নূর ঃ ৩২।
২৮২. সূরা তালাক ঃ ৭।
২৮৩. সূরা হুজুরাত ঃ ১৩।
২৮৪. সূরা যুমার ঃ ৯।

www.pathagar.com

অন্ধকার যুগে আরব সমাজে লোকজন মানুষকে তার ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করতো। এমনকি তারা প্রথমদিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'নবুয়্যাত' বা নবী হওয়ার বিষয়ে আপত্তি তুলেছিল এই বলে যে তিনি 'অভাবী'। তারা মক্কা ও তায়েফের দুই ধনাঢ্য ব্যক্তি ওয়ালিদ বিন মুগীরা আল-কাবশী ও উরওয়া বিন মাসউদ আস্‌সাকাফী-এর মধ্য থেকে কোন একজনের উপর অহী নাযিল হওয়ার আকাঙ্খা করেছিল।

وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ.

অর্থ ঃ তাই তারা বললো, এই কুরআন কেন নাযিল হলো না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?[২৮৬]

ইসলাম এসে এ অবিবেচনাপ্রসূত মানদণ্ডের অবসান ঘটালো এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করলো, মানুষের প্রকৃত মূল্যায়ন হলো তার 'ঈমান' (বিশ্বাস) ও 'আমল' (কর্ম) অনুযায়ী, তার চর্বি, মাংস, স্বর্ণ-রৌপ্য বা পোশাক-আশাকের ভিত্তিতে নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনেক এলোমেলো ও ধূলোমিশ্রিত কেশবিশিষ্ট ও ছিন্ন বস্ত্র লোক রয়েছে যাদেরকে সমাজে গুরুত্ব দেয়া হয় না। কিন্তু এই ব্যক্তি যদি আল্লাহর নামে শপথ করে কিছু বলে, সে তা পালন করে।[২৮৭]

পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, কিয়ামাতের দিন দীর্ঘদেহী মোটা-সোটা কিছু লোক হাজির হবে যাদের মূল্য আল্লাহ তা'আলার নিকট মশার ডানার মূল্যের সমানও হবে না।[২৮৮] তোমাদের ইচ্ছা হলে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী পড়ে দেখো, فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. অর্থ ঃ সুতরাং কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য ওজনের কোন ব্যবস্থা রাখবো না।[২৮৯] অর্থাৎ তাদের কাজ-কর্ম কোন কাজে আসবে না।

---

২৮৫. সূরা মুজাদালা ঃ ১১।
২৮৬. সূরা যুখরুফ ঃ ৩১।
২৮৭. আহমাদ ও মুসলিমে আবু হুরাইরা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।
২৮৮. বুখারী।
২৮৯. সূরা কাহ্‌ফ ঃ ১০৫।

www.pathagar.com

উপসংহার

দারিদ্র্যের উপর ইসলামের বিজয়

যেহেতু মানুষ তাত্ত্বিক মূলনীতির চেয়ে বাস্তব ঘটনাকে বেশি বিশ্বাস করে তাই আমরা এখানে কিছু জীবন্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি, যেগুলিকে ইতিহাস দারিদ্র্য ও নিরাপত্তাহীনতার উপর ইসলামের বিজয় এবং স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে যে সচ্ছলতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে তার প্রমাণ স্বরূপ লিপিবদ্ধ করেছে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই প্রাচুর্য, নিরাপত্তা ও সচ্ছল জীবনধারণ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অগ্রিম সংবাদ দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত 'অহী'র মাধ্যমে এ ইসলামী জীবনবিধানের প্রকৃতি জানিয়ে দিয়েছেন যা সহকারে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পৃথিবীতে হেদায়াত (সঠিক পথ), রহমত ও নিয়ামাত (অনুগ্রহ) স্বরূপ পাঠিয়েছেন। এ বিধানকে মানুষ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলে যে সুফল লাভ করতে পারবে তা-ও বলে দিয়েছেন।

তাই-তো তিনি মুসলিম উম্মাহকে এই বিধানের সুফল সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদান করেছেন, এর ফলে সমাজে বর্ধনশীল প্রাচুর্য, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও সমন্বিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করবে, এমনকি দান-সাদাকা নেয়ার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না। এটা তখনই ঘটবে যখন ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পৃথিবীতে এর স্তম্ভসমূহ শক্তিশালী হবে।

ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে 'আদী বিন হাতেম তাই (عدي بن حاتم الطائي)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি ('আদী) একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে অভাব-অনটনের অনুযোগ পেশ করলো। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি আসলো এবং তার নিকট ডাকাতির অভিযোগ করলো। 'আদী এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসেছিল ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশঙ্কা করলেন যে ঈমানদারদের দুর্বলতা, তাদের দারিদ্র্য এবং তৎকালীন সময়ে তাদের সমাজের

www.pathagar.com

নিরাপত্তাহীনতা দেখে সে ইসলাম কবুল না করে চলে যেতে পারে। তাই তিনি আগ্রহ দেয়ার জন্য এবং তার মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্য তাকে নিম্নোক্ত সুসংবাদ প্রদান করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, হে 'আদী! তুমি কি 'হীরা'[২৯০] শহর দেখেছো?

সে বললো, আমি শহরটি দেখিনি। তবে তার অবস্থান সম্পর্কে আমার জানা আছে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তবে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, এক বৃদ্ধা রমণী হিরা থেকে এসে কাবাঘর তাওয়াফ করছে যখন আল্লাহ ছাড়া সে আর কাউকে ভয় করবে না।

অন্য বর্ণনায় আছে, অদূর ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের কাফেলা নির্ভয়ে মক্কার দিকে বের হতে পারবে।

হাদীসের বর্ণনাকারী 'আদী বলেন, আমি মনে মনে বললাম বনী তাই গোত্রের ডাকাত দল তখন কোথায় থাকবে? যারা বিভিন্ন শহরে ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে? অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিস্থিতি এতদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে তা তখনকার সময়ে সুদূর পরাহত মনে হয়েছিল আর সে ব্যক্তি শুধুমাত্র তার নিজ গোত্রের ডাকাতদের কথাই জানতো যারা লোকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখতো এবং বিভিন্ন শহরে বিশৃঙ্খলার আগুন জ্বালিয়ে রাখতো।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আরও বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তবে তোমরা কিসরার (পারস্য সম্রাটের) ধনাগারসমূহ অবশ্যই উন্মুক্ত করবে।

তখন 'আদী প্রশ্ন করলো, সে কি কিসরা ইবনে হরমুয?

তিনি বললেন, হ্যাঁ কিসরা ইবনে হরমুয।

তিনি আরও বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তবে আরও দেখতে পাবে যে, একটি লোক অঞ্জলি ভর্তি প্রচুর সোনারূপা নিয়ে বের হবে, আর দান করার জন্য একটি লোককে খুঁজে ফিরবে অথচ তা গ্রহণ করার মতো একটি লোকও সে পাবে না ....।

---

২৯০. 'হীরা' ইরাকের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগরী।

www.pathagar.com

'আদী ইসলাম গ্রহণ করলো, ভালো মুসলমান হলো এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন তা স্বচক্ষে দেখলো। 'আদী বিন হাতেম (রা) বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে এক বৃদ্ধা রমণী হিরা থেকে এসে কাবাঘর তাওয়াফ করছে, সে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করছে না। আর যারা কিসরা বিন হরমুযের ধনাগারসমূহ উন্মুক্ত করেছে তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তোমরা যদি দীর্ঘজীবী হও, তবে আবুল কাসেম (রাসূলের অন্যতম উপাধি) যে বলেছেন, 'একটি লোক অঞ্জলি ভর্তি সোনা-রূপা নিয়ে বের হবে'[২৯১] তা তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অঢেল প্রাচুর্যের ভবিষ্যদ্বাণী এবং অভাবী মানুষ না থাকার কথা বলেছেন তা নিশ্চয়ই ঘটবে।

'আদীকে উদ্দেশ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী, 'তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তাহলে তুমি অবশ্যই দেখতে পাবে যে একটি লোক অঞ্জলি ভর্তি সোনা-রূপা নিয়ে বের হবে ....।' প্রমাণ করে যে এমনটি নিকট ভবিষ্যতেই ঘটবে যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে যারা দীর্ঘজীবী হবে তারা বিষয়টি দেখতে পাবেন। হ্যাঁ, এমনটিই ঘটেছিল ন্যায়পরায়ণ শাসক উমর বিন আব্দুল আযীযের শাসনামলে। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

সচ্ছলতার সংবাদ সংক্রান্ত অনেক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে যে, সচ্ছলতার ফলে মুসলিম উম্মাহ সম্পদের সাগরে ভাসবে এমনকি তাদের মধ্যে দান-সাদাকা নেয়ার মতো লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সন্দেহ নেই, এ বিষয়ে এ বাণী এমন একজন নিষ্পাপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যিনি মনগড়া কিছু বলেন না, এর মধ্যে রয়েছে দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা। দারিদ্র্য নির্মূলে মুসলমানদের ধাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীর প্রভাব রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আমরা মুসলিম সমাজ থেকে দারিদ্র্য নির্মূলের নির্দেশনা সম্বলিত কিছু দলীল-প্রমাণ পেশ করছি ঃ

ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হারিছা বিন ওয়াহাব আল খাযারী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সাদাকা প্রদান করো, কেননা এমন একটি সময় আসবে যখন তোমাদের কেউ সাদাকা নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে অথচ তা গ্রহণ করার

২৯১. উমদাতুল ক্বারী, ১৬শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৪।

www.pathagar.com

মতো কাউকে খুঁজে পাবে না। তখন কেউ বলবে, যদি গতকাল আসতে তাহলে তা গ্রহণ করতাম, আজকে আমার তা প্রয়োজন নেই।[২৯২]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অঢেল সম্পদের মালিক হবে এবং সম্পদের বন্যায় ভাসবে, এমনকি সম্পদশালী চিন্তান্বিত হয়ে পড়বে যে তার সাদাকা কে গ্রহণ করবে, এমনকি কাউকে তা প্রদান করলে বলবে, আমার তা প্রয়োজন নেই।[২৯৩]

আবু মুসা 'আশআরী (রা)-এর সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষের এমন এক সময় আসবে যখন কেউ স্বর্ণের যাকাত দেয়ার জন্য ঘোরাঘুরি করবে, কিন্তু তা নেয়ার মতো কাউকে পাবে না।[২৯৪]

বেশি কাল না যেতেই মুসলমানরা এই সচ্ছলতার অধিকারী হলো এবং সে সময় তাদের সমাজে যাকাত-সাদাকা গ্রহণকারী পাওয়া যায়নি। এটা তখনই ঘটেছিল যখন তাদের সমাজে স্থিতিশীলতা এসেছিল এবং ন্যায়বিচার ও 'খিলাফাতে রাশিদা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমনটি ঘটেছিল উমর বিন আব্দুল আযীয (রা) এর শাসনমালে।

ইমাম বাইহাকী তার 'দালাইল' নামক গ্রন্থে উমর বিন উসাইদ বিন আব্দুর রহমান বিন যায়িদ বিন খাত্তাব থেকে বর্ণনা করেছেন, উমর বিন উসাইদ বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীয ত্রিশ মাস খিলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি এমন দৃশ্য না দেখে মৃত্যুবরণ করেননি যখন এক ব্যক্তি বিশাল পরিমাণ সম্পদ নিয়ে এসে বললো, যেখানেই অভাবী লোকজন দেখতে পাও তাদেরকে তা দিয়ে দাও। কিন্তু কোন অভাবী লোক না পাওয়াতে পরক্ষণেই তাকে তার সে সম্পদ ফিরিয়ে নিতে হলো। প্রকৃতপক্ষেই উমর বিন আব্দুল আযীয লোকদেরকে সচ্ছল বানিয়ে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনা বর্ণনা করে বাইহাকী বলেন, এতে আদী বিন হাতিম (রা) বর্ণিত হাদীসটির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।[২৯৫]

---

২৯২. ফতহুল বারী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৮১।

২৯৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৮১।

২৯৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৮১ ।

২৯৫. উমদাতুল কারী, ১৬শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৫।

www.pathagar.com

ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীয আমাকে যাকাতের দায়িত্ব দিয়ে আফ্রিকাতে পাঠালেন। আমি তাদের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করলাম এবং এগুলি দান করার জন্য অভাবগ্রস্তদের সন্ধান করলাম, কিন্তু আমরা যাকাত নেয়ার মতো কোন অভাবী লোক খুঁজে পেলাম না। প্রকৃত অর্থেই উমর বিন আব্দুল আযীয লোকদেরকে সচ্ছল করে তুলেছিলেন। অতঃপর আমি যাকাতের এই সম্পদ দিয়ে গোলাম ক্রয় করে তাদের আজাদ করে দিলাম।[২৯৬]

এই সচ্ছলতা, প্রাচুর্য ও প্রশস্ততা শুধুমাত্র আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যেমনটি ইয়াহইয়া বিন সাদ বর্ণনা করেছেন। বরং বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সকল ইসলামী ভূখণ্ডেই জীবনযাপনের ক্ষেত্রে প্রাচুর্য বিরাজিত ছিল।

আবু উবাইদ বর্ণনা করেন, আব্দুল হামিদ বিন আব্দুর রহমান ইরাকে থাকাকালীন উমর বিন আব্দুল আযীয তাকে লিখিতভাবে নির্দেশ দেন, লোকজনকে তাদের ভাতাসমূহ পরিশোধ করে দিন।

তখন আব্দুল হামিদ উমর বিন আব্দুল আযীযকে লিখে জানালেন, আমি লোকজনকে তাদের ভাতা পরিশোধ করেছি, কিন্তু তারপরেও বাইতুলমালে সম্পদ রয়ে গেছে।

উমর আবার লিখলেন, 'দেখুন, যারা নির্বুদ্ধিতার ফলে ও অপব্যয় না করে ঋণগ্রস্ত হয়েছে তাদের ঋণ পরিশোধ করে দিন।'

তিনি জবাবে বললেন, 'আমি তাদের ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছি তারপরও বাইতুলমালে সম্পদ রয়ে গেছে'।

উমর আবার লিখলেন, প্রত্যেক অবিবাহিতের দিকে লক্ষ্য করে দেখুন, তারা বিয়ে করতে চাইলে তাদেরকে বিয়ে করিয়ে দিন এবং তাদের পক্ষ থেকে মোহর পরিশোধ করে দিন।

তিনি জবাবে বললেন, আমি এরকম যাদেরকে পেয়েছি বিয়ে করিয়ে দিয়েছি তারপরও বাইতুলমালে সম্পদ রয়ে গেছে।

উমর আবার লিখলেন, দেখুন, কারো জিযিয়া (অর্থাৎ খিরাজ) দেনা রয়েছে কি না যার ফলে সে তার জমি থেকে দূরে রয়েছে, এমন লোকদেরকে অগ্রিম অর্থ দিয়ে দিন যার ফলে তারা জমিতে চাষাবাদে সক্ষম হয়। আমরা এ বছর এমনকি আগামী দু'বছর পর্যন্ত তাদের নিকট থেকে কোন ভূমিকর চাই না।[২৯৭]

---

২৯৬. ইবনু আব্দিল হিকাম, সীরাতে উমার বিন আব্দুল আযীয, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯।

২৯৭. আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ২৫৬।

www.pathagar.com

ইসলামের ন্যায়নীতি বাস্তবায়নের ফলে তাদের মধ্যে এ পরিমাণ প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা এসেছিল যে প্রত্যেক হকদার কোন অন্যায়, অভিযোগ বা যাচনা ছাড়াই রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে তার অধিকার পেতে সক্ষম হয়েছিল। প্রত্যেক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি রাষ্ট্রের সম্পদ থেকে তার ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ পেতে এবং দায়মুক্ত হতে সক্ষম হয়েছিল। এবং প্রত্যেক অবিবাহিত ব্যক্তি বাইতুলমাল থেকে তার বিয়ে এবং সংসার পাতার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্পদ পেয়েছিল।

যখন মৌলিক ও সাময়িক সকল প্রয়োজন পূরণ হলো তখন সুপথপ্রাপ্ত খলিফা উমর বিন আব্দুল আযীয ক্ষুদ্র চাষীদেরকে তাদের জমি চাষাবাদ ও তার উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করলেন। এজন্য তাদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে চাষাবাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দেয়া হলো।

যখন পৃথিবীবাসী 'কৃষি ব্যাংক' সম্পর্কে জেনেছে তার কয়েকশ' বছর পূর্বে এ ধরনের অর্থনৈতিক পলিসি নেয়া হয়েছিল।

আমিরুল মুমিনীন স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কৃষক কর্তৃক তাদের জমির সম্ভাবনা যথাযথভাবে কাজে লাগানো শুধুমাত্র তাদের নিজেদের জন্য শক্তির উৎস নয় বরং তা রাষ্ট্রের জন্যও শক্তির উৎস। কারণ যে রাষ্ট্র তার সম্পদশালীর সম্পদ থেকে ট্যাক্স প্রাপ্তির অধিকার দাবি করে তাকে তাদের প্রতি দায়িত্বের কথাও স্মরণ রাখতে হবে, যার ফলে তারা সহজে ও নিয়মিতভাবে ট্যাক্স আদায়ে সক্ষমতা অর্জন করে।

আল্লাহর নিয়ামতের প্রশস্ততা এবং সম্পদের দুর্দম প্রবাহ এমন বিশালাকার ধারণ করেছিল যে তার সীমা বুঝার জন্য একটি উদাহরণই যথেষ্ট। উমর বিন আব্দুল আযীযের পক্ষ থেকে বসরার দায়িত্বপ্রাপ্ত গভর্নর একবার তাকে লিখে জানালেন, লোকজন এমন প্রাচুর্য লাভ করেছে যে, আমার আশংকা হয়, তারা উদ্ধত অহংকারী হয়ে পড়বে।

উমর জবাবে লিখলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাতের অধিকারীকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং জাহান্নামের অধিকারীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন তখন জান্নাতবাসী সন্তুষ্ট হয়ে বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছেন (সূরা যুমার ঃ ৭৪)। সুতরাং

www.pathagar.com

আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতে তাদেরকে নির্দেশ দিন।[২৯৮]

উমর বিন আব্দুল আযীয-এর সময়কালের পূর্বেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা)-এর যুগে যে কয়েকটি অঞ্চল ইসলামী শাসন ও ন্যায়বিচারে ধন্য হয়েছিল সে অঞ্চলসমূহ ব্যাপকভাবে সচ্ছল ও প্রাচুর্যময় হয়ে উঠলো। তাই তো ইয়ামানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি মু'আয বিন জাবাল (রা)–যাকে আবু বকর (রা) বহাল রেখেছিলেন এবং উমর (রা)-এর যুগেও দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন–কয়েক বছরের মধ্যেই যাকাত নেয়ার মতো কাউকে খুঁজে পেলেন না। এ কারণে তিনি এ মালামাল খিলাফতের রাজধানী এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নগরী মদীনাতে পাঠিয়ে দেন।

আবু উবাইদ (রা) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, মু'আয বিন জাবাল (রা) সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত থাকাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইয়ামানে পাঠালেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করলেন এবং আবু বকর (রা)-ও চলে গেলেন। এরপর উমর (রা) আসলেন এবং তাঁকে পূর্বের অবস্থায় বহাল রাখলেন।

মু'আয (রা) লোকজন থেকে আহরিত যাকাতের এক-তৃতীয়াংশ উমর (রা) এর নিকট পাঠালেন।

উমর (রা) তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে চাঁদা সংগ্রহকারী বা 'কর আদায়কারী' হিসেবে পাঠাইনি বরং তোমাকে পাঠিয়েছি ধনীর নিকট থেকে আদায় করে দরিদ্রের নিকট তা বিলি করার জন্য!

মু'আয বললেন, আমি আপনার নিকট এমন কিছু পাঠাইনি যা আমার কাছ থেকে কেউ নিতে চায় (অর্থাৎ যে মালামাল নেয়ার মতো কাউকে পাওয়া যায়নি তা-ই শুধু পাঠিয়েছি)।

উমর (রা)-এর শাসনের দ্বিতীয় বছর মু'আয (রা) সাদাকার অর্ধেক মদীনায় পাঠালেন অতঃপর দু'জনেই বিষয়টি পর্যালোচনা করলেন।

তৃতীয় বর্ষে মু'আয (রা) সম্পূর্ণ সাদাকা মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর উমর (রা) আগের মতই বিষয়টি পর্যালোচনা করলেন।

---

২৯৮. সীরাতে ইবনে আব্দিল হিকাম, পৃষ্ঠা ঃ ৫৮।

www.pathagar.com

অতঃপর মু'আয বললেন, আমার নিকট থেকে যাকাত নেয়ার মতো কাউকে খুঁজে পাইনি।[২৯৯]

কি চমকপ্রদ ব্যাপার। এটি এমন ঘটনা যা আমরা আমাদের কিতাবসমূহে পড়ে যাচ্ছি অথচ এর প্রতি গুরুত্বারোপ করছি না। প্রকৃতপক্ষেই ইসলামী জীবন-বিধান ও এর ন্যায় বিচার এ ধরনের সচ্ছলতা, প্রাচুর্য ও স্থায়িত্বের ফল প্রদান করেছে। পৃথিবী কি এমনটি কখনও দেখেছে? পৃথিবী কি উমর (রা) ছাড়া এমন কোন শাসক দেখেছে যিনি তাঁর গভর্নর কর্তৃক রাজধানীতে পাঠানো সম্পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং গভর্নরকে এ কথা স্মরণ করে দিয়েছেন যে, তিনি তাকে 'কর' আদায়ের জন্য পাঠাননি? যেমনটি রাজন্যবর্গ ও স্বৈরাচাররা করতো বরং তার দায়িত্ব হলো এলাকার ধনীদের নিকট থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে তা দরিদ্রদেরকে বুঝিয়ে দেয়া।

যদি সম্মানিত ফকীহ সাহাবী মু'আয বিন জাবাল (রা) আমিরুল মুমিনীন উমর (রা)-কে এ কথা না বুঝাতেন যে, তাঁর এলাকার লোকজন প্রাচুর্য ও ন্যায় বিচারে ধন্য হয়েছে এবং তিনি এমন কিছুই মদীনায় পাঠাননি যা গ্রহণ করার মতো কেউ ছিল তাহলে কি ঘটনাই না ঘটতো! এটা কিভাবেই বা সম্ভব? তিনি তো সে ব্যক্তি যাকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমবার ইয়ামানে পাঠানোর সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ তাদের ধনীদের নিকট থেকে সম্পদ (যাকাত) সংগ্রহ করে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করবে।

পৃথিবীর সকল জনপদের মুসলিমগণ একই জাতিভুক্ত। তাই যদি কোন দেশের লোকজন ধনী হয়ে যায় এবং তাদের যাকাত নেয়ার প্রয়োজনীয়তা না থাকে তাহলে তা দ্বারা অন্য দেশের লোকদেরকে সাহায্য করা ওয়াজিব হয়ে যায় অথবা তাদের কেন্দ্রীয় সরকার তা জাতির কল্যাণে এবং দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ব্যয় করতে পারে।

এগুলো হলো ইসলামী জীবন-বিধান বাস্তবায়নের কিছু ফলাফল, যখনই তা কোন দেশে কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখনই এমনটি ঘটেছিল।

যদিও বদনসীব যে, ইসলামী উম্মাহ এই মহান বিধানের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এটা এজন্যই যে, তাদের শাসনক্ষমতায় ছিল অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী।

---

২৯৯. আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯৬।

www.pathagar.com

তাদের অর্থ-সম্পদের উপর আধিপত্য ছিল নির্বোধ লোকের। আর অজ্ঞতা ও বিদআত তাদের দ্বীনকে বিকৃত করে দিয়েছে।

এই বাস্তব উদাহরণসমূহ থেকে আমরা ঐসব লোকদের ভ্রান্তি বুঝতে পারি যারা ধারণা করে যে, দারিদ্র্য এমন একটি রোগ যার কোন ওষুধ নেই এবং এটি সমাজের উপর একটি অনিবার্য আপদ যা থেকে মুক্তি নেই।

তাদের ভ্রান্তিও বুঝতে পারি যারা ধারণা করে যে, ইসলামে যাকাতের বিধান হলো ইসলামী সমাজে দারিদ্রের অস্তিত্ব থাকার আবশ্যকতার সরকারী স্বীকৃতি।

এটা কখনোই ঠিক নয়। ইসলামী সমাজে দারিদ্র্য আবশ্যকীয় কোন বিষয় নয় বরং এটি একটি আকস্মিক বিষয় যা মুসলিম সমাজে দেখা দেয় যেমনি দেখা দেয় অন্যসব সমাজেও। এই বাস্তব বা সম্ভাব্য বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন ও উপদেশের মাধমে মোকাবেলা করতে হবে।

কিন্তু কখনও কখনও এমন সময় আসে যখন দারিদ্র্যের ছিদ্রপথ বন্ধ হয়ে যায়, সমাজে সম্পদ ও প্রাচুর্যের ফোয়ারা সবেগে প্রবাহিত হয় এবং মানুষ শান্তিময় ও নিশ্চিন্ত জীবন লাভে সৌভাগ্যবান হয়, যখন তাদের নিকট সবদিক থেকে অফুরন্ত রিযক্ আসতে থাকে। অভাব-অনটন, ক্ষুধা, আতঙ্ক ইত্যাদির কার্যকারণসমূহ তিরোহিত হয়ে যায়, তখন মানুষ স্বাধীনতা ও ইসলামী ন্যায় বিচারের আওতায় থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুবিচারপূর্ণ বণ্টন ব্যবহার সুবিধা লাভ করে, এমনকি সমাজে যাকাত নেয়ার মতো অভাবীর অস্তিত্ব থাকে না।

এমতাবস্থায় যাকাত তার অন্যান্য খাতসমূহ যেমন, মু'আল্লাফাতু কুলুবুহুম, দাসত্ব মোচন, ঋণমুক্তি, আল্লাহর পথে, সম্বলহীন পথিক এসব খাতের দিকে মনোযোগ দেয়। ❐

www.pathagar.com

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

পরিচিতি ও কার্যক্রম

বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৩ সালে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ ব্যাংকের অভাবনীয় সাফল্যের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন ও সহযোগিতায় এরপর থেকে বাংলাদেশে নতুন নতুন শারী'আহ্ভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এছাড়াও দেশে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি কনভেনশনাল ব্যাংক তাদের 'ইসলামী ব্যাংকিং শাখা' চালুর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রযাত্রায় সামিল হয়।

ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের পরিসরও দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফলে বাংলাদেশে কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহ ও ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে তোলা এবং ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সঠিক ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের নিমিত্তে সম্মিলিতভাবে যৌথ ও একক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা সময়ের অপরিহার্য দাবিতে পরিণত হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ ঈসায়ী সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রধান নির্বাহীবৃন্দকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের গতিশীলতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

ইসলামী ব্যাংকিং নিয়মাচার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন শারী'আহ্ ইস্যুতে সম্মিলিতভাবে একক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি-সিদ্ধান্ত (ফত্ওয়া) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীয়াহ্ বোর্ড বা কাউন্সিলসমূহের সমন্বয়ে একটি যৌথ শরীয়াহ্ বোর্ড গঠনের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত নির্দেশনাপত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নির্দেশনাপত্রে প্রদত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

> *"ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রত্যেকের নিজস্ব শরীয়াহ্ বোর্ড বা কাউন্সিল স্ব স্ব ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং নিয়মাচার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন শারী'আহ্ ইস্যুতে সম্মিলিতভাবে একক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি-সিদ্ধান্ত (ফত্ওয়া) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীয়াহ্ বোর্ড বা কাউন্সিলসমূহের সমন্বয়ে একটি যৌথ শরীয়াহ্ বোর্ড (Common Shari'ah Board) গঠন করা যায় কি না সে ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করা যেতে পারে।"*

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে উক্ত নির্দেশনা প্রাপ্তির পর থেকেই একটি যৌথ শরীয়াহ্ বোর্ড বা সম্মিলিত শরীয়াহ্ বোর্ড গঠনের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিভিন্নভাবে উদ্যোগ-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। অতঃপর ২০০১ ঈসায়ী সালের ১৬ আগস্ট তারিখে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এবং 'ইসলামিক ব্যাংকস্ কনসালটেটিভ ফোরাম' (আইবিসিএফ)-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব শাহ্ আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ একটি যৌথ শরীয়াহ্ বোর্ড গঠনে একমত হয়।

ঐতিহাসিক উক্ত সভার যুগান্তকারী এক সিদ্ধান্তে সেদিন-ই প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ্ বোর্ড' বা 'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ'।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী ব্যাংকসমূহের শরীয়াহ্ কাউন্সিল/ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিববৃন্দ এবং উক্ত ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক/নির্বাহী সভাপতিগণ পদাধিকারবলে 'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ'-এর সদস্য। বর্তমানে এর সম্মানিত সদস্য সংখ্যা ৪৭ জন এবং সদস্যব্যাংক সংখ্যা ১৫টি।

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড-এর সদস্যব্যাংকসমূহ ঃ

০১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
০২. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
০৩. সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড
০৪. দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড
০৫. শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
০৬. এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
০৭. প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড
০৮. ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড
০৯. সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড
১০. যমুনা ব্যাংক লিমিটেড
১১. দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড
১২. এইচএসবিসি
১৩. স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক
১৪. দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড
১৫. এবি ব্যাংক লিমিটেড

www.pathagar.com

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড-এর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ঃ

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় শরীয়াহ্ নীতিমালার একই পদ্ধতি ও সর্বসম্মত কর্মপন্থা অনুসরণে সদস্য ব্যাংকসমূহকে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করাই সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। এর কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক বই-পুস্তক-জার্নাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশ ও অনুবাদ, শরীয়াহ্ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকর্ম পরিচালনা, সদস্য ব্যাংকসমূহের কর্মকাণ্ডে শরীয়াহ্ নীতিমালার বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা, ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-মতবিনিময় সভার আয়োজন করা ইত্যাদি।

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড-এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

১. ইসলামী ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপর বিশেষ অবদান রাখার জন্য সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রতিবছর 'ইসলামী ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড' প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই অ্যাওয়ার্ডে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট এবং নগদ একলক্ষ টাকা সম্মানী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে জনসাধরণকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড থেকে প্রতিবছর নির্দিষ্ট বিষয়ে 'রচনা প্রতিযোগিতা' আহ্বান করা হয়ে আসছে। স্কুল পর্যায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় এবং উন্মুক্ত পর্যায়–এই তিন গ্রুপের প্রত্যেক গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার হিসেবে যথাক্রমে নগদ ১৫, ১০ ও ৭ হাজার টাকা নির্ধারিত আছে।

৩. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড সদস্য ব্যাংকসমূহের নির্বাহী ও কর্মকর্তা, কলেজ-মাদরাসার শিক্ষক, মুফতী, ইমাম ও খতীবগণের জন্য ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে। এ পর্যন্ত ৩৭৯ জন এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাও রয়েছেন।

৪. প্রস্তাবিত 'ইসলামী ব্যাংক কোম্পানী আইন (খসড়া)' প্রণয়ন

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকের জন্য প্রণীত 'ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১' দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। পৃথক আইন না থাকায় সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড একটি খসড়া 'ইসলামী ব্যাংক কোম্পানী আইন' প্রণয়ন ও অনুমোদন করে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করেছে।

www.pathagar.com

৫. আন্তঃইসলামী ব্যাংক মানি মার্কেট-এর নীতিমালা অনুমোদন

নীতিগতভাবে কোন ইসলামী ব্যাংক তার তারল্য সংকট মোচনের জন্য প্রচলিত কলমানি মার্কেট থেকে সুদের ভিত্তিতে অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিজেদের তারল্য সংকট বা উদ্বৃত্ত তারল্য পারস্পরিক সমঝোতা ও শরীয়াহ্ নীতিমালার ভিত্তিতে যেন আদান-প্রদান করতে পারে সেজন্য সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড 'আন্তঃইসলামী ব্যাংক মানি মার্কেট'-এর নীতিমালা অনুমোদন করেছে।

৬. ব্যাংকিং বিষয়ক শরীয়াহ্ ম্যানুয়েল প্রণয়ন

শরীয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংক পরিচালনা সহজতর করার লক্ষ্যে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতির উপর শরীয়াহ্ ম্যানুয়েল প্রণয়নের কার্যক্রম বর্তমানে এগিয়ে চলেছে।

৭. জার্নাল প্রকাশ

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের পক্ষ থেকে 'ইসলামিক ব্যাংকস্ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল' শিরোনামে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক গবেষণামূলক একটি জার্নাল প্রকাশনা শুরু হয়েছে।

৮. বুলেটিন প্রকাশ

ইসলামী ব্যাংকিংকে সহজভাবে তুলে ধরা এবং দেশ-বিদেশের ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের জন্য সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের পক্ষ থেকে বুলেটিন আকারে 'ইসলামিক ফাইন্যান্স' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে 'ইসলামিক ফাইন্যান্স' একটি মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে।

৯. গ্রন্থ প্রকাশ

বাংলা ভাষায় ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক বই-পুস্তকের অভাব পূরণের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের পক্ষ থেকে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও কয়েকটি বই প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

১০. ইসলামিক ক্রেডিট কার্ড প্রচলন

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে প্রচলনের জন্য 'ইসলামিক ক্রেডিট কার্ড' সংক্রান্ত একটি অভিমত প্রদান করেছে। আশা করা যাচ্ছে তার ভিত্তিতে শীঘ্রই ইসলামিক ক্রেডিট কার্ড চালু হবে।

www.pathagar.com

১১. মতবিনিময় সভা

দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীয়াহ্ বোর্ড/কাউন্সিলের ফক্বীহ্ সদস্যবৃন্দকে একত্রীকরণ বা একই প্ল্যাটফরমে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা হিসেবে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড-এর উদ্যোগে সময়ে সময়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়ে আসছে। ফক্বীহ সদস্যগণের মানোন্নয়ন, শরীয়াহ্ ব্যাংকিং বিষয়ে একই রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যাংকিং ক্ষেত্রে প্রচলিত বিভিন্ন আধুনিক বিষয় সম্পর্কিত ফিক্বহী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের এ ধরনের মতবিনিময় সভা বেশ ফলপ্রসূ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

১২. সদস্য ব্যাংক সফর

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের প্রতিনিধিদল বিগত কয়েক বছর যাবৎ দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং ইসলামী ব্যাংকিং শাখাধারী কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় সফর করে ব্যাংকসমূহের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়ে আসছে। এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের নির্বাহী কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব শাহ্ আব্দুল হান্নান। উক্ত মতবিনিময়ের মাধ্যমে সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের প্রতিনিধিদল ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের অবস্থান, অগ্রগতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা, বিশেষকরে শরীয়াহ্ পরিপালনের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত হন এবং ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত এ পরিদর্শন কার্যক্রম ফলপ্রসূ হওয়ায় এবং সদস্য ব্যাংকসমূহের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর কমপক্ষে একবার অনুরূপ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

জেনারেল সেক্রেটারিয়েট

রাজধানীর ৫৫/বি, পুরানা পল্টনস্থ নোয়াখালী টাওয়ারের ১২ তলায় সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ-এর জেনারেল সেক্রেটারিয়েট অবস্থিত। বর্তমানে এতে কর্মরত জনশক্তির সংখ্যা ১০। গবেষণা ও অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এখানে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক বাংলা-ইংরেজি-আরবীসহ বিভিন্ন ভাষায় প্রায় দুই সহস্রাধিক পুস্তকের সমন্বয়ে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি রয়েছে। ❐

www.pathagar.com

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

(880 2) 7161693 (880 2) 7161761 info@csbib.org www.csbib.org

ISBN 984-300-000686-0